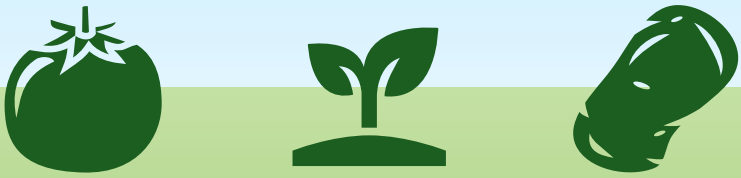
কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ · বই ২

আঙিনার বাগানি

নিজের বাগান, নিজের খাতা



বয়স ৭ বছর



১২ মাস · ২৪ প্রজেক্ট · ৪৮ সপ্তাহের হাতে-কলমে পরিকল্পনা

ফসল · পশুপাখি · মাছ · বাজার · কুরআন-হাদিস · English · প্রযুক্তি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু, অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে

আঙিনার বাগানি

নিজের বাগান, নিজের খাতা

কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ · বই ২ · বয়স ৭ বছর

এই বইটি যার

আমার নাম _____

আমার বয়স _____

আমার গ্রাম / এলাকা _____

বই শুরু করার তারিখ _____

আমার শিক্ষক (মা / বাবা) _____

আমার অঙ্গীকার

আমি একজন আঙিনার বাগানি। এ বছর বাগান ও মুরগির দায়িত্ব আমার। আমি না বললেও রোজ আমার কাজ করব। আমি যা করি, খাতায় সত্য লিখে রাখব। আমি মাপে ঠিক দেব, কথা দিলে রাখব। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অভ্যাস করব — ইন শা আল্লাহ।

এখানে তোমার নিজের ছবি আঁকো বা একটি ছবি আঠা দিয়ে লাগাও।

সূচিপত্র

অভিভাবক নির্দেশিকা — বই ব্যবহারের নিয়ম, রুটিন, নিরাপত্তা, পথনকশা ৪

বৈশাখ — বাগানের নকশা আঁকি, ফুলে ফল ধরাই ১২

জ্যৈষ্ঠ — ঢেঁড়সের সারি, পুঁইয়ের ডাল ২২

আষাঢ় — নিজের ধান-বীজে বীজতলা ৩২

শ্রাবণ — দড়ি টেনে সারিতে ধান রুই ৪২

ভাদ্র — শীতের সবজির আঁতুড়ঘর ৫২

আশ্বিন — চারার নতুন ঠিকানা ৬২

কার্তিক — মাটির নিচের ফসল ৭২

অগ্রহায়ণ — নিজের খেতের ধান, নিজের হাতের হিসাব ৮২

পৌষ — খুঁটি বাঁধি, লাল টমেটো তুলি ৯২

মাঘ — মাটির নিচের গুপ্তধন ১০২

ফাল্গুন — ভেজা ফলের বীজ, বীজের মেলা ১১২

চৈত্র — পালা বদল, বছরের হিসাব ১২২

পরিশিষ্ট — মূল্যায়ন, শব্দভান্ডার, খাতা ও সনদ ১৩২

প্রতি মাসের অধ্যায়ে যা আছে (১০ পাতা)

- **মাসের সূচনা** — ঋতুর গল্প, মাঠের খবর, মাসের লক্ষ্য
- **মূল ফসল-প্রজেক্ট** (২ পাতা) — ধাপে ধাপে কাজ, খেয়াল করা, গোনা-মাপা
- **দ্বিতীয় প্রজেক্ট** (২ পাতা) — পশুপাখি, মাছ অথবা বাজার-ব্যবসা
- **৪ সপ্তাহের পরিকল্পনা** (২ পাতা) — প্রতিদিনের কাজ, টিক দেওয়ার ঘর
- **ইসলামি শিক্ষা** — সূরা, দোয়া, হাদিস, আদব ও নামাজ
- **English Time ও প্রযুক্তি** — ৮টি শব্দ, ৩টি বাক্য, একটি প্রযুক্তি-দক্ষতা
- **আমার খাতা** — পর্যবেক্ষণ ছক, «আমি পারি» তালিকা, আঁকার জায়গা

অভিভাবকের নোট

অভিভাবকের প্রতি শুরুর আগে পড়ুন

আসসালামু আলাইকুম। আপনার সন্তান এক বছরে বীজ থেকে বীজ পর্যন্ত পুরো চাকা ঘুরে এসেছে। গত বছরের মূল কথা ছিল **চিনি, যত্ন করি, খেয়াল করি** — সে ছিল আপনার সহকারী। এ বছরের মূল কথা: **নিজে ফলাই, নিয়মিত যত্ন নিই, লিখে রাখি।** পরিবারের সবজি বাগান ও ৫–৬টি মুরগির ছোট খামার এ বছর তার নিজের দায়িত্বে।

বই ১ থেকে বই ২ — কী বদলাল

বিষয়	বই ১ (বয়স ৬)	বই ২ (বয়স ৭)
ভূমিকা	সহকারী চাষি	বাগান ও মুরগির দায়িত্বশীল
ফসল	একটি বেড, টব, গামলা	চার বেডের নকশা; বীজতলা ও চারা রোপণ; ছোট্ট ধানখেত; সংরক্ষণ
মাপ	আঙুল, বিঘত, হাত, মুঠো	সেন্টিমিটার, মিটার, গ্রাম, কেজি, তারিখ
গণিত	১০০ পর্যন্ত গোনা; ছোট যোগ	১০০০ পর্যন্ত; দুই অঙ্কের যোগ-বিয়োগ; ২, ৫, ১০-এর নামতা; গুণের ধারণা
খাতা	আঁকা, টিক, দাগ	নিজ হাতে সংখ্যা ও বাক্য লেখা; ছক পূরণ; দাগ-চিত্র
ব্যবসা	একদিনের ছোট্ট হাট	সাপ্তাহিক বিক্রি, বাঁধা ক্রেতা, হাটের দোকান; আয় − খরচ = লাভ
ইবাদত	দুই রাকাত শেখা	পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অভ্যাস; কুরআন দেখে পড়া শুরু

বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

1. **বাংলা মাস ধরে চলুন** — গত বছরের মতোই; যে মাসে শুরু করছেন সেই অধ্যায় থেকে।
2. **ধাপগুলো এবার শিশু নিজে পড়বে** (বা আপনার সাথে মিলে); আপনি «অভিভাবকের জন্য» অংশ পড়বেন।
3. **রোজকার দুটি কাজ কখনো বাদ নয়:** সকাল-সন্ধ্যায় মুরগি গোনা ও ডিমের দাগ; বাগানে এক চক্কর।
4. **লেখা তার, যোগ-মিলানো একসাথে।** ভুল সংখ্যা কেটে পাশে ঠিকটি লিখবে — ঘষামাজা নয়।
5. **মাস শেষে «আমার খাতা»** পূরণ ও নকশায় ফসলের নাম হালনাগাদ।

এ বছরের তিনটি সোনালি নিয়ম

- **দায়িত্ব ফিরিয়ে নেবেন না।** সে ভুলে গেলে আপনি কাজটি করে দেবেন না — ক্ষুধার্ত মুরগি বা নেতানো চারা দেখিয়ে মনে করান।
- **মাপ ছাড়া কথা নয়।** «অনেক হয়েছে» নয় — «কত গ্রাম?», «কয়টি?», «কত সেন্টিমিটার?»
- **ক্ষতিও ফসল।** মরা চারা, না-ফোটা ডিম, অবিক্রীত সবজি — প্রতিটির কারণ একসাথে খুঁজুন; বকা নয়।

বই ১ না করে থাকলে

সরাসরি এ বই শুরু করা যাবে, তবে প্রথম মাসে বই ১-এর নিরাপত্তা নিয়ম, ছোট বেড তৈরি ও বীজ বোনা (বৈশাখ) এবং বীজ রাখার তিন সূত্র (ফাল্গুন) একবার করিয়ে নিন। যেসব জায়গায় «গত বছরের বীজ/গাছ/মাদা» বলা আছে, সেখানে প্রতিবেশী চাষির কাছ থেকে দেশি বীজ ও চারা নিন।

⏱ বারোশ মিনিটের সপ্তাহ ৮০ · ১০ · ৫ · ৫

অনুপাত একই, সময় একটু বেড়েছে। সপ্তাহে ৫ দিন শেখার দিন, শুক্রবার জুমা ও পরিবারের দিন, আরেক দিন হাটের দিন। ৫ দিনে মোট **১২০০ মিনিট** (দিনে ৪ ঘণ্টা):

অংশ	ভাগ	সপ্তাহে	দিনে	কী হবে
🌱 হাতে-কলমে কাজ	৮০%	৯৬০ মিনিট	১৯২ মিনিট	বাগান, মুরগি, মাছ, বিক্রি; মাপা, হিসাব ও খাতা লেখা
🕌 ইসলামি জ্ঞান	১০%	১২০ মিনিট	২৪ মিনিট	নতুন সূরা, কুরআন দেখে পড়া, দোয়া, হাদিস, নামাজের পাঠ
ABC ইংরেজি	৫%	৬০ মিনিট	১২ মিনিট	ছোট গল্প শোনা ও বলা, প্রশ্ন-উত্তর, চেনা শব্দ দেখে পড়া
📱 প্রযুক্তি	৫%	৬০ মিনিট	১২ মিনিট	ডায়েরি, ছক, মাপার যন্ত্র, হিসাবের যন্ত্র

* পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই সময়ের বাইরে — সেটি জীবনের অংশ। হাটের দিনের বিক্রি «হাতে-কলমে কাজ»-এর মধ্যে ধরা।

একটি নমুনা দিন

সময়	কাজ	মিনিট
ফজরের পর	🕌 কুরআন দেখে পড়া, নতুন সূরা, সকালের দোয়া	২৪
সকাল ৬:১৫ – ৬:৪৫	🌱 মুরগি খোলা ও গোনা, খাবার-পানি, ডিম তোলা ও দাগ দেওয়া	৩০
সকাল ৬:৪৫ – ৮:১৫	🌱 বাগানে এক চক্কর, তারপর দিনের প্রজেক্টের কাজ	৯০
নাশতার পর	ABC English Time — গল্প শোনা, প্রশ্ন-উত্তর	১২
সকাল ১০:০০ – ১০:৪৫	🌱 খাতা: মাপ ও সংখ্যা লেখা, হিসাব, ছক, নকশা	৪৫
দুপুর	খাওয়া, যোহর, বিশ্রাম, খেলা	—
আসরের পর	🌱 বিকেলের পানি, পশুপাখির খাবার, সন্ধ্যায় গুনে ঘরে তোলা	২৭
মাগরিবের পর	📱 প্রযুক্তির কাজ (ডায়েরি, ছক, হিসাব মিলানো)	১২
ঘুমের আগে	গল্প, সন্ধ্যার দোয়া, আজ কী শিখলাম (সময়ের বাইরে)	—

৭ বছরের শিশুর জন্য মনে রাখুন

- একটানা ৩০–৪০ মিনিট মন দিতে পারে; তারপর বিরতি। লেখার কাজ ছায়ায়, বসে।
- নিয়ম ও ন্যায্যতা নিয়ে এখন সে খুব সচেতন — «কেন» জিজ্ঞেস করলে কারণসহ উত্তর দিন।
- তুলনা ও প্রতিযোগিতা ভালোবাসে: গত সপ্তাহের নিজের সাথে তুলনা করান, অন্য শিশুর সাথে নয়।
- রমজান ও ঈদে রুটিন হালকা; ওই সময় ইসলামি অংশ বাড়বে, বাগানে শুধু রোজকার যত্ন।

⚠ বাগানির ১০টি নিরাপত্তা নিয়ম

এই পাতাটি বড়রা তোমাকে পড়ে শোনাবেন। প্রতি মাসের শুরুতে একবার করে শুনবে, আর নিয়মগুলো মুখে বলবে।

১ **পানির কাছে একা নয়।** পুকুর, খাল, নদী, ডোবা, এমনকি বড় গামলার কাছেও বড়দের ছাড়া যাব না।

২ **ধারালো জিনিস বড়দের।** দা, কাঁচি, কাস্তে, কোদাল আমি ধরব না। আমার যন্ত্র ছোট খুরপি আর ঝাঁঝরি।

৩ **কাজের পরে সাবান।** মাটি, গোবর, পশুপাখি, মাছ ছোঁয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোব — তারপর খাব।

৪ **না জেনে মুখে নয়।** অচেনা ফল, পাতা, বীজ, মাশরুম কখনো মুখে দেব না।

৫ **পশুর পেছনে নয়।** গরু-ছাগলের পেছনে দাঁড়াব না, খাওয়ার সময় বিরক্ত করব না, বাচ্চাওয়ালা মা-পশুর কাছে একা যাব না।

৬ **রোদে টুপি, সাথে পানি।** কড়া দুপুরে মাঠে নয়। মাথা ঢেকে রাখব, বারবার পানি খাব।

৭ **মেঘ ডাকলে ঘরে।** বিদ্যুৎ চমকালে বা ঝড় উঠলে সব ফেলে ঘরে ঢুকব; গাছের নিচে বা খোলা মাঠে দাঁড়াব না।

৮ **ঝোপে হাত দেওয়ার আগে দেখি।** খড়ের গাদা, ইটের ফাঁক, গর্তে হাত ঢোকাব না — সাপ, বিছা থাকতে পারে। বর্ষায় লাঠি দিয়ে শব্দ করে হাঁটব।

৯ **খালি পায়ে গোবরে নয়।** গোয়ালঘর ও কম্পোস্টের কাছে স্যান্ডেল পরব। কাটা-ছেঁড়া হলে সাথে সাথে বড়দের বলব।

১০ **ফোন-যন্ত্র বড়দের সাথে।** ফোন, পাল্লা, থার্মোমিটার শুধু বড়দের সামনে, সময় মেপে ব্যবহার করব।

অভিভাবকের জন্য

বাড়িতে একটি ছোট প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখুন (তুলা, জীবাণুনাশক, ব্যান্ডেজ, খাবার স্যালাইন)। শিশুর টিটেনাসসহ নিয়মিত টিকা সম্পূর্ণ আছে কি না দেখে নিন। সাপে কাটলে ওঝা নয় — দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিন। শীতে কাঁচা খেজুরের রস শিশুকে খাওয়াবেন না (নিপাহ ভাইরাসের ঝুঁকি)।

সারা বছরে যা যা লাগবে

গত বছরের খুরপি, ঝাঁঝরি, ঝুড়ি, গামলা, বীজ ব্যাংক ও সারের গাদা — সবই এ বছর চলবে। নতুন যা যোগ হবে, তার বেশির ভাগ মাপা ও লেখার জিনিস।

বাগানের জিনিস

- খুরপি, ঝাঁঝরি, ঝুড়ি, চালুনি
- লম্বা দড়ি ও খুঁটি (সারি টানতে)
- বাঁশের খুঁটি (টমেটোর) ও পাটের সুতলি
- বীজতলার ছাউনি: চাটাই বা স্বচ্ছ পলিথিন
- রং-না-করা মাটির কলসি — ২–৩টি
- বাঁশের মাচা/ডোল (আলু রাখার), শুকনো বালু
- খড়, কম্পোস্ট, ছাই, নিম পাতা

পশুপাখি ও মাছ

- ৫–৬টি দেশি মুরগি ও একটি মোরগ
- উঁচু, শুকনো মুরগির ঘর; ডিম পাড়ার বাসা
- এক জোড়া দেশি কবুতর ও খোপ
- মাছের চাড়ি; কুঁড়া ও সরিষার খৈল
- দুই সপ্তাহের জন্য একটি বাছুর (নিজের বা প্রতিবেশীর)
- খুদ, কুঁড়া, দানা, ডিমের খোসা গুঁড়া

দেশি বীজ ও চারা

- নিজের ব্যাংক থেকে: ধান, শিম, মুলা, ধনিয়া, শাক, লাউ-কুমড়া
- নতুন: দেশি ঢেঁড়স, টমেটো, বেগুন, মরিচ
- বীজ-আলু, রসুন, পেঁয়াজ
- পুঁই ও কলমির ডাল

মাপা ও লেখার জিনিস

- মাপার ফিতা (মিটার-সেন্টিমিটার) ও স্কেল
- পাল্লা — গ্রাম-কেজি (ডিজিটাল হলে ভালো)
- দেয়াল-ক্যালেন্ডার (বাংলা তারিখসহ)
- হিসাবের খাতা, ছক-কাটা কাগজ, রং-পেনসিল
- বাগানের নকশার জন্য বড় কাগজ
- কাগজের খাম/ঠোঙা, লেবেল, আঠা
- তিনটি কৌটা: সঞ্চয়, সদকা, খরচ

জায়গা কতটুকু লাগবে?

চারটি ২ মি × ১ মি বেড, একটি বীজতলা, তিনটি মাদা ও মুরগির ঘর মিলিয়ে দেড়–দুই শতক উঠান আদর্শ। জায়গা কম হলে বেড ছোট করুন বা বস্তা-টবে «চার দল» বানান। ছোট্ট ধানখেতের জন্য পরিচিত চাষির জমির একটি কোণ (দেড় মি × দেড় মি) চেয়ে নিন। বাছুর, পুকুর ও হাটের কাজে আগের মতোই «ওস্তাদ চাষি»-র সহায়তা নিন।

দেশি পদ্ধতি — কী ও কেন

এই সিরিজে আমরা **দেশি জাত** ও **দেশি পদ্ধতি** ব্যবহার করব; হাইব্রিড বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নয়। শিশুকে সহজ ভাষায় বোঝান:

বিষয়	আমরা যা করব	কেন
বীজ	দেশি জাতের বীজ; ফসল থেকে নিজে বীজ রেখে পরের বছর বোনা	হাইব্রিড ফসলের বীজ রাখলে পরের বছর ভালো ফলে না, প্রতিবার কিনতে হয়। দেশি বীজ চাষির নিজের সম্পদ।
মাটির খাবার	পচা গোবর, কম্পোস্ট, ছাই, পচা পাতা, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	মাটিতে কেঁচো ও ছোট প্রাণ বাঁচে, মাটি বছর বছর আরও উর্বর হয়।
পোকা-বালাই	হাতে বাছা, ছাই ছিটানো, নিম পাতার পানি, পাখি বসার ডাল, মিশ্র ফসল	বিষ ছাড়া খাবার নিরাপদ; বন্ধু পোকা, মৌমাছি, ব্যাঙ, পাখি বেঁচে থাকে।
পশুপাখি	দেশি মুরগি, হাঁস, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, দেশি গরু; ছেড়ে পালা	রোগ কম, খরচ কম, আমাদের আবহাওয়ায় মানানসই।
মাছ	দেশি মাছ: কই, শিং, মাগুর, টাকি, পুঁটি, মলা	কম পানিতে বাঁচে, পুষ্টি বেশি, খাল-বিলের নিজস্ব সম্পদ।
সময়	বাংলা মাস ও ঋতু মেনে চাষ	সময়ের ফসল সময়ে করলে কম যত্নে ভালো ফলে।

খামারের চাকা — কিছুই ফেলনা নয়

গাছ থেকে শাক-সবজি → মানুষ খায়, খোসা-লতাপাতা খায় গরু-ছাগল-মুরগি → ওদের গোবর-বিষ্ঠা যায় সারের গাদায় → সার যায় মাটিতে → মাটি থেকে আবার গাছ। এই চাকাটি শিশুকে বারবার দেখান। এটাই দেশি কৃষির প্রাণ।

বাস্তব পরামর্শ

- দেশি বীজের সবচেয়ে ভালো উৎস: গ্রামের প্রবীণ চাষি ও চাষি-নারীরা। তাঁরা লাউ, শিম, কুমড়া, শাকের বীজ কলসি-বয়ামে রাখেন। শিশুকে নিয়ে চেয়ে আনুন।
- ধানের দেশি জাতের নাম এলাকাভেদে আলাদা। আপনার এলাকায় কোন কোন দেশি ধান এখনো চাষ হয়, শিশুকে নিয়ে খোঁজ নিন।
- বপনের সঠিক তারিখ অঞ্চল ও বছরের আবহাওয়াভেদে ১–২ সপ্তাহ এদিক-ওদিক হয়। সন্দেহ হলে স্থানীয় অভিজ্ঞ চাষি বা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে মিলিয়ে নিন।

১০ বছরের পথনকশা ৬ থেকে ১৬

প্রতি বছর একটি বই। প্রতিটি বই আগের বইয়ের দক্ষতার ওপর দাঁড়ায়, আর শিশুর দায়িত্ব একটু একটু করে বাড়ে।

বই	বয়স	নাম	মূল দক্ষতা
১	৬	**ছোট্ট চাষি** বীজ থেকে শুরু	চেনা, যত্ন ও পর্যবেক্ষণ; ছোট বেড, টব ও গামলা; পশুপাখির সাথে বন্ধুত্ব
২	৭	**আঙিনার বাগানি**	সারা বছরের পারিবারিক সবজি বাগান নিজে চালানো; বীজতলা ও চারা
৩	৮	**হাঁস-মুরগির খামারি**	দেশি মুরগি ও হাঁস পালন, ডিম ফোটানো, খাবার তৈরি, ডিম বিক্রির খাতা
৪	৯	**মাঠের চাষি**	ধান, ডাল, তেলবীজ, মসলা; এক-দুই শতক জমিতে পুরো মৌসুমের চাষ
৫	১০	**পুকুর ও ছাগল**	দেশি মাছ চাষ, পুকুর ব্যবস্থাপনা, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন
৬	১১	**গরু ও মাটির স্বাস্থ্য**	দেশি গরু, দুধ, কেঁচো সার, কম্পোস্ট; সমন্বিত খামারের চাকা
৭	১২	**বীজ ও নার্সারি**	বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, কলম, চারা বিক্রির ছোট নার্সারি
৮	১৩	**হিসাব ও বাজার**	খরচ-লাভের হিসাব, প্রক্রিয়াজাত (আচার, গুড়, শুঁটকি, ঘি), প্যাকেট ও হাটে বিক্রি
৯	১৪	**খামার ব্যবসা**	ব্যবসা পরিকল্পনা, ব্র্যান্ড, অনলাইনে বিক্রি, ক্রেতা ও মান নিয়ন্ত্রণ
১০	১৫–১৬	**দেশ থেকে বিদেশে**	আমদানি-রপ্তানির নিয়ম, কাগজপত্র, মান-সনদ, নিজের উদ্যোগ চালু করা

প্রতি বইয়ে চারটি সুতো একসাথে বোনা থাকবে

- **ফসল · পশুপাখি · মাছ · ব্যবসা** — চারটিই প্রতি বছর থাকবে, গভীরতা বাড়বে।
- **ইসলামি জ্ঞান:** ছোট সূরা থেকে আমপারা, নামাজ, হালাল উপার্জন, যাকাত-উশর, ব্যবসার ফিকহ।
- **ইংরেজি:** শব্দ ও বাক্য → গল্প শোনা ও বলা → ক্রেতার সাথে কথা, ইমেইল ও পণ্যের বিবরণ পড়া।
- **প্রযুক্তি:** ক্যামেরা ও পাল্লা → স্প্রেডশিট ও অনলাইন বাজার → ডিজিটাল লেনদেন ও রপ্তানির কাগজ।

আমদানি-রপ্তানি এ বছর কোথায়?

৭ বছরে এটি এখনো কৌতূহলের স্তরে, তবে এক ধাপ এগিয়ে: «দাম কেন ওঠে-নামে, আর ঘাটতি হলে পেঁয়াজ কোথা থেকে আসে?» (কার্তিক) এবং «গ্রামের সবজি কোন পথে শহরে ও দূরে যায়?» (চৈত্র)। সাথে তিনটি অভ্যাস গড়ে উঠছে যা রপ্তানির ভিত্তি: বাছাই, সঠিক মাপ ও সত্য লেবেল।

বছরের এক নজরে ১২ মাস · ২৪ প্রজেক্ট

মাস	মূল ফসল-প্রজেক্ট	দ্বিতীয় প্রজেক্ট	সূরা
বৈশাখ মধ্য এপ্রিল – মধ্য মে	বাগানের নকশা ও লাউ-কুমড়ার পরাগায়ন	আমার ছোট্ট মুরগির খামার	সূরা আল-কাফিরুন
জ্যৈষ্ঠ মধ্য মে – মধ্য জুন	ঢেঁড়সের সারি ও পুঁইয়ের ডাল	নিয়মিত বিক্রি ও দামের খাতা	সূরা আত-তাকাসুর
আষাঢ় মধ্য জুন – মধ্য জুলাই	আমন ধানের বীজতলা	বর্ষায় হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য	সূরা আল-হুমাযা
শ্রাবণ মধ্য জুলাই – মধ্য আগস্ট	আমার ছোট্ট ধানখেত	মাছের খাবার বানাই, বাড় মাপি	সূরা আল-কারিআ
ভাদ্র মধ্য আগস্ট – মধ্য সেপ্টেম্বর	টমেটো, বেগুন ও মরিচের বীজতলা	কবুতরের জোড়া	সূরা আয-যিলযাল
আশ্বিন মধ্য সেপ্টেম্বর – মধ্য অক্টোবর	চারা রোপণ: টমেটো, বেগুন, মরিচ	দুই সপ্তাহ বাছুরের দায়িত্ব	সূরা আল-আদিয়াত
কার্তিক মধ্য অক্টোবর – মধ্য নভেম্বর	আলু, পেঁয়াজ ও রসুন লাগাই	দাম কেন ওঠে-নামে? ও চারা বিক্রি	সূরা আল-কদর
অগ্রহায়ণ মধ্য নভেম্বর – মধ্য ডিসেম্বর	ধান কাটা, বীজ বাছাই ও ফলনের হিসাব	নিজ দায়িত্বে ছানা তোলা	সূরা আত-তীন
পৌষ মধ্য ডিসেম্বর – মধ্য জানুয়ারি	টমেটো, বেগুন ও মরিচের যত্ন ও তোলা	হাটে আমার দোকান — আয়, খরচ, লাভ	সূরা আল-ইনশিরাহ (আলাম নাশরাহ)
মাঘ মধ্য জানুয়ারি – মধ্য ফেব্রুয়ারি	আলু তোলা, বাছাই ও সংরক্ষণ	পুকুরের পানি পরীক্ষা ও শীতের মাছ	সূরা আদ-দুহা
ফাল্গুন মধ্য ফেব্রুয়ারি – মধ্য মার্চ	বীজ ব্যাংক ২ — ভেজা ফলের বীজ	বীজের মেলা — বদল ও বিক্রি	সূরা আল-আলাক (প্রথম ৫ আয়াত)
চৈত্র মধ্য মার্চ – মধ্য এপ্রিল	পালা বদলের নকশা ও কলসি-সেচ	বছরের হিসাব ও বছর-শেষের মেলা	ঝালাই ও আয়াতুল কুরসি (শুরু)

প্রজেক্টগুলো একে অপরের সাথে জোড়া

বৈশাখের নকশা চৈত্রে পালা বদল · আষাঢ়ের বীজতলার চারা শ্রাবণের ধানখেতে, অগ্রহায়ণে ফলন · ভাদ্রের বীজতলা → আশ্বিনে রোপণ → পৌষে ফল → ফাল্গুনে বীজ · কার্তিকের আলু মাঘে তোলা ও সংরক্ষণ · সারা বছরের খাতা চৈত্রের বার্ষিক হিসাবে।

বাংলাদেশের শস্য ক্যালেন্ডার তিন মৌসুম, ছয় ঋতু

বাংলাদেশের চাষিরা বছরকে তিনটি ফসল-মৌসুমে ভাগ করেন। এই পাতাটি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন; শিশু প্রতি মাসে আঙুল দিয়ে দেখাবে — «আমরা এখন এখানে»।

মৌসুম	বাংলা মাস	প্রধান ফসল
খরিপ-১ (গ্রীষ্ম, প্রাক-বর্ষা)	চৈত্র – জ্যৈষ্ঠ মধ্য মার্চ – মধ্য জুন	আউশ ধান, পাট, ডাঁটা, পুঁই, কলমি, ঢেঁড়স, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা, লাউ-কুমড়া, তিল, মুগ ডাল; ফল: আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল
খরিপ-২ (বর্ষা)	আষাঢ় – আশ্বিন মধ্য জুন – মধ্য অক্টোবর	আমন ধান (প্রধান), চালকুমড়া, ধুন্দল, কাঁকরোল, বরবটি, শিম বোনা, কচু; গাছ লাগানোর সময়; নতুন পানিতে দেশি মাছ; ফল: পেয়ারা, আমড়া, তাল, জাম্বুরা
রবি (শীত, শুকনো)	কার্তিক – ফাল্গুন মধ্য অক্টোবর – মধ্য মার্চ	বোরো ধান, গম, সরিষা, মসুর, ছোলা, খেসারি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, পালং, লাল শাক, ধনিয়া, শিম, লাউ, টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি; ফল: কুল (বরই)

ঋতু	মাস	ধান	সবজি ও অন্য ফসল	পশুপাখি ও মাছ
গ্রীষ্ম	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	বোরো কাটা; আউশ বোনা	গ্রীষ্মের শাক ও লতা-সবজি; পাট; মধুমাসের ফল	গরমে ছায়া ও পানি; পুকুরে পোনা ছাড়ার প্রস্তুতি
বর্ষা	আষাঢ়, শ্রাবণ	আমন বীজতলা ও রোপণ; আউশ কাটা শুরু	গাছের চারা রোপণ; মাচার সবজি; পাট কাটা ও জাগ	হাঁসের সুসময়; খাল-বিলে দেশি মাছের ডিম ও পোনা
শরৎ	ভাদ্র, আশ্বিন	আমনের যত্ন; আউশ কাটা শেষ	শিম-লাউ বোনা; আগাম শীতের সবজির বীজতলা; তাল	মাছ দ্রুত বাড়ে; কাঁচা ঘাস প্রচুর
হেমন্ত	কার্তিক, অগ্রহায়ণ	আমন পাকা ও কাটা — নবান্ন	শীতের সবজি, সরিষা, ডাল, আলু, পেঁয়াজ-রসুন বোনা	খড় মজুত; বিলের পানি কমে মাছ ধরা
শীত	পৌষ, মাঘ	বোরো বীজতলা ও রোপণ	শীতের সবজি তোলা; সরিষা ফুল ও মধু; খেজুরের গুড়	মুরগির ছানা; পশুকে ঠান্ডা থেকে বাঁচানো; পুকুর শুকিয়ে মাছ ধরা
বসন্ত	ফাল্গুন, চৈত্র	বোরোর যত্ন; ধানে শিষ	রবি ফসল তোলা ও বীজ রাখা; গ্রীষ্মের সবজি বোনা; আমের মুকুল	পুকুর প্রস্তুতি; ছাগলের বাচ্চা; গরমের প্রস্তুতি

বাংলা মাস ও ইংরেজি তারিখ

বৈশাখ শুরু ১৪ এপ্রিল। এরপর প্রতি বাংলা মাস মোটামুটি ইংরেজি মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়: জ্যৈষ্ঠ (মে), আষাঢ় (জুন), শ্রাবণ (জুলাই), ভাদ্র (আগস্ট), আশ্বিন (সেপ্টেম্বর), কার্তিক (অক্টোবর), অগ্রহায়ণ (নভেম্বর), পৌষ (ডিসেম্বর), মাঘ (জানুয়ারি), ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), চৈত্র (মার্চ)।

মাস ১ · গ্রীষ্মকাল

বৈশাখ

বাগানের নকশা আঁকি, ফুলে ফল ধরাই

মধ্য এপ্রিল – মধ্য মে
খরিপ-১ মৌসুমের শুরু

শুভ নববর্ষ! নতুন বছর, নতুন বই, আর তুমি এখন সাত বছরের। গত বছর তুমি ছিলে «ছোট্ট চাষি» — বড়দের সহকারী। এ বছর তোমার পদোন্নতি হলো: তুমি এখন **আঙিনার বাগানি**। বাড়ির সবজি বাগানটি এ বছর তোমার দায়িত্বে। কোথায় কী হবে, কখন বোনা হবে, কখন তোলা হবে — ভাববে তুমি, করবে তুমি, খাতায় লিখবেও তুমি।

চৈত্র মাসে তুমি তিনটি মাদায় লাউ, মিষ্টি কুমড়া আর ঝিঙা বুনেছিলে। সেই লতাগুলো এখন মাচা বেয়ে উঠছে, হলুদ-সাদা ফুল ফুটছে। কিন্তু সব ফুলে কি ফল হয়? না! এ মাসে তুমি ফুলের এক মজার রহস্য জানবে, আর নিজের হাতে ফুলে ফল ধরাবে। সাথে শুরু হবে তোমার নিজের ছোট্ট মুরগির খামার।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- বোরো ধান কাটা ও মাড়াইয়ের ধুম
- আউশ ধান ও পাট বোনা
- লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলায় ফুল ও কচি ফল
- ডাঁটা, পুঁই, কলমি, ঢেঁড়সের সময়
- কালবৈশাখী ঝড়; গাছে কাঁচা আম

এ মাসে আমি শিখব

- ফিতা দিয়ে মেপে বাগানের নকশা আঁকব
- পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল চিনব
- হাতে পরাগায়ন করে ফল ধরাব
- নিজের মুরগির খামার ও ডিমের খাতা শুরু করব
- ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত গুনব ও লিখব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **বাগানের নকশা ও লাউ-কুমড়ার পরাগায়ন**
- **আমার ছোট্ট মুরগির খামার**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: বাগানের নকশা ও লাউ-কুমড়ার পরাগায়ন ফসল

কেন করব?

ভালো বাগানি আগে কাগজে বাগান করেন, তারপর মাটিতে। নকশা থাকলে জানা যায় — কোন বেডে রোদ বেশি, কোথায় কী বুনলে ভালো হবে, কোন মাসে কোন বেড খালি হবে। আর লাউ-কুমড়ার একটি বিশেষ ব্যাপার আছে: এদের একই গাছে দুই রকম ফুল ফোটে — **পুরুষ ফুল** ও **স্ত্রী ফুল**। পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলে না পৌঁছালে ফল হয় না; কচি ফলটি হলুদ হয়ে ঝরে যায়। এই রেণু পৌঁছে দেওয়ার কাজটির নাম **পরাগায়ন**। মৌমাছিরা এ কাজ করে; মৌমাছি কম থাকলে চাষি নিজেই করেন।

যা যা লাগবে

- মাপার ফিতা (মিটার-সেন্টিমিটার দাগওয়ালা)
- বড় সাদা কাগজ, পেনসিল, স্কেল, রং
- ৪টি বেডের জন্য খুঁটি ও সুতলি
- চৈত্রে বোনা লাউ, কুমড়া ও ঝিঙার গাছ
- রঙিন সুতা (চিহ্ন দিতে)
- পুরোনো কাগজের ঠোঙা (ফল ঢাকতে)
- খাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১. **বাগান মাপি:** বড়দের সাথে ফিতার এক মাথা ধরে উঠানের লম্বা ও চওড়া দিক মাপো। ফিতায় বড় দাগ = মিটার। সংখ্যাগুলো খাতায় লেখো। গত বছর মেপেছিলে হাত আর বিঘত দিয়ে; এ বছর থেকে মিটার — যা সারা দুনিয়ায় একই।

২. **নকশা আঁকি:** কাগজে উঠানের একটি চারকোনা ছবি আঁকো। তাতে বসাও: ঘর, কল, বড় গাছ, তোমার লাগানো গাছ, মুরগির ঘর, সারের গাদা, তিনটি মাদা। সূর্য কোন দিকে ওঠে ও ডোবে, তীর দিয়ে দেখাও।

৩. **চারটি বেড ঠিক করি:** রোদ-পড়া জায়গায় চারটি সমান বেড চিহ্ন দাও (প্রতিটি প্রায় ২ মিটার × ১ মিটার)। নাম দাও: বেড ১, ২, ৩, ৪। নকশায় আঁকো, মাটিতে খুঁটি-সুতলি দিয়ে চিহ্ন দাও। সারা বছর এই চার বেডেই পালা করে ফসল হবে।

৪. **দুই রকম ফুল চিনি:** সকালে কুমড়ার মাচায় যাও। যে ফুলের নিচে সরু লম্বা বোঁটা — সেটি **পুরুষ ফুল**। যে ফুলের ঠিক নিচে একটি ছোট্ট গোল কুমড়া বসানো — সেটি **স্ত্রী ফুল**। গুনে দেখো কোনটি বেশি।

৫. **সময় জানি:** মিষ্টি কুমড়া ও ঝিঙার ফুল ফোটে **ভোরে**, দুপুরের আগেই বুজে যায়। লাউয়ের সাদা ফুল ফোটে **বিকেল-সন্ধ্যায়**। তাই কুমড়ার পরাগায়ন সকাল ৬টা–৮টায়, লাউয়ের পরাগায়ন বিকেলে।

৬. **পরাগায়ন করি:** সদ্য ফোটা একটি পুরুষ ফুল ছিঁড়ে নাও। পাপড়িগুলো আস্তে ছাড়িয়ে ফেলো — মাঝখানে হলুদ গুঁড়োমাখা দণ্ডটি থাকবে। এটি স্ত্রী ফুলের মাঝখানের অংশে আলতো করে ২–৩ বার ছুঁইয়ে দাও। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ২–৩টি স্ত্রী ফুলে কাজ হয়।

৭. **চিহ্ন দিই ও দেখি:** পরাগায়ন করা ফুলের বোঁটায় রঙিন সুতা বেঁধে খাতায় তারিখ লেখো। ৩–৪ দিন পর দেখো: ছোট্ট ফলটি সবুজ ও বড় হচ্ছে — সফল! হলুদ হয়ে কুঁচকে গেলে — হয়নি; আবার চেষ্টা।

৮. **ফল বাঁচাই:** কচি ফল একটু বড় হলে কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে দাও — মাছি পোকা যেন ডিম পাড়তে না পারে। মাটিতে শোয়া কুমড়ার নিচে খড় দাও।

বাগানের নকশা ও লাউ-কুমড়ার পরাগায়ন খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- প্রথম দিকে শুধু পুরুষ ফুলই ফোটে — কত দিন পর প্রথম স্ত্রী ফুল এলো?
- ফুলে কোন কোন পোকা আসে? মৌমাছি কোন সময়ে বেশি আসে?
- সুতা-বাঁধা ফুল আর সুতা-ছাড়া ফুল — কোন দলে বেশি ফল টিকল?
- পরাগায়নের পর একটি লাউ খাওয়ার মতো হতে কত দিন লাগল?
- কোন বেডে সারা দিন রোদ, কোনটিতে আধা বেলা? নকশায় লিখে রাখো।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- বাগান কত মিটার লম্বা, কত মিটার চওড়া? ১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার।
- রোজ সকালে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গুনে ছকে লেখো।
- কয়টি ফুলে পরাগায়ন করলে, কয়টিতে ফল টিকল? যেমন: ১০টির মধ্যে ৭টি।
- একটি লাউ রোজ ফিতা দিয়ে মাপো — দিনে কয় সেন্টিমিটার বাড়ে?

নিরাপত্তা

ফুলের ভেতরে মৌমাছি বা বোলতা থাকতে পারে — হাত দেওয়ার আগে উঁকি দিয়ে দেখো, থাকলে অপেক্ষা করো। উঁচু মাচার ফুলে পৌঁছাতে টুলে বা মইয়ে একা উঠবে না। লাউ-কুমড়ার লতা ও পাতার রোমে গা চুলকাতে পারে — ফুলহাতা জামা পরো। কালবৈশাখীর মেঘ দেখলে ঘরে।

অভিভাবকের জন্য

নকশাটি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন; সারা বছর এতে ফসলের নাম লেখা-মোছা চলবে এবং চৈত্রে «পালা বদল» শেখাতে এটিই লাগবে। চার বেডের মাপ আপনার উঠান অনুযায়ী ছোট-বড় করুন; টব-বস্তায় বাগান হলে চারটি «দল» বানান। হাতে পরাগায়ন বাংলাদেশে লাউ ও কুমড়া চাষিদের প্রচলিত চর্চা। চৈত্রের মাদা না থাকলে প্রতিবেশীর মাচায় এ কাজ করান, অথবা এখনই চালকুমড়া/ঝিঙা বুনুন — ফুল আসবে আষাঢ়ে। খেয়াল রাখুন, শিশু যেন সব পুরুষ ফুল ছিঁড়ে না ফেলে; মৌমাছির জন্যও রাখতে হবে।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: আমার ছোট্ট মুরগির খামার পশুপাখি

গত বছর তুমি মুরগিকে চিনেছ, খাইয়েছ, ছানা ফোটা দেখেছ। এ বছর তুমি **খামারি**। ৫–৬টি দেশি মুরগি ও একটি মোরগ নিয়ে তোমার খামার। ওদের খাবার, পানি, ঘর, ডিম — সবকিছুর হিসাব তোমার খাতায়।

যা করব

১ **পাল গুনি ও চিনি:** তোমার দায়িত্বের মুরগিগুলো বেছে নাও। প্রত্যেকের একটি নাম বা নম্বর দাও। রং ও চিহ্ন খাতায় লেখো, যাতে হারালে খুঁজে পাও।

২ **ঘর পরীক্ষা করি:** ভালো মুরগির ঘরের চার গুণ: **উঁচু** (মাটি থেকে ওপরে), **শুকনো**, **বাতাস চলে**, **রাতে বন্ধ হয়**। তোমাদের ঘরে চারটিই আছে? কোনটি নেই, বড়দের বলো ও মেরামতে সাহায্য করো।

৩ **ডিম পাড়ার বাসা:** ঘরের শান্ত কোণে একটি ঝুড়ি বা মাটির হাঁড়িতে নরম খড় বিছিয়ে দাও। বাসা না পেলে মুরগি ঝোপে ডিম পাড়ে, আর সে ডিম হারিয়ে যায়।

৪ **রোজকার রুটিন:** সকালে দরজা খোলা ও গোনা → এক মুঠো করে খুদ-কুঁড়া → পরিষ্কার পানি। বিকেলে আবার খাবার → সন্ধ্যায় গুনে ঘরে তোলা ও দরজা বন্ধ।

৫ **শক্ত খোসার খাবার:** ডিমের খোসা ধুয়ে শুকিয়ে গুঁড়ো করে খাবারে মেশাও, অথবা বড়দের দিয়ে শামুক-ঝিনুক ভেঙে দাও। এতে ডিমের খোসা শক্ত হয়। শাকের ঝরা পাতাও দাও।

৬ **ডিমের খাতা:** রোজ বাসা থেকে ডিম তোলো। খাতায় তারিখের পাশে প্রতি ডিমে একটি দাগ দাও (|); পাঁচ নম্বরে আড়াআড়ি কাটা দাগ — পাঁচের গুচ্ছ। সপ্তাহ শেষে গুনে মোট লেখো।

৭ **সাপ্তাহিক পরিষ্কার:** সপ্তাহে একদিন বড়দের সাথে ঘরের বিষ্ঠা তুলে সারের গাদায় দাও, মেঝেতে ছাই ছিটাও।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

আমার ছোট্ট মুরগির খামার ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- সকালে ৬টি মুরগি বের হলো, সন্ধ্যায় ৫টি ফিরল। তুমি এখন কী কী করবে?
- দেশি মুরগি রোজ ডিম দেয় না — কিছুদিন পেড়ে থেমে যায়। তোমার খাতা দেখে বলো কোন মুরগি কখন থামল।
- তুমি এক দিন খাবার দিতে ভুলে গেলে মুরগির কী হয়? দায়িত্ব মানে কী?

নিরাপত্তা

মুরগি, ডিম, বাসা ও বিষ্ঠা ধরার পর সাবান দিয়ে হাত ধোবে — প্রতিবার। ঘর পরিষ্কারের সময় নাক-মুখ গামছায় ঢাকো, স্যান্ডেল পরো। কোনো মুরগি ঝিমালে বা মরে পড়ে থাকলে হাত দেবে না, সাথে সাথে বড়দের জানাবে। ফাটা বা নোংরা ডিম আলাদা রাখো; কাঁচা ডিম খাবে না।

অভিভাবকের জন্য

দেশি মুরগি সাধারণত এক দফায় ১০–১৫টি ডিম দিয়ে কুঁচে হয়; বছরে মোট ডিম কমই — এটি স্বাভাবিক, শিশুকে আগেই জানিয়ে রাখুন। এ বছরের মূল শিক্ষা «রোজকার দায়িত্ব + লিখে রাখা»: সকাল-সন্ধ্যার গণনা ও ডিমের দাগ-খাতা একদিনও যেন বাদ না যায়। আষাঢ়ে আমরা টিকা ও বর্ষার যত্ন, অগ্রহায়ণে শিশুর নিজ দায়িত্বে ছানা তোলা করব। নিজেদের মুরগি না থাকলে ২–৩টি দিয়েই শুরু করুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

বৈশাখ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — মাপি ও আঁকি

দিন ১	গত বছরের বীজ ব্যাংক, গাছ ও মাদা ঘুরে দেখি — কী কী আছে লিখি	☐
দিন ২	ফিতা দিয়ে উঠান মাপি; মিটার ও সেন্টিমিটার চিনি	☐
দিন ৩	কাগজে বাগানের নকশা আঁকি: ঘর, গাছ, মাদা, সূর্যের দিক	☐
দিন ৪	চারটি বেড মেপে খুঁটি-সুতলি দিয়ে চিহ্ন দিই	☐
দিন ৫	মুরগির পাল গুনি, নাম দিই; ঘরের চার গুণ পরীক্ষা করি	☐

ইসলামি: সূরা কাফিরুন শোনা ও প্রথম ৩ আয়াত। গত বছরের ১১টি সূরা ঝালাই শুরু।

ইংরেজি: garden, map — «This is my garden.»

প্রযুক্তি: ফোনের নোট অ্যাপে «আমার বাগান» নামে একটি পাতা খোলা; নকশার ছবি রাখা।

সপ্তাহ ২ — ফুল চিনি

দিন ১	ভোরে কুমড়ার মাচায় পুরুষ ও স্ত্রী ফুল চিনি ও গুনি	☐
দিন ২	বিকেলে লাউয়ের ফুল ফোটা দেখি; সকালের সাথে তুলনা করি	☐
দিন ৩	প্রথম পরাগায়ন করি; সুতা বাঁধি, তারিখ লিখি	☐
দিন ৪	মুরগির বাসা বানাই; রোজকার রুটিন শুরু	☐
দিন ৫	ডিমের দাগ-খাতা শুরু করি; পাঁচের গুচ্ছ শিখি	☐

ইসলামি: সূরা কাফিরুন ৪র্থ–৬ষ্ঠ আয়াত। আজানের জবাব দেওয়া শেখা।

ইংরেজি: pumpkin, gourd — «The pumpkin flower is yellow.»

প্রযুক্তি: রোজ একটি ছবি তুলে নোটে বসানো ও নিচে এক লাইন বলা/লেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

বৈশাখ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — ফল ধরল কি?

দিন ১	পরাগায়ন করা ফুলে ফল টিকল কি দেখি; ✔ ✖ দিই	☐
দিন ২	আরও ৫টি ফুলে পরাগায়ন করি	☐
দিন ৩	বেড ১ ও ২-এর মাটি তৈরি করি: আগাছা, কম্পোস্ট, ছাই	☐
দিন ৪	বেড ১-এ ডাঁটা ও লাল শাক সারিতে বুনি (নিজের বীজ)	☐
দিন ৫	মুরগির ঘর পরিষ্কার; বিষ্ঠা গাদায়, মেঝেতে ছাই	☐

ইসলামি: খেজুর গাছের পরাগায়নের হাদিসের গল্প। নামাজ: ফজরের ২ রাকাত ফরজ নিজে পড়া।

ইংরেজি: open, close — «The flower opens in the morning.»

প্রযুক্তি: নোটের পাতায় তারিখ দেখা: আজ কত তারিখ, কী বার।

সপ্তাহ ৪ — প্রথম ফসল, প্রথম হিসাব

দিন ১	কচি লাউ-কুমড়ায় কাগজের ঠোঙা পরাই	☐
দিন ২	একটি ফল রোজ ফিতায় মাপি; বাড় লিখি	☐
দিন ৩	সপ্তাহের ডিম গুনি; মোট লিখি	☐
দিন ৪	প্রথম লাউ বা ঝিঙা তুলি, মাপি, রান্নায় দিই	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; নকশায় বেডের ফসল লিখি	☐

ইসলামি: সূরা কাফিরুন একা বলা। নিয়তের হাদিস মুখস্থ।

ইংরেজি: evening, yellow + ঝালাই। «Good evening!»

প্রযুক্তি: মাসের ছবিগুলো পরপর দেখে নিজের ভাষায় «বাগানের খবর» বলা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

বৈশাখ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-কাফিরুন

৬ আয়াত। আমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করি; অন্যের ধর্ম তাদের, আমাদের দ্বীন আমাদের। ফজরের সুন্নতে নবীজি ﷺ এ সূরা পড়তেন।

এ মাসের দোয়া

আজানের জবাব ও পরের দোয়া

মুয়াজ্জিন যা বলেন, তা-ই বলি; «হাইয়া আলাস সালাহ / ফালাহ» শুনে বলি: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আজান শেষে দরুদ পড়ে দোয়া করি।

অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (গুনাহ থেকে বাঁচার ও নেক কাজ করার) কোনো শক্তি নেই। (সহিহ মুসলিম)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«প্রতিটি কাজ নিয়তের ওপর নির্ভর করে; মানুষ তা-ই পাবে, যার সে নিয়ত করেছে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি: ১

গল্প ও ভাবনা

মদিনার চাষিরা খেজুর গাছে হাতে পরাগায়ন করতেন — পুরুষ গাছের রেণু স্ত্রী গাছের ফুলে লাগিয়ে দিতেন, ঠিক তুমি যেমন কুমড়ায় করছ। একবার নবীজি ﷺ দেখে বললেন, এটা না করলেও হয়তো চলত। চাষিরা সে বছর ছেড়ে দিলেন, আর খেজুর কম হলো। তখন নবীজি ﷺ বললেন: «তোমাদের দুনিয়ার কাজের ব্যাপারে তোমরাই ভালো জানো» (সহিহ মুসলিম)। এ থেকে আমরা শিখি — চাষাবাদের কৌশল দেখে, করে, অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে শিখতে হয়; আর দ্বীনের কথা শিখতে হয় নবীজির ﷺ কাছ থেকে। নতুন বছরের শুরুতে একটি নিয়ত করো: «আমি বাগান করব যেন আমার পরিবার হালাল ও নিরাপদ খাবার খায়, প্রতিবেশী ভাগ পায়, পাখি খায় — আর আল্লাহ খুশি হন।» ভালো নিয়ত থাকলে মাটি কোপানোও ইবাদত।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- প্রতিটি কাজের আগে মনে মনে ভালো নিয়ত করি, তারপর «বিসমিল্লাহ»।
- আজান শুনলে কাজ থামিয়ে জবাব দিই, তারপর নামাজের প্রস্তুতি নিই।
- এ বছরের লক্ষ্য: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অভ্যাস। এ মাসে ফজর দিয়ে শুরু।
- কুরআন: কায়দা শেষ করে দেখে পড়া (নাজেরা) শুরু — রোজ ১০ মিনিট শিক্ষকের কাছে।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

garden বাগান	**map** নকশা / মানচিত্র	**pumpkin** কুমড়া	**gourd** লাউ
yellow হলুদ	**open** খোলা / ফোটা	**close** বন্ধ করা / বোজা	**evening** সন্ধ্যা

This is my garden.	এটি আমার বাগান।
The flower opens in the morning.	ফুলটি সকালে ফোটে।
I have six hens.	আমার ছয়টি মুরগি আছে।

খেলা

Listen and tell: অভিভাবক ধীরে ধীরে ছোট গল্পটি দুবার বলবেন — «I have a garden. I have a pumpkin plant. The flower is yellow. A bee comes to the flower.» তারপর প্রশ্ন: «What colour is the flower?» «Who comes to the flower?» শিশু এক-দুই শব্দে উত্তর দেবে। এ বছর প্রতি মাসে একটি এমন ছোট গল্প থাকবে। সাথে নকশার জিনিসে ইংরেজি লেবেল লাগান: HOUSE, TREE, BED 1।

প্রযুক্তি: ছবিসহ বাগানের ডায়েরি ৫%

১. বড়দের ফোনের নোট অ্যাপে «আমার বাগান ১৪..» নামে একটি পাতা খোলো (বড়রা খুলে দেবেন)।

২. রোজ বাগানের একটি ছবি তুলে নোটে বসাও। নিচে এক লাইন লেখো বা বলে লেখাও: «আজ ৩টি স্ত্রী ফুল»।

৩. সপ্তাহ শেষে পাতাটি ওপর থেকে নিচে পড়ো — এটাই তোমার বাগানের খবরের কাগজ।

নিয়ম

এ বছরও যন্ত্র বড়দের সামনে, কাজের জন্য, দিনে ১৫ মিনিটের মধ্যে। ডায়েরির কাজ শেষ হলে নিজেই ফোন ফেরত দেবে। কাগজের খাতা আসল; ফোনের ডায়েরি তার সহকারী।

বৈশাখ — আমার খাতা

পরাগায়ন ও ডিমের খাতা

তারিখ	পুরুষ ফুল	স্ত্রী ফুল	পরাগায়ন করেছি	ফল টিকল ✔ / ✖	আজকের ডিম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] ফিতা দিয়ে মিটারে মাপতে
- [ ] বাগানের নকশা এঁকে চার বেড দেখাতে
- [ ] পুরুষ ও স্ত্রী ফুল চিনে পরাগায়ন করতে
- [ ] দাগ কেটে পাঁচের গুচ্ছে ডিম গুনতে
- [ ] ২০০ পর্যন্ত গুনতে ও লিখতে

অভিভাবকের মন্তব্য

একটি পুরুষ ফুল ও একটি স্ত্রী ফুল পাশাপাশি আঁকো — তফাতটি দেখাও।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ২ · গ্রীষ্মকাল

জ্যৈষ্ঠ

ঢেঁড়সের সারি, পুঁইয়ের ডাল

মধ্য মে – মধ্য জুন
খরিপ-১ · মধুমাস

জ্যৈষ্ঠ মাস — মধুমাস। গাছে গাছে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল। গরমে হাঁসফাঁস, তবু বাগানের গাছেরা খুশি — কারণ রোদ আর মাঝে মাঝে ঝড়-বৃষ্টি পেলে গ্রীষ্মের সবজি তরতর করে বাড়ে। তোমার মাচায় এখন লাউ-কুমড়া ঝুলছে, বেডে ডাঁটা আর লাল শাক।

এতদিন তুমি জানতে — গাছ হয় বীজ থেকে। এ মাসে জানবে নতুন এক কথা: **কিছু গাছ ডাল থেকেও হয়!** পুঁই শাক আর কলমি শাকের একটি ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে সেটিই শিকড় ছেড়ে নতুন গাছ হয়ে যায়। আর বীজ থেকে হবে ঢেঁড়স। তোমার বাগানে এখন রোজই কিছু না কিছু তোলার মতো থাকে — তাই এ মাস থেকে শুরু হবে নিয়মিত বিক্রি আর দামের খাতা।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল পাড়া
- ঢেঁড়স, পুঁই, ডাঁটা, কলমি, করলা, ঝিঙা তোলা চলছে
- আউশ ও পাটের খেতে নিড়ানি
- আমন বীজতলার জমি তৈরি শুরু
- ভ্যাপসা গরম; মাস শেষে বর্ষার আগমন

এ মাসে আমি শিখব

- নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিতে ঢেঁড়স বুনব
- ডাল কেটে পুঁই ও কলমি লাগাব
- দুই দিন পরপর ফসল তুলব
- নিয়মিত বিক্রি করব ও দামের খাতা লিখব
- ৩০০ পর্যন্ত সংখ্যা; ১০ ও ৫-এর গুচ্ছে গুনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **ঢেঁড়সের সারি ও পুঁইয়ের ডাল**
- **নিয়মিত বিক্রি ও দামের খাতা**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: ঢেঁড়সের সারি ও পুঁইয়ের ডাল ফসল

কেন করব?

ঢেঁড়স গ্রীষ্ম-বর্ষার খুব ফলনশীল সবজি: একবার ফল দেওয়া শুরু করলে দুই দিন পরপর তোলা যায়, টানা দেড়-দুই মাস। পুঁই আর কলমি হলো «কেটে খাও, আবার গজাবে» ধরনের শাক — এক গাছ থেকে বারবার ফসল। আর ডাল থেকে গাছ করার কৌশল শিখলে বীজ ছাড়াই বাগান বাড়ানো যায়। ভবিষ্যতে তুমি এভাবেই আরও অনেক গাছ বানাবে।

যা যা লাগবে

দেশি ঢেঁড়সের বীজ — ২০টি · পুঁই শাকের মোটা ডাল — ৫–৬টি (এক বিঘত করে) · কলমি শাকের ডাল — ১০টি · বেড ২ (তৈরি করা) · কম্পোস্ট — ২ ঝুড়ি, ছাই · সুতলি, কাঠি, মাপার ফিতা · পুঁইয়ের জন্য বেড়া বা ছোট মাচা · খড় (মালচ)

ধাপে ধাপে কাজ

১ **বীজ ভিজাই:** ঢেঁড়সের বীজের খোসা শক্ত। বোনার আগে ১২–২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখো। ভাসা বীজ ফেলে দাও।

২ **সারি ও দূরত্ব মাপি:** বেড ২-এ সুতলি টেনে ২টি সারি করো — সারি থেকে সারি ৬০ সেন্টিমিটার। সারিতে ৪০ সেন্টিমিটার পরপর কাঠি দিয়ে গর্তের জায়গা চিহ্ন দাও। ফিতা তুমি ধরবে, সংখ্যা তুমি পড়বে।

৩ **বুনি:** প্রতি চিহ্নে আঙুলের দুই গিঁট গভীর গর্ত; প্রতি গর্তে ২টি বীজ। মাটি চাপা দিয়ে পানি দাও। ৪–৬ দিনে গজাবে। চারা এক বিঘত হলে প্রতি গর্তে সবল একটি রাখো।

৪ **পুঁইয়ের ডাল কাটি:** পুরোনো পুঁই গাছ থেকে বড়রা পেনসিলের মতো মোটা ডাল এক বিঘত করে কেটে দেবেন — প্রতি টুকরায় ৩–৪টি গিঁট। নিচের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলো।

৫ **ডাল পুঁতি:** বেড়ার ধারে কম্পোস্ট মেশানো নরম মাটিতে ডালের অর্ধেক (২টি গিঁট) কাত করে পুঁতে দাও। খেয়াল রাখো — উল্টো যেন না হয়; পাতার গোড়ার কুঁড়ি ওপরের দিকে থাকবে। কলমির ডালও একইভাবে, ভেজা জায়গায়।

৬ **ছায়া ও পানি:** প্রথম ৫–৭ দিন ডালে কলাপাতা বা ডালপালার ছায়া দাও, রোজ পানি। এক সপ্তাহ পর আলতো টেনে দেখো — আটকে আছে? তাহলে শিকড় ধরেছে! নতুন পাতাও বের হবে।

৭ **যত্ন:** ঢেঁড়সের গোড়ায় ১৫ দিন পর এক মুঠো কম্পোস্ট ও মালচ দাও। পুঁইয়ের লতা বেড়ায় তুলে দাও।

৮ **তুলি — ঠিক সময়ে:** ঢেঁড়স বোনার ৪৫–৫০ দিনে ফল দেয়। আঙুলের মতো লম্বা, কচি অবস্থায় তোলো — ডগা ভাঙলে «মট» করে ভাঙবে। **দুই দিন পরপর** তুলতেই হবে; বুড়ো হলে শক্ত আঁশ হয়ে যায়। পুঁই-কলমির ডগা এক বিঘত করে কেটে নাও; গোড়া থেকে আবার গজাবে।

ঢেঁড়সের সারি ও পুঁইয়ের ডাল খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- কয়টি ডালে শিকড় ধরল, কয়টি শুকিয়ে গেল? কোনগুলো টিকল — মোটা না সরু?
- ডালের কোন জায়গা থেকে শিকড় বের হয়? (একটি ডাল তুলে দেখো)
- ঢেঁড়সের ফুল দেখতে কেমন? ফুল ফোটার কত দিন পর ফল তোলা যায়?
- কাটার পর পুঁইয়ের গোড়া থেকে কয়টি নতুন ডগা বের হলো?
- যে ঢেঁড়স তুলতে ভুলে গেলে, ৫ দিন পর সেটি কেমন হলো?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- বেড ২ মিটার লম্বা; ৪০ সেন্টিমিটার পরপর গর্ত — এক সারিতে কয়টি গর্ত? ফিতায় গুনে দেখো।
- ২ সারিতে মোট গর্ত কয়টি? প্রতি গর্তে ২টি বীজ — মোট বীজ কয়টি?
- ১০টি ডালের মধ্যে কয়টি টিকল লেখো।
- প্রতিবার তোলা ঢেঁড়স ১০টি করে গুচ্ছ বানিয়ে গোনো; মাস শেষে মোট যোগ করো।

নিরাপত্তা

ঢেঁড়সের গাছ ও ফলের সূক্ষ্ম রোমে হাত চুলকায় — তোলার সময় ফুলহাতা জামা, পরে হাত ধোও। ডাল কাটার ছুরি-কাঁচি বড়দের। জ্যৈষ্ঠের রোদে সকাল ৮টার পর বাগানে নয়; টুপি ও পানি সাথে। আম-কাঁঠাল পাড়ার সময় গাছের তলায় দাঁড়াবে না।

অভিভাবকের জন্য

ঢেঁড়সের মূল বপনকাল ফাল্গুন–বৈশাখ; জ্যৈষ্ঠের বপন বর্ষাকালীন ফসল দেয় — উঁচু বেড ও পানি নিকাশ নিশ্চিত করুন। দেশি ঢেঁড়সের বীজ এলাকার চাষির কাছ থেকে নিন, এবং মৌসুম শেষে ৩–৪টি ফল গাছেই শুকাতে দিন বীজের জন্য। পুঁইয়ের ডাল না পেলে বীজ থেকেও হয়। «কাটিং» ধারণাটি বই ৭-এর (নার্সারি ও কলম) ভিত্তি — কেন কিছু ডাল টিকল আর কিছু টিকল না, শিশুকে নিজে অনুমান করতে দিন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: নিয়মিত বিক্রি ও দামের খাতা বাজার ও ব্যবসা

গত বছর চৈত্রে তুমি একদিনের জন্য ছোট্ট হাট বসিয়েছিলে। এ বছর আর একদিন নয় — **প্রতি সপ্তাহে**। তোমার বাগানে এখন লাউ, কুমড়া, ডাঁটা, শাক, ডিম আছে। ২–৩টি পরিবার ঠিক করো যারা নিয়মিত তোমার কাছ থেকে নেবে। এঁরা তোমার **বাঁধা ক্রেতা**।

যা করব

১ **ক্রেতা ঠিক করি:** বড়দের সাথে ২–৩ জন প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের কাছে যাও। বলো: «আমার বাগানের বিষ ছাড়া সবজি প্রতি সপ্তাহে দিতে পারি। নেবেন?» কোন দিন দেবে, ঠিক করো।

২ **বাজারদর জানি:** সপ্তাহে একদিন হাটে গিয়ে (বা বড়দের জিজ্ঞেস করে) ৫টি জিনিসের দাম জেনে খাতায় লেখো: লাউ, কুমড়া, ডাঁটার আঁটি, ডিম, ঢেঁড়স।

৩ **নিজের দাম ঠিক করি:** বাজারদরের সমান বা একটু কম রাখো। দাম-তালিকা একটি কার্ডে লিখে রাখো।

৪ **সাজাই:** বিক্রির দিন সকালে তোলো, ধোও, আঁটি বাঁধো, ঝুড়িতে সাজাও — গত বছর পৌষে যেমন শিখেছ।

৫ **পৌঁছে দিই:** বড়দের সাথে ক্রেতার বাড়ি গিয়ে সালাম দিয়ে দাও। টাকা গুনে নাও, ফেরত দাও। পরের সপ্তাহে কী লাগবে জিজ্ঞেস করো — এটি **অর্ডার**।

৬ **খাতায় লিখি:** সেদিনই লেখো: তারিখ, কাকে, কী, কত, কত টাকা। সপ্তাহ শেষে যোগ করো।

৭ **তিন কৌটা:** গত বছরের নিয়ম — সঞ্চয়, সদকা, খরচ। এ বছর সঞ্চয়ের কৌটা থেকেই বীজ-ঠোঙার খরচ চলবে।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

নিয়মিত বিক্রি ও দামের খাতা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- এ সপ্তাহে আর গত সপ্তাহে লাউয়ের দাম কি এক ছিল? বদলালে কেন?
- ক্রেতা বললেন «আজ টাকা নেই, কাল দেব»। তুমি কী করবে? কোথায় লিখে রাখবে?
- কথা দিয়ে ঠিক দিনে সবজি না দিলে ক্রেতা কী ভাববে?

নিরাপত্তা

বিক্রি ও টাকা লেনদেনে সবসময় বড় কেউ সাথে থাকবেন; অচেনা বাড়িতে একা নয়। রাস্তায় ডান-বাঁ দেখে পার হও। টাকা ধরার পর হাত ধুয়ে খাবে।

অভিভাবকের জন্য

«বাঁধা ক্রেতা», «অর্ডার» ও «বাকি» — তিনটি ব্যবসায়িক ধারণা এ মাসে আসছে। ক্রেতা হিসেবে আগ্রহী ও ধৈর্যশীল আত্মীয়-প্রতিবেশী বাছুন এবং তাঁদের আগে থেকেই বলে রাখুন যেন মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বাকি রাখেন বা অর্ডার বদলান। পরিমাণ সামান্য হলেও নিয়মিত হওয়াটাই আসল। দুই অঙ্কের যোগ এখন খাতার প্রয়োজনে শিখবে — সংখ্যা সাজিয়ে লেখা দেখিয়ে দিন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

জ্যৈষ্ঠ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — বীজ ও ডাল

দিন ১	ঢেঁড়সের বীজ ভিজাই; বেড ২-এ কম্পোস্ট মেশাই	☐
দিন ২	ফিতা দিয়ে সারি ও গর্তের দূরত্ব মেপে চিহ্ন দিই	☐
দিন ৩	ঢেঁড়স বুনি; মোট বীজ হিসাব করি	☐
দিন ৪	পুঁই ও কলমির ডাল পুঁতি; ছায়া দিই	☐
দিন ৫	মুরগির রুটিন, ডিমের দাগ; লাউ-কুমড়ায় পরাগায়ন	☐

ইসলামি: সূরা তাকাসুর শোনা ও প্রথম ৪ আয়াত। ওজুর পরের দোয়া।

ইংরেজি: okra, stem — «I plant a stem.»

প্রযুক্তি: কাগজে দামের ছক আঁকা: সারি (জিনিস) ও কলাম (সপ্তাহ) কী।

সপ্তাহ ২ — ক্রেতা খুঁজি

দিন ১	ঢেঁড়স গজাল কি দেখি; ডালে রোজ পানি	☐
দিন ২	২–৩ জন বাঁধা ক্রেতা ঠিক করি	☐
দিন ৩	হাটে ৫টি জিনিসের দাম জেনে খাতায় লিখি	☐
দিন ৪	দাম-তালিকার কার্ড বানাই	☐
দিন ৫	প্রথম সাপ্তাহিক বিক্রি: তুলি, সাজাই, পৌঁছে দিই, লিখি	☐

ইসলামি: সূরা তাকাসুর ৫ম–৮ম আয়াত। নামাজ: যোহরের ৪ রাকাত ফরজ বড়দের সাথে।

ইংরেজি: pick, fresh — «Fresh okra!»

প্রযুক্তি: বড়দের ফোনে/কম্পিউটারে একটি ছক (টেবিল) দেখা; ঘরে আঙুল রেখে পড়া।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

জ্যৈষ্ঠ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — শিকড় ধরল কি?

দিন ১	ডাল আলতো টেনে দেখি; টেকা ডাল গুনি	☐
দিন ২	একটি ডাল তুলে শিকড় দেখি ও আঁকি	☐
দিন ৩	ঢেঁড়সের গর্তে সবল একটি চারা রাখি	☐
দিন ৪	আম-কাঁঠাল গুনে ভাগ করি; আঁটি থেকে নতুন চারা বসাই	☐
দিন ৫	দ্বিতীয় বিক্রি; খাতায় যোগ করি	☐

ইসলামি: নিয়মিত আমলের হাদিস মুখস্থ। সূরা তাকাসুর বড়দের সাথে পুরোটা।

ইংরেজি: today, tomorrow — «I will sell tomorrow.»

প্রযুক্তি: দামের ছকে দ্বিতীয় সপ্তাহের দাম বসানো; কোনটির দাম বদলাল খোঁজা।

সপ্তাহ ৪ — তোলা ও গোনা

দিন ১	পুঁইয়ের লতা বেড়ায় তুলি; ঢেঁড়সে কম্পোস্ট ও মালচ	☐
দিন ২	ডাঁটা ও লাল শাক তুলি; আঁটি বাঁধি	☐
দিন ৩	মাসের মোট ডিম যোগ করি	☐
দিন ৪	তৃতীয় বিক্রি; তিন কৌটায় ভাগ করি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; নকশায় বেড ২-এর ফসল লিখি	☐

ইসলামি: সূরা তাকাসুর একা বলা। ফজর ও যোহর — দুই ওয়াক্ত নিয়মিত।

ইংরেজি: week, yesterday + ঝালাই। সপ্তাহের ৭ দিনের নাম শোনা।

প্রযুক্তি: ছক দেখে বলা: কোন জিনিসের দাম সবচেয়ে বেশি, কোনটির কম।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

জ্যেষ্ঠ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আত-তাকাসুর

৮ আয়াত। বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা মানুষকে ভুলিয়ে রাখে। কিয়ামতের দিন প্রতিটি নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

এ মাসের দোয়া

ওজুর পরের দোয়া

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই; এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। (সহিহ মুসলিম)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটি, যা নিয়মিত করা হয় — যদিও তা অল্প।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

ঢেঁড়স গাছ তোমাকে একটি বড় শিক্ষা দেয়: দুই দিন পরপর তুললে সে নতুন নতুন ফল দিতে থাকে; কিন্তু ভুলে গেলে ফল শক্ত হয়ে যায়, গাছও ফল দেওয়া কমিয়ে দেয়। বাগানে একদিনে অনেক কাজ করে দশ দিন ভুলে থাকলে চলে না — রোজ একটু একটু করতে হয়। নবীজি ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কাছে সেই আমলই সবচেয়ে প্রিয় যা নিয়মিত হয়, অল্প হলেও। রোজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজ একটু কুরআন, রোজ মুরগির খাবার, রোজ ডিমের দাগ — এগুলোই তোমাকে বড় করবে। আর মধুমাসের এত ফল দেখে সূরা তাকাসুরের শেষ আয়াত মনে রেখো: এই সব নিয়ামতের কথা একদিন জিজ্ঞেস করা হবে। তাই খাই, শোকর করি, ভাগ করি — অপচয় করি না।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ছোট হলেও নিয়মিত: রোজ একই সময়ে কুরআন, রোজ একই সময়ে বাগান।
- ফল খেয়ে «আলহামদুলিল্লাহ» বলি; ভালোটা অন্যকে দিই।
- কথা দিলে রাখি — ক্রেতাকে যে দিন বলেছি, সে দিনই দিই।
- নামাজ: ফজরের সাথে যোহর যোগ হলো। রাকাত সংখ্যা শিখি: ফজর ২, যোহর ৪ (ফরজ)।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

okra ঢেঁড়স	**stem** ডাল / কাণ্ড	**pick** তোলা	**fresh** তাজা
week সপ্তাহ	**today** আজ	**tomorrow** আগামীকাল	**yesterday** গতকাল

I pick okra today.	আমি আজ ঢেঁড়স তুলি।
Fresh okra! Ten taka!	তাজা ঢেঁড়স! দশ টাকা!
See you next week.	আগামী সপ্তাহে দেখা হবে।

খেলা

Listen and tell: «Today I pick okra. The okra is fresh. I sell it to my aunt. She says, thank you!» প্রশ্ন: «What do I pick?» «Who buys it?»। তারপর **Yesterday–today–tomorrow** খেলা: অভিভাবক বাংলায় একটি কাজ বলবেন («গতকাল ডাল পুঁতেছি»), শিশু শুধু সময়ের শব্দটি ইংরেজিতে বলবে — «Yesterday!»

প্রযুক্তি: ছক পড়া ও বানানো — দামের টেবিল ৫%

১. কাগজে স্কেল দিয়ে একটি ছক আঁকো: বাঁ দিকে নিচে নিচে ৫টি জিনিসের নাম, ওপরে পাশাপাশি ৪টি সপ্তাহ।

২. প্রতি সপ্তাহে হাটের দাম ঠিক ঘরে বসাও। ঘর খুঁজতে এক আঙুল জিনিসের নামে, আরেক আঙুল সপ্তাহে রাখো — দুই আঙুল যেখানে মেলে।

৩. বড়দের ফোন বা কম্পিউটারে একই ছক (স্প্রেডশিট) দেখো। তাঁরা টাইপ করবেন, তুমি সংখ্যা বলে দেবে ও মিলিয়ে দেখবে।

নিয়ম

ছকের সংখ্যা সবসময় নিজের কাগজের খাতা থেকে নেবে — আন্দাজে নয়। ভুল হলে কেটে পাশে ঠিকটি লেখো; হিসাবের খাতায় ঘষামাজা নয়।

জ্যৈষ্ঠ — আমার খাতা

আমার বিক্রির খাতা

তারিখ	কাকে	কী দিলাম	কত (টি / আঁটি)	দাম (টাকা)	পেয়েছি ✔ / বাকি

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] ফিতায় মেপে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ বুনতে
- [ ] ডাল কেটে পুঁই বা কলমি লাগাতে
- [ ] কচি অবস্থায় ঠিক সময়ে ঢেঁড়স তুলতে
- [ ] বিক্রির খাতায় এক সারি লিখতে
- [ ] দুই অঙ্কের দুটি সংখ্যা যোগ করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিকড় ধরা পুঁইয়ের ডালটি আঁকো — মাটির নিচে ও ওপরে কী আছে দেখাও।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৩ · বর্ষাকাল

আষাঢ়

নিজের ধান-বীজে বীজতলা

মধ্য জুন – মধ্য জুলাই
খরিপ-২ মৌসুমের শুরু

আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টি নামল। ঝমঝম শব্দে চারদিক ভরে গেল, মাটি থেকে উঠল সোঁদা গন্ধ। খাল-বিলে নতুন পানি, ব্যাঙের ডাক, কদম ফুল। গত বছর এই মাসে তুমি একটি গাছ লাগিয়েছিলে আর বৃষ্টি মেপেছিলে — সেই গাছ আজ কত বড়, মেপে দেখো তো!

তোমার বীজ ব্যাংকে একটি বিশেষ বয়াম আছে: অগ্রহায়ণে নিজের গামলার ধান থেকে রাখা **ধানের বীজ**। গত বছর ধানের চারা তুমি চেয়ে এনেছিলে চাষির কাছ থেকে। এ বছর চারা বানাবে তুমি নিজে, নিজের বীজ থেকে! যে জায়গায় ধানের চারা তৈরি হয় তার নাম **বীজতলা** — চারার আঁতুড়ঘর। আর বর্ষা মানেই হাঁস-মুরগির অসুখের সময়; খামারি হিসেবে এ মাসে তুমি শিখবে ওদের সুস্থ রাখা।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- চাষিরা আমন ধানের বীজতলা করছেন
- গাছের চারা রোপণের মৌসুম
- আউশ ধান পাকছে; পাট বড় হয়েছে
- ঢেঁড়স, পুঁই, ঝিঙা, চালকুমড়া, কাঁকরোল তোলা
- খাল-বিলে নতুন পানি ও দেশি মাছ

এ মাসে আমি শিখব

- পানিতে ভাসিয়ে ভালো ধান-বীজ বাছব
- বীজ ভিজিয়ে «জাগ» দিয়ে অঙ্কুর বের করব
- ছোট বীজতলা বানিয়ে চারা তুলব
- অসুস্থ মুরগি চিনব ও ঘর শুকনো রাখব
- ৪০০ পর্যন্ত সংখ্যা; দিন গুনে তারিখ বের করব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **আমন ধানের বীজতলা**
- **বর্ষায় হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: আমন ধানের বীজতলা ফসল

কেন করব?

ধান সরাসরি জমিতে না বুনে আগে ছোট জায়গায় ঘন করে চারা বানানো হয়, তারপর সেই চারা তুলে জমিতে রোপণ করা হয়। কেন? ছোট জায়গায় শিশু-চারার যত্ন নেওয়া সহজ — পানি, আগাছা, পাখি সব সামলানো যায়। ততদিনে বড় জমিও তৈরি হয়ে যায়। সবল চারা মানেই ভালো ফসল। চাষিরা বলেন: «চারা ভালো তো ধান ভালো»।

যা যা লাগবে

- নিজের রাখা দেশি আমন ধানের বীজ — দুই মুঠো
- এক বালতি পানি
- পাটের বস্তা বা মোটা সুতি কাপড়
- বীজতলার জায়গা: ১ মিটার × ১ মিটার (অথবা ২টি বড় চ্যাপ্টা গামলা)
- পচা গোবর বা কম্পোস্ট — ১ ঝুড়ি
- ছাই
- পাখি তাড়ানোর জাল বা সুতা-কাগজ

ধাপে ধাপে কাজ

১. **বীজের বয়াম খুলি:** বয়াম খুলে শুঁকে দেখো — ভেজা বা পচা গন্ধ? পোকা? কয়েকটি দানা দাঁতে কাটো — «কট» করলে ভালো আছে।

২. **ভাসিয়ে বাছি:** বালতির পানিতে বীজ ঢেলে হাত দিয়ে নাড়ো। যেগুলো **ভেসে ওঠে** সেগুলো চিটা, ফাঁপা — তুলে মুরগিকে দাও। যেগুলো **ডুবে যায়** সেগুলো পুষ্ট — এগুলোই বীজ।

৩. **ভিজাই (২৪ ঘণ্টা):** ডোবা বীজ পরিষ্কার পানিতে এক দিন এক রাত ভিজিয়ে রাখো। বীজ পানি শুষে ফুলে উঠবে।

৪. **জাগ দিই (৪৮ ঘণ্টা):** পানি ঝরিয়ে বীজ ভেজা বস্তায় মুড়ে ছায়ায় রাখো; ওপরে একটু চাপ দাও। দিনে দুবার পানি ছিটাও। ভেতরে গরম ও ভেজা — বীজের ঘুম ভাঙার আদর্শ ঘর। দুই দিনে প্রতিটি দানা থেকে সাদা অঙ্কুর উঁকি দেবে।

৫. **বীজতলা তৈরি:** রোদ-পড়া জায়গায় ১ মিটার × ১ মিটার মাটি কুপিয়ে (বড়রা) পানি দিয়ে কাদা করো, গোবর মেশাও। হাত বা তক্তা দিয়ে ওপরটা একদম সমান করো — থালার মতো। চারপাশে ছোট নালা কাটো।

৬. **বীজ ছিটাই:** অঙ্কুর-বের-হওয়া বীজ কাদার ওপর সমান করে ছিটাও — ঘন নয়, পাতলাও নয়; দুই দানার মাঝে এক দানার জায়গা। ওপরে হালকা ছাই ছিটাও। অঙ্কুর খুব নরম — আলতো হাতে!

৭. **পাহারা ও পানি:** প্রথম ৪–৫ দিন পাখি সবচেয়ে বড় শত্রু — জাল দাও বা সুতায় কাগজ ঝুলিয়ে দাও। মাটি সবসময় ভেজা, কিন্তু চারা ডুবে থাকবে না। চারা এক আঙুল হলে পাতলা পানি ধরে রাখো।

৮. **চারা তৈরি:** ২৫–৩০ দিনে চারা এক বিঘতের বেশি লম্বা, ৪–৫টি পাতা — তখন রোপণের জন্য তৈরি। শ্রাবণে আমরা এই চারা তুলে ছোট্ট ধানখেতে রুইব।

আমন ধানের বীজতলা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- ১০০টি দানার মধ্যে আনুমানিক কয়টি ভাসল, কয়টি ডুবল?
- অঙ্কুর দানার কোন মাথা দিয়ে বের হয়? প্রথমে শিকড়, না পাতা?
- বীজতলার কোন জায়গায় চারা ঘন, কোথায় ফাঁকা? কেন এমন হলো?
- চারার রং গাঢ় সবুজ, নাকি হলদেটে? হলদেটে হলে কী দরকার?
- চাষির বীজতলা আর তোমার বীজতলা পাশাপাশি তুলনা করো।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ভিজানো শুরু → জাগ → বোনা: কোন তারিখে কী করলে, ক্যালেন্ডারে দাগ দাও।
- বোনার তারিখ থেকে ৩০ দিন গুনে রোপণের সম্ভাব্য তারিখ বের করো।
- প্রতি ৫ দিন পরপর ৩টি চারা স্কেলে মাপো (সেন্টিমিটারে); ছকে লেখো।
- এক জায়গায় এক বিঘত × এক বিঘত ঘরে কয়টি চারা? গুনে দেখো।

নিরাপত্তা

বর্ষায় সাপ, জোঁক ও বিছা বের হয় — বীজতলার আইলে লাঠি দিয়ে শব্দ করে হাঁটো, গর্তে হাত দেবে না। কাদার কাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত-পা ধোও; পায়ের আঙুলের ফাঁক শুকনো রাখো। বজ্রপাত শুরু হলে সব ফেলে ঘরে। জমে থাকা পানি রোজ ফেলো (মশা)।

অভিভাবকের জন্য

গত বছরের বীজ-ধান না থাকলে বা নষ্ট হলে চাষির কাছ থেকে দেশি আমন জাতের বীজ নিন — এবং কেন নষ্ট হলো, বয়াম দেখে শিশুকে নিয়ে কারণ খুঁজুন (এটিও পাঠ)। জায়গা না থাকলে দুটি চ্যাপ্টা গামলায় কাদা করে একই কাজ হবে। দুই মুঠো বীজ থেকে ৩ হাত × ৩ হাত খেতের চেয়ে অনেক বেশি চারা হবে; বাড়তি চারা চাষিকে উপহার দিতে বলুন — গত বছরের ঋণ শোধ। বীজ ভেজানো-জাগ-বোনার তারিখ এলাকার চাষিদের সাথে মিলিয়ে নিন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: বর্ষায় হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য পশুপাখি

বর্ষায় সবকিছু ভেজা, স্যাঁতসেঁতে — এ সময় হাঁস-মুরগির অসুখ সবচেয়ে বেশি হয়। একটি অসুস্থ মুরগি থেকে পুরো পাল মারা যেতে পারে। ভালো খামারি অসুখ হওয়ার **আগেই** ব্যবস্থা নেন। চাষিরা বলেন: «চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ভালো»।

যা করব

১ **সুস্থ মুরগি চিনি:** সুস্থ মুরগির ৫ চিহ্ন — চোখ উজ্জ্বল, ঝুঁটি লাল, পালক মসৃণ, চটপটে চলাফেরা, খাবার দেখলে দৌড়ে আসে। রোজ সকালে গোনার সময় প্রত্যেককে এক নজর দেখো।

২ **অসুস্থ চিনি:** ঝিমায়, এক কোণে চুপ করে বসে থাকে, পালক উসকোখুসকো, খায় না, পাতলা সাদা বা সবুজ পায়খানা, নাক-মুখ দিয়ে পানি, ঘাড় বাঁকা। এমন দেখলে হাত না দিয়ে সাথে সাথে বড়দের বলো।

৩ **আলাদা করি:** বড়রা অসুস্থ মুরগিকে আলাদা ঝুড়ির নিচে রাখবেন — যাতে অন্যদের না ছড়ায়। তার খাবার-পানির পাত্রও আলাদা।

৪ **ঘর শুকনো রাখি:** চাল দিয়ে পানি পড়ে কি? মেঝে ভেজা? বড়দের মেরামতে সাহায্য করো। সপ্তাহে দুবার বিষ্ঠা পরিষ্কার করে মেঝেতে শুকনো ছাই ছিটাও — ছাই ভেজা টানে, জীবাণু ও উকুন কমায়।

৫ **পানি ও পাত্র পরিষ্কার:** রোজ পানির পাত্র ধুয়ে নতুন পানি। খাবার ভেজা মাটিতে নয়, পাত্রে বা শুকনো জায়গায় দাও। ছাতা-পড়া বা পচা খাবার কখনো নয়।

৬ **টিকা দিই:** বড়দের সাথে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যাও। মুরগির সবচেয়ে মারাত্মক রোগ **রানীক্ষেত**-এর টিকা সেখানে খুব কম দামে পাওয়া যায়। টিকা কীভাবে দেওয়া হয় দেখো। তারিখ খাতায় লিখে রাখো, পরের টিকার তারিখও।

৭ **ছাই-গোসলের জায়গা:** মুরগি ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে গায়ের উকুন তাড়ায়। বর্ষায় শুকনো ধুলা নেই — চালার নিচে একটি চওড়া পাত্রে শুকনো ছাই-বালু রেখে দাও।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

বর্ষায় হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- একটি অসুস্থ মুরগিকে আলাদা না করলে কী হতে পারে? মানুষের অসুখেও কি এমন হয়?
- টিকা অসুখ সারায়, নাকি অসুখ হতে দেয় না? তুমি নিজে কী কী টিকা নিয়েছ?
- হাঁস বৃষ্টিতে খুশি, মুরগি নয় — দুজনের ঘর কি একই রকম হওয়া উচিত?

নিরাপত্তা

অসুস্থ বা মরা হাঁস-মুরগি কখনো হাতে ধরবে না — বড়রা ব্যবস্থা নেবেন (মরা পাখি গভীর গর্তে পুঁতে ফেলতে হয়)। টিকা, সুচ, ওষুধ বড়দের ও ডাক্তারের জিনিস। ঘর পরিষ্কারে নাক-মুখ ঢাকো; পরে সাবান দিয়ে হাত-পা ধোও। অসুস্থ মুরগির ডিম-মাংস খাওয়া যাবে কি না, বড়রা ঠিক করবেন।

অভিভাবকের জন্য

রানীক্ষেত (নিউক্যাসল), কলেরা ও বসন্তের টিকার সঠিক সময়সূচি ও বয়সভেদ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে জেনে নিন (হেল্পলাইন ১৬৩৫৮) — এ বইয়ে মাত্রা দেওয়া হয়নি ইচ্ছে করেই। হঠাৎ অনেক পাখি মারা গেলে অবশ্যই অফিসে জানান। শিশুকে «রোজকার এক-নজর স্বাস্থ্য পরীক্ষা»-র অভ্যাস করান; এটি সব প্রাণী পালনের মূল দক্ষতা। হাঁসের জন্য ডাক-প্লেগের টিকাও জিজ্ঞেস করুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

আষাঢ় — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — বীজ বাছাই ও জাগ

দিন ১	ধানের বয়াম খুলে পরীক্ষা করি; ভাসিয়ে বীজ বাছি	☐
দিন ২	বীজ ২৪ ঘণ্টা ভিজাই; ক্যালেন্ডারে দাগ দিই	☐
দিন ৩	ভেজা বস্তায় জাগ দিই; দিনে দুবার পানি ছিটাই	☐
দিন ৪	বীজতলার জায়গা কাদা করি, সমান করি, নালা কাটি	☐
দিন ৫	অঙ্কুর বের হলো কি দেখি; বীজ ছিটাই, জাল দিই	☐

ইসলামি: সূরা হুমাযা শোনা ও প্রথম ৪ আয়াত। মসজিদে ঢোকার দোয়া।

ইংরেজি: seedling, sprout — «The seed sprouts.»

প্রযুক্তি: ফোনের ভয়েস নোটে আজকের কাজ ৩ বাক্যে বলা।

সপ্তাহ ২ — সুস্থ পাল

দিন ১	বীজতলায় পাখি তাড়াই; মাটি ভেজা রাখি	☐
দিন ২	সুস্থ মুরগির ৫ চিহ্ন মিলিয়ে প্রত্যেককে দেখি	☐
দিন ৩	মুরগির ঘরের চাল ও মেঝে পরীক্ষা; ছাই ছিটাই	☐
দিন ৪	ছাই-গোসলের পাত্র বসাই; পানির পাত্র ধুই	☐
দিন ৫	ঢেঁড়স ও পুঁই তুলি; সাপ্তাহিক বিক্রি ও খাতা	☐

ইসলামি: সূরা হুমাযা ৫ম–৯ম আয়াত। মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া।

ইংরেজি: sick, healthy — «My hens are healthy.»

প্রযুক্তি: রোজ একটি ভয়েস নোট: তারিখ বলে শুরু, «আজ চারা … সেন্টিমিটার»।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আষাঢ় — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — টিকা ও চারা

দিন ১	প্রাণিসম্পদ অফিসে যাই; টিকা দেওয়া দেখি, তারিখ লিখি	☐
দিন ২	চারা স্কেলে মাপি; ঘন-পাতলা জায়গা খুঁজি	☐
দিন ৩	গত বছরের গাছ মাপি — এক বছরে কত বাড়ল	☐
দিন ৪	একটি নতুন ফলের চারা লাগাই (বর্ষার সুন্নত!)	☐
দিন ৫	চাষির বীজতলা দেখতে যাই; নিজেরটির সাথে তুলনা	☐

ইসলামি: «প্রত্যেকে দায়িত্বশীল» হাদিস মুখস্থ। নামাজ: আসরের ৪ রাকাত বড়দের সাথে।

ইংরেজি: clean, dirty — «Clean water, please.»

প্রযুক্তি: গত সপ্তাহের ভয়েস নোট শুনে খাতার ছকের সাথে মিলানো।

সপ্তাহ ৪ — রোপণের প্রস্তুতি

দিন ১	বীজতলায় পাতলা পানি ধরে রাখি; আগাছা তুলি	☐
দিন ২	৩০ দিন গুনে রোপণের তারিখ ক্যালেন্ডারে লিখি	☐
দিন ৩	ছোট্ট ধানখেতের জায়গা ঠিক করি (শ্রাবণের জন্য)	☐
দিন ৪	বৃষ্টি-মাপক আবার বসাই; এক সপ্তাহ মাপি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; মাসের ডিম ও বিক্রি যোগ করি	☐

ইসলামি: সূরা হুমাযা একা বলা। ফজর, যোহর, আসর — তিন ওয়াক্ত।

ইংরেজি: soak, medicine + ঝালাই। «Soak the seeds.»

প্রযুক্তি: সেরা ৩টি ভয়েস নোট রেখে বাকি মুছে ফেলা শেখা (বড়দের সাথে)।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আষাঢ় — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-হুমাযা

৯ আয়াত। যে পেছনে নিন্দা করে, সামনে খোঁটা দেয়, আর টাকা জমিয়ে বারবার গোনে ও ভাবে টাকাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে — তার জন্য দুর্ভোগ।

এ মাসের দোয়া

মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়ার দোয়া

ঢোকার সময়: আল্লাহুম্মাফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক।

বের হওয়ার সময়: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন। — হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ চাই। (সহিহ মুসলিম)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

নবীজি ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মানুষ একজন রাখাল — যার অধীনে যা আছে, সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। বাবা পরিবারের দায়িত্বে, মা ঘরের দায়িত্বে। আর তুমি? তোমার দায়িত্বে আছে ছয়টি মুরগি, চারটি বেড, একটি বীজতলা। ওরা সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। বর্ষার রাতে মুরগির ঘরে পানি পড়লে ওরা তোমাকে ডাকতে পারবে না; চারা শুকিয়ে গেলে নালিশ করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ সব দেখেন। সূরা হুমাযায় আল্লাহ সেই লোককে অপছন্দ করেছেন যে শুধু টাকা জমায় আর গোনে। তুমি এ বছর বিক্রি করে টাকা পাচ্ছ — ভালো কথা। কিন্তু টাকা লক্ষ্য নয়; টাকা একটি দায়িত্ব। তাই প্রতিবার আগে সদকার কৌটায় দাও, তারপর বাকি হিসাব।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- যা আমার দায়িত্বে, তা না বললেও করি — কেউ না দেখলেও।
- কারও পেছনে মন্দ বলি না, কাউকে খোঁটা দিই না, মুখ ভেংচাই না।
- মসজিদে ডান পা দিয়ে ঢুকি, বাঁ পা দিয়ে বের হই; ভেতরে শান্ত থাকি।
- নামাজ: আসর যোগ হলো। রাকাত: ফজর ২, যোহর ৪, আসর ৪ (ফরজ)।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

seedling চারা	**sprout** অঙ্কুর / গজানো	**soak** ভেজানো	**sick** অসুস্থ
healthy সুস্থ	**clean** পরিষ্কার	**dirty** নোংরা	**medicine** ওষুধ

Soak the seeds in water.	বীজগুলো পানিতে ভেজাও।
My hens are healthy.	আমার মুরগিগুলো সুস্থ।
Is the water clean?	পানিটা কি পরিষ্কার?

খেলা

Listen and tell: «It is raining. I soak the rice seeds. After two days, the seeds sprout. I am happy.» প্রশ্ন: «What do I soak?» «When do the seeds sprout?»। তারপর **Opposites** খেলা: অভিভাবক বলবেন «clean» — শিশু বলবে «dirty»; «sick» — «healthy»; «big» — «small»; «wet» — «dry»; «open» — «close»।

প্রযুক্তি: বলে রাখা ডায়েরি — ভয়েস নোট ৫%

১ বর্ষায় হাত ভেজা, কাদামাখা — লেখা কঠিন। তাই কাজ শেষে হাত ধুয়ে বড়দের ফোনে ভয়েস নোট খোলো।

২ প্রতিবার একই নিয়মে বলো: তারিখ → কী করলাম → কী দেখলাম → কত মাপলাম। যেমন: «আজ ৫ আষাঢ়। বীজ ছিটিয়েছি। অঙ্কুর সাদা। ২ মুঠো বীজ।»

৩ সপ্তাহ শেষে নোটগুলো শুনে দরকারি সংখ্যা কাগজের খাতায় তুলে নাও।

নিয়ম

ভেজা বা কাদামাখা হাতে ফোন ধরবে না; বৃষ্টিতে ফোন বাইরে নয়। নোট ছোট রাখো — এক মিনিটের কম। বলা শেষ, ফোন ফেরত।

আষাঢ় — আমার খাতা

বীজতলার খাতা ও পালের স্বাস্থ্য

তারিখ	বীজতলায় কী করলাম	চারা কত সেমি	মুরগি কয়টি	সবাই সুস্থ ✔ / কে অসুস্থ

মাস শেষে — আমি পারি

- ☐ পানিতে ভাসিয়ে পুষ্ট বীজ বাছতে
- ☐ বীজ ভিজিয়ে জাগ দিতে
- ☐ সমান বীজতলায় সমান করে বীজ ছিটাতে
- ☐ সুস্থ ও অসুস্থ মুরগির চিহ্ন বলতে
- ☐ ক্যালেন্ডারে ৩০ দিন গুনে তারিখ বের করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

অঙ্কুর-বের-হওয়া একটি ধানের দানা বড় করে আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৪ · বর্ষাকাল

শ্রাবণ

দড়ি টেনে সারিতে ধান রুই

মধ্য জুলাই – মধ্য আগস্ট
খরিপ-২ · আমন রোপণ

শ্রাবণের আকাশ সারা দিন মেঘলা, থেকে থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি। মাঠে মাঠে চাষিরা সারি বেঁধে নুয়ে নুয়ে ধানের চারা রুইছেন। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কাদার খাতায় কেউ সবুজ কালিতে লাইন টেনে লিখছে।

গত বছর তুমি গামলায় তিন গোছা ধান রুয়েছিলে। এ বছর গামলা নয় — **সত্যিকারের ছোট্ট একটি ধানখেত**, তোমার নিজের বীজতলার চারা দিয়ে! আর এবার রুইবে চাষিদের মতো **দড়ি টেনে, সারি ধরে**। সারিতে রুইলে গোনা সহজ, আগাছা তোলা সহজ, আর ধান গাছ সমান আলো-বাতাস পায়। সাথে চলবে মাছের কাজ: এবার তুমি নিজে মাছের খাবার বানাবে আর মাছের বাড় মাপবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানের চারা রোপণের ভরা সময়
- আউশ ধান কাটা; পাট কেটে জাগ দেওয়া
- পেয়ারা, আমড়া, লটকন, জাম্বুরা
- মাচায় চালকুমড়া, ঝিঙা, ধুন্দল, কাঁকরোল
- খাল-বিল ভরা; হাঁস ও মাছের সুসময়

এ মাসে আমি শিখব

- বীজতলা থেকে না ছিঁড়ে চারা তুলব
- দড়ি টেনে সমান দূরত্বে সারিতে রুইব
- সারি × গোছা = মোট গোছা হিসাব করব
- মাছের খাবার বানাব ও বাড় মাপব
- ৫০০ পর্যন্ত সংখ্যা; ২ ও ৫-এর নামতা

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **আমার ছোট্ট ধানখেত**
- **মাছের খাবার বানাই, বাড় মাপি**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: আমার ছোট্ট ধানখেত ফসল

কেন করব?

একটি ধানখেত চালানো মানে পুরো একটি মৌসুমের পরিকল্পনা: রোপণ, পানি, আগাছা, পোকা, পাকা, কাটা। ছোট হলেও এই খেতের প্রতিটি সিদ্ধান্ত তোমার। আর সারিতে রোপণ করলে একটি নতুন জিনিস শিখবে — **গুণ**। ৬টি সারি, প্রতি সারিতে ৬টি গোছা; একটি একটি করে না গুনেও বলা যায় মোট কত!

যা যা লাগবে

নিজের বীজতলার চারা (২৫–৩০ দিন বয়সী) · খেতের জায়গা: দেড় মিটার × দেড় মিটার (বা ৩টি বড় গামলা) · পচা গোবর — ২ ঝুড়ি · লম্বা দড়ি ও ২টি খুঁটি · ২০ সেন্টিমিটারের একটি মাপ-কাঠি · খুরপি · চারা বাঁধার খড়

ধাপে ধাপে কাজ

১ **খেত তৈরি:** চাষির জমির এক কোণে বা উঠানের নিচু জায়গায় দেড় মিটার × দেড় মিটার জায়গা নাও। চারপাশে এক বিঘত উঁচু আইল বাঁধো — পানি ধরে রাখার বাঁধ। বড়রা কুপিয়ে দেবেন; তুমি পানি দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে থকথকে কাদা করো, গোবর মেশাও, ওপরটা সমান করো।

২ **চারা তুলি:** তোলার আগে বীজতলায় পানি দিয়ে মাটি নরম করো। কয়েকটি চারা গোড়ার কাছে ধরে আস্তে কাত করে টানো — শিকড় যেন না ছেঁড়ে। শিকড়ের কাদা পানিতে ঝাঁকিয়ে ধুয়ে ফেলো।

৩ **আঁটি বাঁধি:** এক মুঠো চারা খড় দিয়ে আলগা করে বেঁধে আঁটি বানাও। আঁটিগুলো ছায়ায়, শিকড় ভেজা রেখে দাও। তোলার দিনই রোপণ করা সবচেয়ে ভালো।

৪ **দড়ি টানি:** খেতের দুই পাশে খুঁটি পুঁতে দড়ি টানটান করে বাঁধো। এটি প্রথম সারি। মাপ-কাঠি দিয়ে ২০ সেন্টিমিটার সরিয়ে পরের সারি।

৫ **রুই:** দড়ি বরাবর ২০ সেন্টিমিটার পরপর এক গোছা (২–৩টি চারা)। তিন আঙুলে ধরে শিকড় কাদায় এক গিঁট গভীরে পুঁতে দাও। পিছু হটতে হটতে রুইবে, যাতে রোয়া চারা না মাড়াও।

৬ **গুনি ও গুণ করি:** কয়টি সারি হলো? প্রতি সারিতে কয়টি গোছা? সারি × গোছা = মোট। তারপর একটি একটি করে গুনে মিলিয়ে দেখো।

৭ **পানি ধরে রাখি:** রোপণের পর ২–৩ আঙুল পানি দাঁড়িয়ে থাকবে। ৭ দিন পর দেখো কোনো গোছা মরে গেছে কি না — বাড়তি চারা দিয়ে ফাঁকা পূরণ করো।

৮ **আগাছা তুলি:** রোপণের ১৫ দিন ও ৩০ দিন পর সারির ফাঁকে হাত দিয়ে আগাছা তুলে কাদায় পুঁতে দাও — সেটিই সার হবে। ৩০ দিনে এক ঝুড়ি পচা গোবর ছিটাও।

আমার ছোট্ট ধানখেত খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- তোলার সময় কয়টি চারার শিকড় ছিঁড়ল? ছেঁড়া চারা কি টিকল?
- রোপণের কত দিন পর চারা খাড়া হয়ে গাঢ় সবুজ হলো?
- সারি সোজা থাকলে আগাছা তোলার সময় কী সুবিধা টের পেলে?
- খেতের পানিতে কী কী প্রাণী এলো — ব্যাঙাচি, শামুক, ফড়িং, মাকড়সা?
- আইলের কোথাও পানি চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কি?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- সারি × গোছা = মোট গোছা। যেমন ৬ × ৬ = ৩৬। তোমারটি লেখো।
- ৫টি গোছা বেছে কাঠি পুঁতে চিহ্ন দাও; প্রতি সপ্তাহে এদের কুশি গুনে গড়পড়তা কত বলো।
- প্রতি গোছায় ৩টি চারা হলে মোট কয়টি চারা লাগল? ৩ করে গুনে দেখো: ৩, ৬, ৯…
- পানির গভীরতা স্কেলে মাপো — সেন্টিমিটারে।

নিরাপত্তা

কাদায় খালি পায়ে কাজ করার আগে বড়রা দেখে নেবেন — ভাঙা কাচ, শামুকের খোলা, কাঁটা নেই তো? জোঁক লাগলে ভয় নয়, বড়দের ডাকো (লবণ দিলে ছেড়ে দেয়)। কাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত-পা ধোও। বজ্রপাতে খোলা মাঠে থাকা সবচেয়ে বিপজ্জনক — মেঘ ডাকলেই ঘরে।

অভিভাবকের জন্য

জমি না থাকলে পরিচিত চাষির খেতের এক কোণ চেয়ে নিন — «এই ৬ সারি আমার ছেলের/মেয়ের»; চাষিরা সাধারণত খুশি মনেই দেন। সেটিও সম্ভব না হলে ৩টি বড় গামলায় ৩ গোছা করে করুন এবং «৩ × ৩»-এর গুণ শেখান। ২০ সেমি × ২০ সেমি দূরত্ব একটি সহজ ধরে নেওয়া মান; স্থানীয় চর্চা ভিন্ন হলে সেটিই মানুন। দেশি আমনে রাসায়নিক সার দেবেন না; গোবর ও পচানো আগাছাই যথেষ্ট। এই খেত অগ্রহায়ণে কাটা হবে এবং ফলন ওজন করা হবে।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: মাছের খাবার বানাই, বাড় মাপি মাছ

গত বছর তুমি গামলায় মাছ পেলেছ — এক চিমটি কুঁড়া দিয়ে। এ বছর এক ধাপ এগিয়ে: তুমি নিজে **মাছের খাবার বানাবে**, রোজ **মেপে খাওয়াবে**, আর মাসে মাসে **মাছ কত বড় হলো মাপবে**। মাছচাষির আসল কাজ এই তিনটিই।

যা করব

১ **ঘর তৈরি:** গত বছরের চাড়ি বা ছোট চৌবাচ্চা ধুয়ে পুকুরের পানি ভরো। তলায় একটু মাটি, ওপরে কিছু ক্ষুদিপানা। ছায়ায় রাখো, জাল দিয়ে ঢাকো।

২ **পোনা ছাড়ি:** বড়দের সাথে ১০টি ছোট দেশি মাছ জোগাড় করো — পুঁটি, খলিশা বা দারকিনা। পলিথিনসহ ১০ মিনিট পানিতে ভাসিয়ে তারপর ছাড়ো। গুনে খাতায় লেখো।

৩ **খাবারের উপকরণ:** দুই ভাগ মিহি চালের কুঁড়া + এক ভাগ সরিষার খৈল। খৈল আগের রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় (শুকনো খৈল ঝাঁঝালো)।

৪ **খাবার বানাই:** ভেজানো খৈল ও কুঁড়া হাত দিয়ে চটকে মাখো — আটার খামিরের মতো। ছোট ছোট মার্বেলের মতো বল বানাও। একদিনের খাবার একদিনেই; বাসি নয়।

৫ **মেপে খাওয়াই:** রোজ একই সময়ে, একই জায়গায় ১–২টি বল দাও। ১৫ মিনিট পর দেখো — সব খেয়েছে? খাবার পড়ে থাকলে পরদিন কম দাও; ঝটপট শেষ হলে একটু বাড়াও।

৬ **পানি দেখি:** পানি হালকা সবুজ ভালো; ঘোলা, দুর্গন্ধ বা মাছ ওপরে খাবি খেলে তিন ভাগের এক ভাগ পানি বদলাও। পুরোনো পানি সবজির গোড়ায়।

৭ **বাড় মাপি:** মাসে একবার বড়রা ছাঁকনি দিয়ে একটি মাছ তুলে পানি-ভরা স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে রাখবেন। তুমি বাইরে থেকে স্কেল ধরে লম্বা মাপো — সেন্টিমিটারে। লিখে সাথে সাথে ছেড়ে দাও।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

মাছের খাবার বানাই, বাড় মাপি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- খাবার বেশি দিলে মাছ তাড়াতাড়ি বড় হবে — কথাটা ঠিক? বাড়তি খাবার কোথায় যায়?
- ১০টি মাছ ছেড়েছিলে; এখন কয়টি আছে? কমে গেলে কারণ কী হতে পারে?
- তোমার ধানখেতের পানিতে কয়েকটি মাছ ছাড়লে ধানের কী লাভ, মাছের কী লাভ?

নিরাপত্তা

চৌবাচ্চা বা বড় চাড়ির ওপর ঝুঁকবে না; ছোট ভাইবোনকে কাছে একা যেতে দেবে না — ঢাকনা/জাল সবসময় থাকবে। মাছ তোলা ও গ্লাসে রাখা বড়দের কাজ। খৈল-মাখা হাত চোখে দেবে না; কাজ শেষে সাবান।

অভিভাবকের জন্য

কুঁড়া-খৈলের অনুপাত (২:১) একটি প্রচলিত সরল মিশ্রণ; পরিমাণ কম রাখাই নিরাপদ — ছোট পাত্রে অতিরিক্ত খাবারেই মাছ বেশি মরে। «খাওয়াও → দেখো → ঠিক করো» এই চক্রটিই শেখার বিষয়। গ্লাসে রেখে মাপার সময় ১০–১৫ সেকেন্ডের বেশি নয়। ধানখেতে আইল মজবুত ও পানি স্থায়ী থাকলে ৩–৪টি মাছ সেখানে ছেড়ে ধান-মাছের যুগল চাষ দেখাতে পারেন। রুই-কাতলার পোনা ছোট পাত্রে টেকে না — দেবেন না।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

শ্রাবণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — খেত তৈরি ও রোপণ

দিন ১	খেতের জায়গায় আইল বাঁধি; পানি দিয়ে কাদা করি	☐
দিন ২	বীজতলা থেকে চারা তুলি, ধুই, আঁটি বাঁধি	☐
দিন ৩	দড়ি টেনে ২০ সেমি পরপর সারিতে রুই	☐
দিন ৪	সারি × গোছা হিসাব করি; গুনে মিলাই	☐
দিন ৫	বাড়তি চারা চাষিকে উপহার দিই; পানি ধরে রাখি	☐

ইসলামি: সূরা কারিআ শোনা ও প্রথম ৫ আয়াত। যানবাহনে চড়ার দোয়া।

ইংরেজি: line, rope — «Plant in a line.»

প্রযুক্তি: ফোনের স্টপওয়াচ চেনা: শুরু, থামা, শূন্য করা।

সপ্তাহ ২ — মাছের ঘর

দিন ১	চাড়ি ধুয়ে পানি, মাটি ও পানা দিই; জাল দিয়ে ঢাকি	☐
দিন ২	১০টি পোনা ছাড়ি; গুনে খাতায় লিখি	☐
দিন ৩	খৈল ভিজাই; পরদিন কুঁড়া মেখে খাবারের বল বানাই	☐
দিন ৪	মেপে খাওয়াই; ১৫ মিনিট পর কতটা খেল দেখি	☐
দিন ৫	ধানখেতে মরা গোছা খুঁজে ফাঁকা পূরণ করি	☐

ইসলামি: সূরা কারিআ ৬ষ্ঠ–১১শ আয়াত। ২-এর নামতা তসবিহ গুনে গুনে।

ইংরেজি: feed, grow — «I feed the fish.»

প্রযুক্তি: স্টপওয়াচে মাপা: মাছ খাবার শেষ করতে কত মিনিট নেয়।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

শ্রাবণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — আগাছা ও কুশি

দিন ১	১৫ দিনে ধানখেতের আগাছা তুলে কাদায় পুঁতি	☐
দিন ২	৫টি গোছায় কাঠি দিই; কুশি গুনি	☐
দিন ৩	ঢেঁড়স দুই দিন পরপর তুলি; ১০-এর গুচ্ছে গুনি	☐
দিন ৪	মুরগির এক-নজর স্বাস্থ্য পরীক্ষা; ঘরে ছাই	☐
দিন ৫	চাষিদের রোপণ দেখি; তাঁদের সারি ও দূরত্ব মাপি	☐

ইসলামি: «নিজের জন্য যা পছন্দ, ভাইয়ের জন্যও তা» হাদিস। নামাজ: মাগরিবের ৩ রাকাত।

ইংরেজি: long, short — «This fish is long.»

প্রযুক্তি: স্টপওয়াচে এক মিনিটে কয়টি গোছার কুশি গুনতে পারি দেখা।

সপ্তাহ ৪ — মাপা ও মেলানো

দিন ১	একটি মাছ গ্লাসে রেখে স্কেলে মাপি (বড়দের সাথে)	☐
দিন ২	ধানের উচ্চতা ও পানির গভীরতা সেন্টিমিটারে মাপি	☐
দিন ৩	পেয়ারা-আমড়া গুনে ৫-এর গুচ্ছে ভাগ করি	☐
দিন ৪	সাপ্তাহিক বিক্রি; মাসের বিক্রি ও ডিম যোগ করি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; নকশায় ধানখেত আঁকি	☐

ইসলামি: সূরা কারিআ একা বলা। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব — চার ওয়াক্ত।

ইংরেজি: measure, straight + ঝালাই। «Measure the fish.»

প্রযুক্তি: স্টপওয়াচ দিয়ে ১৫ মিনিটের টাইমার বসিয়ে খাবার-পরীক্ষা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

শ্রাবণ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-কারিআ

১১ আয়াত। কিয়ামতের দিনের বর্ণনা: মানুষ হবে ছড়ানো পতঙ্গের মতো, পাহাড় হবে ধুনা পশমের মতো। যার নেকির পাল্লা ভারী, সে সুখে থাকবে।

এ মাসের দোয়া

যানবাহনে চড়ার দোয়া

সুবহানাল্লাযি সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনিন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবুন

অর্থ: পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এটিকে আমাদের বশে এনে দিয়েছেন; আমরা নিজেরা একে বশ করতে পারতাম না। আর আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ: ১৩–১৪)

এ মাসের হাদিস / আয়াত

«তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি: ১৩; সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

সূরা কারিআয় একটি পাল্লার কথা আছে — কিয়ামতের দিন মানুষের ভালো কাজ মাপা হবে। যার পাল্লা ভারী, তার জীবন হবে আনন্দের। তুমি এ বছর অনেক কিছু মাপছ: ফিতায় বাগান, স্কেলে চারা, পাল্লায় সবজি। মনে রেখো, আরেকটি পাল্লা আছে যা আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু রোজ তাতে কিছু না কিছু জমা হচ্ছে। তোমার বীজতলায় বাড়তি চারা হয়েছে। গত বছর এক চাষি তোমাকে চারা দিয়েছিলেন, কিছুই চাননি। এ বছর তুমি তাঁকে চারা দেবে। নিজের খেতে যেমন সবল চারা লাগিয়েছ, তাঁকেও সবল চারাই দেবে — দুর্বলগুলো নয়। নিজের জন্য যা পছন্দ, অন্যের জন্যও তা-ই। এই ছোট্ট আঁটিটি তোমার পাল্লায় অনেক ভারী হবে।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- কাউকে কিছু দিলে ভালোটা দিই — নিজে যা নিতে পছন্দ করতাম।
- রিকশা, ভ্যান, নৌকা বা গাড়িতে উঠে দোয়া পড়ি।
- চাষিদের কাজের সময় বিরক্ত করি না; সালাম দিই, অনুমতি নিয়ে দেখি।
- নামাজ: মাগরিব যোগ হলো (৩ রাকাত ফরজ)। আজানের সাথে সাথে খেলা বন্ধ।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

line সারি / লাইন	**rope** দড়ি	**straight** সোজা	**feed** খাওয়ানো
grow বড় হওয়া / জন্মানো	**long** লম্বা	**short** খাটো / ছোট	**measure** মাপা

Plant the rice in a line. ধান সারিতে রোপণ করো।

I feed the fish every day. আমি রোজ মাছকে খাওয়াই।

How long is the fish? মাছটি কত লম্বা?

খেলা

Listen and tell: «The farmer has a rope. He makes a straight line. He plants rice in the line. The rice grows.» প্রশ্ন: «What does the farmer have?» «Is the line straight?»। তারপর **Long or short?** — দুটি কাঠি, দুটি চারা বা দুটি দড়ি দেখিয়ে «Which is long?»; শিশু বলবে «This one is long.»

প্রযুক্তি: সময় মাপা — স্টপওয়াচ ও টাইমার ৫%

১ বড়দের ফোনে স্টপওয়াচ খোলো। «শুরু» চেপে খাবার দাও; মাছ সব খেয়ে ফেললে «থামা» চাপো। কত মিনিট কত সেকেন্ড?

২ টাইমার আলাদা: এতে আগে সময় বসাতে হয় (১৫ মিনিট), শেষ হলে বাজে। খাবার দিয়ে টাইমার বসাও; বাজলে দেখে এসো খাবার পড়ে আছে কি।

৩ খাতায় লেখো: তারিখ, কয়টি বল, কত মিনিটে শেষ। এক সপ্তাহের সংখ্যা দেখে ঠিক করো — খাবার বাড়াবে, না কমাবে?

নিয়ম

স্টপওয়াচ চালু রেখে ফোন নিয়ে ঘোরা নয়; পানির পাশে ফোন রাখবে না — শুকনো উঁচু জায়গায়। মাপা শেষ, লেখা শেষ, ফোন ফেরত।

শ্রাবণ — আমার খাতা

ধানখেত ও মাছের খাতা (সপ্তাহে একবার)

তারিখ	৫ গোছার কুশি (গড়ে)	ধান কত সেমি	পানি কত সেমি	মাছ কয়টি	মাছ কত সেমি

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] শিকড় না ছিঁড়ে চারা তুলে আঁটি বাঁধতে
- [ ] দড়ি টেনে সমান দূরত্বে রুইতে
- [ ] সারি × গোছা গুণ করে মোট বলতে
- [ ] মাছের খাবারের বল বানিয়ে মেপে খাওয়াতে
- [ ] ২ ও ৫-এর নামতা বলতে

অভিভাবকের মন্তব্য

ওপর থেকে দেখা তোমার ধানখেত আঁকো — সারি ও গোছা বিন্দু দিয়ে দেখাও।

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ৫ · শরৎকাল

ভাদ্র

শীতের সবজির আঁতুড়ঘর

মধ্য আগস্ট – মধ্য সেপ্টেম্বর
খরিপ-২ · শীতের প্রস্তুতি

ভাদ্রের তাল-পাকা গরম! বৃষ্টি কমে এসেছে, কিন্তু বাতাস ভারী আর ভেজা। গাছ থেকে ধুপ করে পাকা তাল পড়ে। নদী-খাল কানায় কানায় ভরা, আকাশে শরতের সাদা মেঘ। তোমার ধানখেত এখন ঘন সবুজ, কুশিতে ভরা।

শীতকালে টমেটো, বেগুন, মরিচ খেতে চাও? তাহলে কাজ শুরু করতে হবে এখনই — চার মাস আগে! এই তিন সবজির বীজ খুব ছোট আর চারা খুব নাজুক। তাই ধানের মতো এদেরও আগে **বীজতলায়** আদর-যত্নে বড় করতে হয়, তারপর বেডে রোপণ। তবে এ বীজতলা কাদার নয় — উঁচু, ঝুরঝুরে, ছাউনি-দেওয়া। আর এ মাসে তোমার খামারে আসবে নতুন অতিথি: এক জোড়া কবুতর!

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানে কুশি; চাষিরা আগাছা তোলেন
- আগাম শীতের সবজির বীজতলা তৈরি
- শিম, লাউ, বরবটির বীজ মাদায়
- পাটের আঁশ ছাড়ানো ও শুকানো
- তাল, জাম্বুরা, আমড়া, চালতা

এ মাসে আমি শিখব

- উঁচু বীজতলা বানিয়ে খুব ছোট বীজ বুনব
- ছাউনি দিয়ে চারাকে বৃষ্টি-রোদ থেকে বাঁচাব
- তিন সবজির চারা আলাদা চিনব
- কবুতরের জোড়ার যত্ন নেব
- ৬০০ পর্যন্ত সংখ্যা; আধা ও সিকি চিনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **টমেটো, বেগুন ও মরিচের বীজতলা**
- **কবুতরের জোড়া**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: টমেটো, বেগুন ও মরিচের বীজতলা ফসল

কেন করব?

টমেটো, বেগুন, মরিচ — তিনটিই একই পরিবারের সবজি, আর তিনটির চারাই ছোটবেলায় খুব দুর্বল। ভারী বৃষ্টির এক পশলায় ধুয়ে যায়, কড়া রোদে পুড়ে যায়, বেশি পানিতে গোড়া পচে মরে। তাই এদের জন্য চাই একটি বিশেষ ঘর: উঁচু বেড, মিহি মাটি, মাথার ওপর ছাউনি। ভালো চারা তৈরি করতে পারা বাগানির সবচেয়ে দামি দক্ষতাগুলোর একটি — কারণ চারা বিক্রিও করা যায়!

যা যা লাগবে

- দেশি টমেটো, বেগুন ও মরিচের বীজ — এক চিমটি করে
- বীজতলার জায়গা: ১ মিটার × ৬০ সেন্টিমিটার
- ঝুরা মাটি, চালা কম্পোস্ট ও বালু
- চালুনি
- ছাই
- ৪টি খুঁটি ও ছাউনি (চাটাই, কলাপাতা বা স্বচ্ছ পলিথিন)
- খড়, ঝাঁঝরি
- কাঠি ও লেবেল

ধাপে ধাপে কাজ

১. **জায়গা বাছি:** উঁচু, রোদ-আসা, পানি-না-জমা জায়গা; ঘরের চালের পানি যেন না পড়ে।

২. **উঁচু বেড বানাই:** মাটি কুপিয়ে (বড়রা) ঢেলা ভেঙে চারপাশের চেয়ে এক বিঘত উঁচু বেড করো। চারদিকে নালা কাটো — বৃষ্টির পানি বেরিয়ে যাবে।

৩. **মিহি মাটি তৈরি:** সমান তিন ভাগ: ঝুরা মাটি + চালা কম্পোস্ট + বালু। চালুনিতে চেলে বেডের ওপর চার আঙুল পুরু করে বিছাও। তক্তা দিয়ে আলতো সমান করো। ছোট বীজের জন্য মাটিও মিহি হতে হয়।

৪. **সারি টানি:** কাঠি দিয়ে চার আঙুল পরপর অগভীর দাগ টানো — গভীরতা নখের সমান। বেড তিন ভাগ করো: টমেটো, বেগুন, মরিচ।

৫. **বুনি:** দাগে পাতলা করে বীজ ফেলো — দুই বীজের মাঝে এক আঙুল। ওপরে চালা মাটি-কম্পোস্ট হালকা ছিটিয়ে ঢাকো। প্রতি ভাগের মাথায় লেবেল দাও।

৬. **পিঁপড়া ঠেকাই:** পিঁপড়া ছোট বীজ চুরি করে নিয়ে যায়! বেডের চারপাশে ছাইয়ের রেখা টেনে দাও।

৭. **ঢাকি ও ছাউনি দিই:** বেডের ওপর পাতলা খড় বিছিয়ে ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দাও। চার খুঁটির ওপর ছাউনি — এক দিক উঁচু, এক দিক নিচু, যাতে পানি গড়িয়ে পড়ে। সকালের রোদ পাবে, দুপুরের কড়া রোদ ও বৃষ্টি পাবে না।

৮. **গজালে খড় সরাই:** টমেটো ৫–৭ দিনে, বেগুন ৭–১০ দিনে, মরিচ ৮–১২ দিনে গজায়। চারা দেখামাত্র খড় সরিয়ে দাও, নইলে চারা লম্বা-সরু-দুর্বল হবে। পানি শুধু সকালে, অল্প। ঘন জায়গার চারা পাতলা করো।

টমেটো, বেগুন ও মরিচের বীজতলা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- তিন রকম বীজ আতশ কাচে দেখো — রং, আকার, গায়ের রোম?
- কোন সবজি আগে গজাল? খাতার তারিখ মিলিয়ে দিন গোনো।
- তিন সবজির বীজপাতা দেখতে প্রায় একই — আসল পাতা বের হলে তফাত কী?
- কোনো চারা গোড়া থেকে নেতিয়ে শুয়ে পড়ছে কি? (গোড়া পচা — পানি কমাও, ছাই ছিটাও)
- ছাউনির নিচের চারা আর ছাউনির বাইরে পড়া চারা — কোনটি ভালো?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- প্রতি সবজির কয়টি সারি? প্রতি সারিতে আনুমানিক কয়টি চারা? মোট কত?
- বেডের অর্ধেকে টমেটো, সিকি ভাগে বেগুন, সিকি ভাগে মরিচ — নকশা এঁকে দেখাও।
- বোনা থেকে গজানো: টমেটো ___ দিন, বেগুন ___ দিন, মরিচ ___ দিন।
- প্রতি সপ্তাহে ৩টি চারা স্কেলে মাপো; পাতা গোনো।

নিরাপত্তা

ছাউনির খুঁটির চোখা মাথায় চোখ-মুখ লাগতে পারে — ওপরে বোতল বা কাপড় পরিয়ে দাও। মরিচের বীজ ধরার পর চোখে হাত দেবে না, হাত ধোও। ভাদ্রের রোদে সকাল ৯টার পর কাজ নয়। তাল গাছের নিচে দাঁড়াবে না — পাকা তাল পড়ে।

অভিভাবকের জন্য

দেশি জাতের টমেটো, বেগুন (এলাকাভেদে বহু স্থানীয় জাত) ও মরিচের বীজ প্রবীণ চাষি-নারীদের কাছে খুঁজুন। ভাদ্রের বপন আগাম ফসল দেয় কিন্তু বৃষ্টির ঝুঁকি থাকে; আপনার এলাকায় আশ্বিনের শুরুতে বোনা প্রচলিত হলে দুই সপ্তাহ পিছিয়ে নিন। চারা ২৫–৩৫ দিনে (৪–৫ পাতা, পেনসিলের মতো কাণ্ড) রোপণযোগ্য হবে। ইচ্ছে করেই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চারা তুলুন — কার্তিকে বাড়তি চারা বিক্রি হবে। রোপণের এক সপ্তাহ আগে ছাউনি সরিয়ে চারাকে রোদ সওয়ানো (হার্ডেনিং) শুরু করুন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: কবুতরের জোড়া পশুপাখি

বাকবাকুম, বাকবাকুম! গ্রামের টিনের চালে, খোপে খোপে কবুতর থাকে। কবুতর সবসময় **জোড়ায়** থাকে — একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, সারা জীবন একসাথে। ওরা জায়গা নেয় কম, খরচ কম, আর প্রায় প্রতি মাসেই বাচ্চা দেয়। এ মাসে তোমার খামারে যোগ হবে এক জোড়া দেশি কবুতর।

যা করব

১ **খোপ তৈরি:** বড়রা কাঠ বা বাঁশ দিয়ে একটি খোপ বানাবেন — প্রতি জোড়ার ঘর প্রায় এক হাত লম্বা, এক হাত চওড়া, এক হাত উঁচু; সামনে বসার তক্তা। ঘরের দেয়ালে বা খুঁটির ওপর উঁচুতে বসাতে হয়, যাতে বিড়াল-বেজি না পৌঁছায়। তুমি মাপ ধরো ও ভেতরে খড় দাও।

২ **জোড়া আনি:** পরিচিত কারও কাছ থেকে এক জোড়া দেশি কবুতর আনো। নতুন জায়গা চিনতে প্রথম ১০–১৫ দিন খোপ জাল দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়, নইলে পুরোনো বাড়িতে উড়ে যাবে।

৩ **খাবার দিই:** সকাল-বিকেল এক মুঠো দানা — ধান, গম, সরিষা, ডাল, ভুট্টা ভাঙা যা মেলে মিশিয়ে। সাথে একটু ইটের গুঁড়া বা বালু-কাঁকর: কবুতরের দাঁত নেই, পেটের ভেতর কাঁকর দিয়ে দানা পেষে!

৪ **পানি ও গোসল:** পরিষ্কার পানির পাত্র রোজ বদলাও। একটি চওড়া পাত্রে গোসলের পানি দাও — কবুতর গোসল করতে ভালোবাসে।

৫ **জোড়া চিনি:** পুরুষটি গলা ফুলিয়ে ঘুরে ঘুরে «বাকবাকুম» ডাকে; স্ত্রীটি শান্ত। দুজনে মিলে খড়কুটো এনে বাসা সাজায়।

৬ **ডিম ও বাচ্চা:** স্ত্রী কবুতর দুটি সাদা ডিম পাড়ে। মা-বাবা **দুজনেই পালা করে** তা দেয়, প্রায় ১৭–১৮ দিন। বাচ্চা ফুটলে দুজনেই মুখে মুখে খাওয়ায়। ডিম ও বাচ্চায় হাত দেবে না — দূর থেকে দেখে খাতায় তারিখ লেখো।

৭ **পরিষ্কার:** সপ্তাহে একদিন বড়দের সাথে খোপের বিষ্ঠা পরিষ্কার করো। কবুতরের বিষ্ঠা খুব ভালো সার — গাদায় দাও।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

কবুতরের জোড়া ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- মুরগির ছানা ফুটেই নিজে খুঁটে খায়; কবুতরের বাচ্চা পারে না — চোখ বোজা, পালক নেই। তফাত কেন?
- মুরগির ডিমে শুধু মা তা দেয়, কবুতরে মা-বাবা দুজনে। পরিবারে কাজ ভাগ করে নিলে কী সুবিধা?
- কবুতর অনেক দূর থেকেও নিজের ঘর চিনে ফিরে আসে — কীভাবে পারে বলে মনে হয়?

নিরাপত্তা

খোপ উঁচুতে — মই বা টুলে উঠে দেখা শুধু বড়দের সাথে। কবুতরের বিষ্ঠার শুকনো ধুলা শ্বাসে নেওয়া ক্ষতিকর: পরিষ্কারের সময় নাক-মুখ ভেজা গামছায় ঢাকো, পরে সাবানে হাত ধোও। কবুতর ধরতে হলে দুই হাতে আলতো করে, ডানাসহ।

অভিভাবকের জন্য

দেশি কবুতর (গোলা, গিরিবাজ প্রভৃতি স্থানীয় জাত) গ্রামীণ পরিবারে কম খরচের আয়ের উৎস। কবুতরের ডিম ফোটার সময় ও বাচ্চা বড় হওয়ার সময় (প্রায় এক মাস) শিশুকে ক্যালেন্ডারে গুনতে দিন। খোপ এমন জায়গায় দিন যেখানে বৃষ্টির ছাঁট ও সরাসরি দুপুরের রোদ লাগে না। কবুতর পালা সম্ভব না হলে প্রতিবেশীর খোপ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করুন — «জোড়া, দুই ডিম, পালা করে তা» এই তিন বৈশিষ্ট্য দেখা যথেষ্ট।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

ভাদ্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — উঁচু বীজতলা

দিন ১	বীজতলার জায়গা বাছি; উঁচু বেড ও নালা করি	☐
দিন ২	মাটি, কম্পোস্ট, বালু মিশিয়ে চালুনিতে চালি	☐
দিন ৩	তিন রকম বীজ আতশ কাচে দেখি; সারি টেনে বুনি	☐
দিন ৪	ছাইয়ের রেখা, খড়ের ঢাকনা ও ছাউনি দিই	☐
দিন ৫	ধানখেতের ৩০ দিনের আগাছা তুলি; গোবর দিই	☐

ইসলামি: সূরা যিলযাল শোনা ও প্রথম ৪ আয়াত। রোগী দেখার দোয়া।

ইংরেজি: tomato, chili — «I sow tomato seeds.»

প্রযুক্তি: মাপার ফিতা ভালো করে চেনা: ছোট দাগ, বড় দাগ, ১০, ২০, ৩০…

সপ্তাহ ২ — কবুতরের ঘর

দিন ১	বীজতলায় রোজ সকালে পানি; চারা গজাল কি দেখি	☐
দিন ২	কবুতরের খোপ বানানোয় মাপ ধরি; খড় দিই	☐
দিন ৩	কবুতরের জোড়া আনি; জাল দিয়ে ঘিরি	☐
দিন ৪	দানা মিশিয়ে খাবার বানাই; কাঁকর ও পানি দিই	☐
দিন ৫	গজানো চারার খড় সরাই; তারিখ লিখি	☐

ইসলামি: সূরা যিলযাল ৫ম–৮ম আয়াত। ৫-এর নামতা।

ইংরেজি: pigeon, pair — «A pair of pigeons.»

প্রযুক্তি: ফিতা দিয়ে খোপ, বীজতলা, দরজা, নিজের উচ্চতা মাপা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ভাদ্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — চারার যত্ন

দিন ১	তিন সবজির চারা তুলনা করি ও আঁকি	☐
দিন ২	ঘন চারা পাতলা করি; গোড়া পচা আছে কি খুঁজি	☐
দিন ৩	শিমের মাদা করি ও বীজ বুনি (গত বছরের মতো, নিজের বীজ)	☐
দিন ৪	মাছের বাড় মাপি; খাবারের হিসাব ঠিক করি	☐
দিন ৫	তাল কুড়াই; তালের পিঠায় সাহায্য; ভাগ করি	☐

ইসলামি: «অণু পরিমাণ ভালো কাজও দেখা হবে» — আয়াতের গল্প। নামাজ: এশার ৪ রাকাত।

ইংরেজি: shade, roof — «The seedlings need shade.»

প্রযুক্তি: সেন্টিমিটার থেকে মিটার: ১০০ সেমি = ১ মিটার; নিজের উচ্চতা বলা।

সপ্তাহ ৪ — জোড়া ও ডিম

দিন ১	কবুতরের জাল খুলে দিই (১৫ দিন হলে); ফেরে কি দেখি	☐
দিন ২	পুরুষ ও স্ত্রী কবুতর চিনি; বাসা সাজানো দেখি	☐
দিন ৩	চারা মাপি, পাতা গুনি; ছাউনি ঠিক করি	☐
দিন ৪	সাপ্তাহিক বিক্রি; মুরগির ঘর ও খোপ পরিষ্কার	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; নকশায় বীজতলা ও খোপ আঁকি	☐

ইসলামি: সূরা যিলযাল একা বলা। এ মাস থেকে পাঁচ ওয়াক্ত — ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা।

ইংরেজি: eggplant, fly + ঝালাই। «Pigeons can fly.»

প্রযুক্তি: বাগানের নকশায় মিটারে মাপ লিখে নতুন করে আঁকা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ভাদ্র — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আয-যিলযাল

৮ আয়াত। কিয়ামতের দিন পৃথিবী প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে এবং তার ওপর যা যা ঘটেছে সব বলে দেবে। অণু পরিমাণ ভালো ও অণু পরিমাণ মন্দ — সবই দেখানো হবে।

এ মাসের দোয়া

রোগী দেখতে গিয়ে দোয়া

লা বা'সা, তহুরুন ইন শা আল্লাহ

অর্থ: চিন্তার কিছু নেই; ইন শা আল্লাহ এ অসুখ (গুনাহ থেকে) পবিত্র করে দেবে। (সহিহ বুখারি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে; আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে-ও তা দেখতে পাবে।»

ভাবার্থ — আল-কুরআন, সূরা যিলযাল: ৭–৮

গল্প ও ভাবনা

টমেটোর একটি বীজ হাতের তালুতে রাখো। কত ছোট! ফুঁ দিলে উড়ে যায়। অথচ এই অণুর মতো দানা থেকে চার মাস পরে হবে কোমর-সমান গাছ, তাতে ঝুলবে থোকা থোকা লাল টমেটো, আর প্রতিটি টমেটোর ভেতর আবার শত শত বীজ। আল্লাহ সূরা যিলযালে বলেছেন, অণু পরিমাণ ভালো কাজও হারিয়ে যায় না। একটি ছোট্ট ভালো কাজ — পথের কাঁটা সরানো, পাখিকে পানি দেওয়া, মাকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দেওয়া — টমেটোর বীজের মতোই ছোট দেখায়, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা বড় হয়ে ফেরে। ছোট মন্দ কাজও তেমনি: «একটু মিথ্যা», «একটু কম মাপ» — কিছুই হারায় না। আর যে মাটিতে তুমি বীজ বুনছ, সেই মাটিই একদিন বলে দেবে তার ওপর তুমি কী কী করেছিলে। তাই মাটির ওপর শুধু ভালো কাজের দাগ রেখো।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ছোট ভালো কাজকে ছোট ভাবি না; ছোট মন্দ কাজকেও হালকা ভাবি না।
- অসুস্থ আত্মীয়-প্রতিবেশীকে দেখতে যাই, দোয়া করি, বাগানের কিছু নিয়ে যাই।
- জোড়ার একটিকে আলাদা করে কবুতরকে কষ্ট দিই না।
- নামাজ: পাঁচ ওয়াক্তের রাকাত — ফজর ২, যোহর ৪, আসর ৪, মাগরিব ৩, এশা ৪ (ফরজ)।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

tomato টমেটো	**eggplant** বেগুন	**chili** মরিচ	**shade** ছায়া
pigeon কবুতর	**pair** জোড়া	**roof** ছাউনি / চাল	**fly** ওড়া

The seedlings need shade.	চারাগুলোর ছায়া দরকার।
I have a pair of pigeons.	আমার এক জোড়া কবুতর আছে।
Pigeons can fly. Hens cannot.	কবুতর উড়তে পারে। মুরগি পারে না।

খেলা

Listen and tell: «Two pigeons live on the roof. They have two eggs. The father sits on the eggs. The mother sits on the eggs too.» প্রশ্ন: «Where do the pigeons live?» «How many eggs?»। তারপর **Can / cannot** খেলা: «Can a fish fly?» — «No, it cannot.» «Can a duck swim?» — «Yes, it can.»

প্রযুক্তি: মাপার ফিতা — সেন্টিমিটার ও মিটার ৫%

১ ফিতাটি টেনে দেখো: সবচেয়ে ছোট দাগ মিলিমিটার, সংখ্যা-লেখা দাগ সেন্টিমিটার; ১০০ সেন্টিমিটারে ১ মিটার।

২ ফিতার শূন্য (০) দাগ জিনিসের এক মাথায় ঠিক মিলিয়ে ধরো; অন্য মাথায় যে সংখ্যা — সেটিই মাপ। ফিতা যেন ঢিলা বা বাঁকা না থাকে।

৩ ৫টি জিনিস মাপো ও লেখো: বীজতলা, কবুতরের খোপ, একটি লাউ, দরজা, আর তোমার নিজের উচ্চতা (দেয়ালে দাগ দিয়ে)।

নিয়ম

স্টিলের ফিতা হঠাৎ ছেড়ে দিলে সাঁই করে গুটিয়ে হাত কেটে দিতে পারে — ধরে ধরে গোটাও। ফিতা দিয়ে খেলা বা টানাটানি নয়।

ভাদ্র — আমার খাতা

বীজতলা ও কবুতরের খাতা

তারিখ	টমেটো (সেমি / পাতা)	বেগুন (সেমি / পাতা)	মরিচ (সেমি / পাতা)	কবুতরের খবর

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] চালা মাটি দিয়ে উঁচু বীজতলা বানাতে
- [ ] খুব ছোট বীজ পাতলা করে সারিতে বুনতে
- [ ] টমেটো, বেগুন, মরিচের চারা আলাদা চিনতে
- [ ] কবুতরকে দানা, কাঁকর ও পানি দিতে
- [ ] ফিতা দিয়ে সেন্টিমিটারে মাপতে

অভিভাবকের মন্তব্য

ছাউনি-দেওয়া বীজতলা আর খোপে বসা কবুতরের জোড়া আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৬ · শরৎকাল

আশ্বিন

চারার নতুন ঠিকানা

মধ্য সেপ্টেম্বর – মধ্য অক্টোবর
খরিপ-২ শেষ · রবির শুরু

আশ্বিনের আকাশ নীল, বাতাসে হালকা শীতের আভাস। নদীর চরে কাশফুল, উঠানে শিউলি। ভোরে ঘাসের ডগায় শিশির। তোমার ধানখেতে ধানের পেট মোটা হয়েছে — ভেতরে শিষ তৈরি হচ্ছে; এর নাম **থোড়**।

বীজতলার টমেটো, বেগুন, মরিচের চারা এখন এক বিঘত লম্বা, ৪–৫টি করে পাতা। ছোট্ট ঘরে ওদের আর জায়গা হচ্ছে না — গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি। এবার ওদের বড় ঘরে পাঠানোর পালা। এক জায়গা থেকে তুলে আরেক জায়গায় লাগানোকে বলে **চারা রোপণ**। কাজটা নাজুক: একটু ভুলে চারা মরে যায়। আর এ মাসে তুমি দুই সপ্তাহের জন্য একটি বাছুরের পুরো দায়িত্ব নেবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানে থোড়; কোথাও শিষ বের হচ্ছে
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, কপির চারা রোপণ শুরু
- আগাম মুলা, লাল শাক, পালং বোনা
- মাচায় শিম-লাউয়ের লতা বাড়ছে
- কাঁচা ঘাস প্রচুর; জলপাই, চালতা, আমলকী

এ মাসে আমি শিখব

- চারাকে রোদ সইয়ে শক্ত করব
- মাটির বলসহ চারা তুলে রোপণ করব
- ফসলভেদে দূরত্ব মেপে গর্ত করব
- দুই সপ্তাহ একটি বাছুরের দায়িত্ব নেব
- ৭০০ পর্যন্ত সংখ্যা; আধা ঘণ্টা ধরে ঘড়ি পড়ব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **চারা রোপণ: টমেটো, বেগুন, মরিচ**
- **দুই সপ্তাহ বাছুরের দায়িত্ব**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: চারা রোপণ: টমেটো, বেগুন, মরিচ ফসল

কেন করব?

বীজতলায় চারা থাকে ঘন, ছায়ায়, আদরে। বেড়ে গিয়ে তাকে একা দাঁড়াতে হবে — খোলা রোদে, বাতাসে। এই বদলটা চারার জন্য একটা ধাক্কা। ভালো বাগানি তিনটি কাজ করে এই ধাক্কা কমান: আগে থেকে রোদ সওয়ান, শিকড়ের মাটি না ভেঙে তোলেন, আর বিকেলে রোপণ করে কয়েক দিন ছায়া দেন। ঠিকমতো রোপণ করা একটি চারা এক সপ্তাহেই নতুন পাতা ছাড়ে।

যা যা লাগবে

বীজতলার চারা (৪–৫ পাতা, ২৫–৩৫ দিন) · বেড ৩ ও বেড ৪ (তৈরি করা) · কম্পোস্ট — প্রতি গর্তে ২ মুঠো; ছাই · খুরপি · মাপার ফিতা, সুতলি, কাঠি · কলার খোল বা কলাপাতা (ছায়ার টুপি) · ঝাঁঝরি · খড় (মালচ)

ধাপে ধাপে কাজ

১ **রোদ সওয়াই (৭ দিন আগে থেকে):** বীজতলার ছাউনি রোজ একটু একটু করে বেশি সময় খুলে রাখো — প্রথম দিন ২ ঘণ্টা, শেষে সারা দিন। পানিও একটু কমাও। চারার কাণ্ড শক্ত হবে।

২ **বেড তৈরি:** বেড ৩ ও ৪-এর মাটি ঝুরঝুরে করে কম্পোস্ট মেশাও, চার আঙুল উঁচু করো।

৩ **দূরত্ব মেপে গর্ত:** ফসলভেদে জায়গা আলাদা লাগে। **মরিচ:** ৪০ সেমি পরপর। **টমেটো:** ৫০ সেমি পরপর। **বেগুন:** ৬০ সেমি পরপর — সে সবচেয়ে ঝাঁকড়া হয়। সুতলি টেনে কাঠি দিয়ে চিহ্ন দাও; প্রতি চিহ্নে মুঠো-সমান গর্ত, তাতে ২ মুঠো কম্পোস্ট।

৪ **তোলার আগে ভিজাই:** রোপণের দিন দুপুরে বীজতলায় ভালো করে পানি দাও — মাটি নরম হলে শিকড় ছিঁড়বে না।

৫ **মাটির বলসহ তুলি:** বিকেলে খুরপি চারার গোড়া থেকে তিন আঙুল দূরে খাড়া ঢুকিয়ে চাড় দাও। চারাটি শিকড়ের চারপাশের **মাটির দলাসহ** তুলে আনো। কাণ্ড ধরে টানবে না — পাতা ধরে আলতো করে তোলো।

৬ **রোপণ করি:** চারাটি গর্তে সোজা বসাও — বীজতলায় যতটুকু মাটির নিচে ছিল, ততটুকুই; টমেটো একটু গভীরে দিলেও ভালো। চারপাশে মাটি দিয়ে দুই আঙুলে আলতো চেপে দাও।

৭ **পানি ও ছায়া:** প্রতিটি গোড়ায় এক মগ পানি। তারপর কলার খোল কেটে বা কলাপাতা ভাঁজ করে প্রতিটি চারার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছায়ার টুপি দাও। ৩–৪ দিন থাকবে।

৮ **ফাঁকা পূরণ ও যত্ন:** ৫–৭ দিন পর যে চারা মরে গেছে তার জায়গায় নতুন চারা। ১০ দিন পর গোড়ায় খড়ের মালচ। বাড়তি চারা বীজতলাতেই রেখে দাও — কার্তিকে বিক্রি হবে।

চারা রোপণ: টমেটো, বেগুন, মরিচ খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- রোপণের পরদিন দুপুরে চারা নেতিয়ে পড়ে, সন্ধ্যায় আবার খাড়া হয় — কেন?
- ছায়ার টুপি-দেওয়া চারা আর টুপি-ছাড়া একটি চারা — তফাত কী?
- কত দিন পর প্রথম নতুন পাতা বের হলো?
- মাটির বল ভেঙে যাওয়া চারাগুলো কি টিকল?
- ধানখেতে থোড় ফেটে শিষ বের হলো কবে? শিষে ছোট সাদা ফুল দেখেছ?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- বেড ২ মিটার লম্বা। ৫০ সেমি পরপর টমেটো — এক সারিতে কয়টি? ৪০ সেমি পরপর মরিচ — কয়টি?
- মোট কয়টি চারা রোপণ করলে — টমেটো, বেগুন, মরিচ আলাদা করে লেখো ও যোগ করো।
- ৭ দিন পর কয়টি টিকল, কয়টি মরল? নতুন কয়টি লাগল?
- বীজতলায় বাড়তি চারা কয়টি থাকল? (বিক্রির জন্য)

নিরাপত্তা

খুরপি দিয়ে চাড় দেওয়ার সময় অন্য হাত দূরে রাখো। কলার খোল কাটা বড়দের কাজ। বেগুন গাছের কাণ্ডে ও বোঁটায় ছোট কাঁটা থাকে — বড় হলে সাবধানে ধরবে। কাজ বিকেল ৪টার পরে।

অভিভাবকের জন্য

রোপণ-ধাক্কা (ট্রান্সপ্লান্ট শক) ব্যাখ্যা করতে শিশুর নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করুন — নতুন বাড়িতে প্রথম রাত। দূরত্বের সংখ্যাগুলো দেশি জাত ও ছোট বাগানের জন্য সরলীকৃত; আপনার জাত বেশি ঝাঁকড়া হলে বাড়িয়ে নিন। একই পরিবারের তিন সবজি (টমেটো-বেগুন-মরিচ) পাশাপাশি দুই বেডে যাচ্ছে — চৈত্রে পালা বদলের সময় আমরা এই দুই বেডে অন্য পরিবারের ফসল দেব; নকশায় লিখে রাখুন। শিম-লাউয়ের মাদা ভাদ্রে করা না হয়ে থাকলে এখনই করুন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: দুই সপ্তাহ বাছুরের দায়িত্ব পশুপাখি

গত বছর তুমি গরুকে চিনেছ, ঘাস দিয়েছ। এ বছর দুই সপ্তাহের জন্য একটি **বাছুরের রাখাল** হবে তুমি। রোজ একই সময়ে খাবার, পানি, গোসল, ঘর পরিষ্কার — আর একটি খাতা। বড়রা পাশে থাকবেন, কিন্তু মনে রাখার দায়িত্ব তোমার।

যা করব

১. **পরিচয়:** বাছুরের নাম, বয়স (কত মাস), রং, বিশেষ চিহ্ন খাতায় লেখো। সে কি এখনো মায়ের দুধ খায়? দিনে কয়বার?

২. **সকালের খাবার:** রোজ সকালে এক আঁটি কচি ঘাস কেটে আনো (কাস্তে বড়দের — তুমি বেছে, ঝেড়ে, আঁটি বেঁধে আনবে)। শিশির-ভেজা বা কাদামাখা ঘাস ঝেড়ে একটু শুকিয়ে দাও।

৩. **পানি:** দিনে তিনবার পরিষ্কার পানি — বালতিতে কত মগ ঢাললে গুনে লেখো। বাছুর কতটা খেল?

৪. **দানা খাবার:** বড়দের মেপে দেওয়া ভুসি-কুঁড়া-খৈলের মিশ্রণ একটু লবণ দিয়ে পাত্রে দাও। মাপ খাতায় লেখো: আধা কেজি? এক পোয়া?

৫. **গা পরিষ্কার:** রোদ থাকলে বড়দের সাথে গোসল করাও, অথবা নারকেলের ছোবড়া বা ব্রাশ দিয়ে গা ঘষে দাও — লোমের দিক বরাবর। বাছুর আরাম পায়, আর তুমি গায়ের আঠালি পোকা (এঁটুলি) খুঁজে বড়দের দেখাতে পারো।

৬. **ঘর:** রোজ গোবর তুলে সারের গাদায় দাও; বাছুরের শোয়ার জায়গা শুকনো রাখো, খড় বিছাও।

৭. **মাপি:** প্রথম দিন ও শেষ দিন ফিতা দিয়ে বাছুরের বুকের বেড় (সামনের পায়ের ঠিক পেছনে) মাপো — সেন্টিমিটারে। দুই সপ্তাহে বাড়ল কি?

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

দুই সপ্তাহ বাছুরের দায়িত্ব ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- একদিন তুমি বেড়াতে গেলে বাছুরের খাবারের কী হবে? দায়িত্ব কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হয় কেন?
- বাছুরটি আজ কম খেল, চুপচাপ — তুমি কী কী দেখবে, কাকে বলবে?
- বাছুর বড় হয়ে কী হবে — গাভি, না ষাঁড়? পরিবারের কী কাজে লাগবে?

নিরাপত্তা

বাছুর ছোট হলেও জোরে টানে, লাফায়, ঢুঁ মারে — দড়ি হাতে পেঁচিয়ে ধরবে না। সবসময় সামনে বা পাশে থাকো, পেছনে নয়। মা-গাভি কাছে থাকলে বড়দের ছাড়া বাছুরের কাছে যাবে না। গোয়ালে স্যান্ডেল; কাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত-পা ধোও।

অভিভাবকের জন্য

দুই সপ্তাহের ধারাবাহিক দায়িত্বই লক্ষ্য — একদিন বাদ গেলে আপনি করে দেবেন না, বরং বাছুরের ক্ষুধা দেখিয়ে শিশুকে মনে করান। বুকের বেড় মাপা বাস্তবে পশুর ওজন অনুমানের প্রচলিত পদ্ধতির ভিত্তি; এখন শুধু «বাড়ছে কি না» দেখা। কৃমিনাশক ও টিকার (তড়কা, খুরা রোগ ইত্যাদি) সময়সূচি প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে জেনে শিশুকে তারিখ খাতায় লিখতে দিন। নিজেদের বাছুর না থাকলে প্রতিবেশীর বাছুরের সকালের খাবারের দায়িত্বটুকু নিন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

আশ্বিন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — রোদ সওয়ানো ও বেড তৈরি

দিন ১	বীজতলার ছাউনি রোজ একটু বেশি সময় খুলি	☐
দিন ২	বেড ৩ ও ৪ ঝুরঝুরে করি; কম্পোস্ট মেশাই	☐
দিন ৩	ফিতায় মেপে তিন ফসলের গর্তের জায়গা চিহ্ন দিই	☐
দিন ৪	গর্ত করি; প্রতি গর্তে ২ মুঠো কম্পোস্ট	☐
দিন ৫	বাছুরের পরিচয় লিখি; বুকের বেড় মাপি	☐

ইসলামি: সূরা আদিয়াত শোনা ও প্রথম ৫ আয়াত। ইস্তিগফার।

ইংরেজি: move, careful — «Be careful!»

প্রযুক্তি: বড়দের সাথে কৃষি কল সেন্টারের নম্বর (১৬১২৩) খাতায় লেখা; কী জিজ্ঞেস করব ঠিক করা।

সপ্তাহ ২ — রোপণের সপ্তাহ

দিন ১	বিকেলে টমেটোর চারা মাটির বলসহ তুলে রোপণ করি	☐
দিন ২	বেগুন ও মরিচ রোপণ করি; পানি দিই	☐
দিন ৩	কলার খোলের ছায়ার টুপি দিই	☐
দিন ৪	বাছুরের সকালের ঘাস, পানি, দানা — খাতায় লিখি	☐
দিন ৫	বাছুরের গা ঘষি; গোবর গাদায় দিই	☐

ইসলামি: সূরা আদিয়াত ৬ষ্ঠ–১১শ আয়াত। নামাজ: সানা (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা…) শেখা শুরু।

ইংরেজি: hole, afternoon — «I dig a hole.»

প্রযুক্তি: বড়দের সাথে ১৬১২৩-এ ফোন: নিজের একটি প্রশ্ন নিজে জিজ্ঞেস করা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আশ্বিন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — টিকল কি?

দিন ১	রোপণ করা চারা গুনি: টিকল কয়টি, মরল কয়টি	☐
দিন ২	ফাঁকা জায়গায় নতুন চারা; ছায়ার টুপি খুলি	☐
দিন ৩	বাছুরের রুটিন চালাই; পানি কত মগ লিখি	☐
দিন ৪	ধানখেতে থোড় ও শিষ খুঁজি; ধানের ফুল দেখি	☐
দিন ৫	কবুতরের ডিম বা বাচ্চার খবর লিখি; সাপ্তাহিক বিক্রি	☐

ইসলামি: «প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে সামলায়» হাদিস।

ইংরেজি: brush, tail — «I brush the calf.»

প্রযুক্তি: ফোনে যা শুনলাম, তা তিন বাক্যে পরিবারকে বলা ও খাতায় লেখা।

সপ্তাহ ৪ — দুই সপ্তাহ পূর্ণ

দিন ১	চারার গোড়ায় খড়ের মালচ দিই	☐
দিন ২	বাছুরের বুকের বেড় আবার মাপি; বাড়ল কত	☐
দিন ৩	বাছুরের দায়িত্ব বড়দের বুঝিয়ে ফেরত দিই	☐
দিন ৪	আগাম মুলা ও লাল শাক বেডের কিনারে বুনি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; নকশায় বেড ৩ ও ৪ লিখি	☐

ইসলামি: সূরা আদিয়াত একা বলা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দাগ-খাতা শুরু।

ইংরেজি: strong, weak + ঝালাই। «This seedling is strong.»

প্রযুক্তি: দরকারি নম্বরের তালিকা বানানো: ১৬১২৩, ১৬৩৫৮, ৯৯৯ — কোনটি কখন।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আশ্বিন — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-আদিয়াত

১১ আয়াত। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলা ঘোড়ার কসম — মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ, আর সম্পদের মোহে মত্ত। অথচ অন্তরের সব কথা একদিন প্রকাশ হবে।

এ মাসের দোয়া

ইস্তিগফার — ক্ষমা চাওয়া

আস্তাগফিরুল্লাহ।

বড়দের সাথে: আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। — আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসি।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«কুস্তিতে যে অন্যকে হারিয়ে দেয়, সে প্রকৃত শক্তিশালী নয়; প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

সূরা আদিয়াতের শুরুতে আল্লাহ ঘোড়ার কসম করেছেন — যে ঘোড়া মালিকের জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে ছোটে, খুরের ঘায়ে আগুনের ফুলকি ওঠে, তবু থামে না। একটি পশু তার মালিকের প্রতি এত অনুগত! অথচ মানুষ? আল্লাহ তাকে এত কিছু দিয়েছেন, তবু সে অকৃতজ্ঞ। তোমার বাছুরটির দিকে দেখো। তুমি মাত্র কয়েক দিন ঘাস-পানি দিয়েছ, আর সে তোমাকে দেখলেই এগিয়ে আসে, হাত চাটে। পশুরাও কৃতজ্ঞতা জানে। এ মাসে কখনো বাছুর হয়তো তোমার কথা শুনবে না, দড়ি টানবে, পানির বালতি উল্টে দেবে। রাগ হবে। তখন মনে কোরো নবীজির ﷺ কথা: আসল শক্তিশালী সে-ই, যে রাগ সামলাতে পারে। পশুকে মারা দুর্বলের কাজ। রাগ উঠলে «আউযুবিল্লাহ» পড়ো, চুপ করো, পানি খাও। আর ভুল হয়ে গেলে বলো «আস্তাগফিরুল্লাহ»।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- রাগ উঠলে: «আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম» পড়ি, দাঁড়িয়ে থাকলে বসি, চুপ থাকি।
- পশুকে মারি না, গালি দিই না; ভুল করলে ধৈর্য ধরে আবার শেখাই।
- আল্লাহর নিয়ামত গুনি — রোজ রাতে তিনটি জিনিসের জন্য শোকর করি।
- নামাজ: সানা শিখি। পাঁচ ওয়াক্তের দাগ-খাতায় রোজ দাগ দিই।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

move সরানো / নড়া	**careful** সাবধান	**hole** গর্ত	**afternoon** বিকেল
brush ব্রাশ / ঘষা	**tail** লেজ	**strong** শক্তিশালী / সবল	**weak** দুর্বল

Be careful with the roots. শিকড়ের ব্যাপারে সাবধান।

I move the seedlings in the afternoon. আমি বিকেলে চারা সরাই।

The calf is strong. বাছুরটি সবল।

খেলা

Listen and tell: «The little tomato lives in a small bed. One afternoon, I move it to a big bed. I give it water and shade. Now it is strong.» প্রশ্ন: «When do I move it?» «What do I give it?»। তারপর **Morning–afternoon–evening**: দিনের কোন কাজ কখন — «I feed the calf in the…?» শিশু বলবে «morning!»

প্রযুক্তি: ফোনে পরামর্শ চাওয়া — কৃষি কল সেন্টার ৫%

১ চাষিরা সমস্যায় পড়লে সরকারি কৃষি কল সেন্টারে (১৬১২৩) ফোন করে বিনা খরচে বা কম খরচে পরামর্শ নিতে পারেন। আগে খাতায় তোমার প্রশ্নটি লেখো: যেমন «টমেটোর চারা রোপণের পর নেতিয়ে গেছে, কী করব?»

২ বড়রা নম্বর ডায়াল করবেন, স্পিকারে দেবেন। তুমি সালাম দিয়ে নিজের নাম ও এলাকা বলে প্রশ্নটি করো। ধীরে, স্পষ্ট করে।

৩ উত্তর মন দিয়ে শোনো, না বুঝলে আবার জিজ্ঞেস করো। শেষে ধন্যবাদ দাও। ফোন রেখে তিন বাক্যে উত্তরটি খাতায় লেখো।

নিয়ম

ফোন করবেন বড়রা; তুমি একা কখনো কোনো নম্বরে ফোন করবে না। ফোনে নিজের বাড়ির পুরো ঠিকানা বা পরিবারের তথ্য বলবে না — শুধু গ্রাম/উপজেলার নাম। নম্বর ও সেবার সময় বদলাতে পারে; বড়রা আগে যাচাই করে নেবেন।

আশ্বিন — আমার খাতা

বাছুরের ১৪ দিনের খাতা

দিন	ঘাস (আঁটি)	পানি (মগ)	দানা দিয়েছি ✔	গা ঘষেছি ✔	কী দেখলাম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] চারাকে ধাপে ধাপে রোদ সওয়াতে
- [ ] মাটির বলসহ চারা তুলে রোপণ করতে
- [ ] ফসলভেদে দূরত্ব মেপে গর্ত করতে
- [ ] রোজ সময়মতো বাছুরকে ঘাস-পানি দিতে
- [ ] ঘড়িতে আধা ঘণ্টা (সাড়ে ৭টা) পড়তে

অভিভাবকের মন্তব্য

কলার খোলের ছায়ার টুপি-পরা তোমার টমেটোর চারাটি আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৭ · হেমন্তকাল

কার্তিক

মাটির নিচের ফসল

মধ্য অক্টোবর – মধ্য নভেম্বর
রবি মৌসুমের শুরু

কার্তিকের ভোরে হালকা কুয়াশা, ঘাসে শিশির। ধানের শিষ একটু একটু করে নুয়ে পড়ছে, সবুজ থেকে হলুদ হচ্ছে। দিন ছোট হয়ে আসছে, বিকেল ফুরোতেই সন্ধ্যা। তোমার টমেটো-বেগুনের চারা এখন নতুন পাতা ছেড়ে তরতর করে বাড়ছে।

এতদিন তুমি যত ফসল ফলিয়েছ, সবই দেখা যায় মাটির ওপরে — পাতা, ফল, শিষ। এ মাসে লাগাবে এমন তিন ফসল, যাদের আসল ধন লুকিয়ে থাকে **মাটির নিচে**: আলু, পেঁয়াজ আর রসুন। মজার ব্যাপার — এদের বীজ ছোট দানা নয়। আলু থেকেই আলু হয়, রসুনের কোয়া থেকেই রসুন! আর এ মাসে তুমি দামের একটি রহস্য খুঁজবে: একই জিনিসের দাম কখনো বাড়ে, কখনো কমে — কেন?

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধান পাকতে শুরু করেছে
- আলু, পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা, মসুর বোনার সময়
- মুলা, পালং, লাল শাক, ধনিয়া, কপি, টমেটো
- মাচায় শিমের ফুল
- বিলের পানি কমছে; দেশি মাছ ধরা পড়ে

এ মাসে আমি শিখব

- আলুর «চোখ» ও রসুনের কোয়া চিনে রোপণ করব
- ভেলি (উঁচু সারি) বানাব ও মাটি তুলে দেব
- ৫টি জিনিসের দাম ৪ সপ্তাহ লিখে তুলনা করব
- বাড়তি চারা বিক্রি করব
- ৮০০ পর্যন্ত সংখ্যা; দুই অঙ্কের বিয়োগ

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **আলু, পেঁয়াজ ও রসুন লাগাই**
- **দাম কেন ওঠে-নামে? ও চারা বিক্রি**

প্রজেক্ট: আলু, পেঁয়াজ ও রসুন লাগাই ফসল

কেন করব?

আলু, পেঁয়াজ, রসুন — তিনটিই ঘরে মাসের পর মাস রেখে খাওয়া যায়। শাক এক দিনে নেতিয়ে যায়, টমেটো এক সপ্তাহে পচে; কিন্তু ঠিকমতো রাখলে আলু-পেঁয়াজ-রসুন থাকে অনেক মাস। তাই এগুলো পরিবারের সারা বছরের সঞ্চয়, আর ব্যবসায়ীর জন্য দূরে পাঠানোর সহজ পণ্য। এরা মাটির নিচে বড় হয় বলে মাটি হতে হবে খুব ঝুরঝুরে — শক্ত মাটিতে আলু মোটা হতে পারে না।

যা যা লাগবে

- দেশি জাতের বীজ-আলু — ১৫–২০টি ছোট আস্ত আলু (চোখ ফোটা)
- রসুন — ২টি বড় কন্দ
- পেঁয়াজের চারা বা ছোট পেঁয়াজ — ২০টি
- বেড ১ (গ্রীষ্মের শাক তোলা শেষ)
- কম্পোস্ট — ৩ ঝুড়ি; ছাই — ৪ মুঠো
- খুরপি, ফিতা, সুতলি
- শুকনো খড় বা কচুরিপানা (মালচ)

ধাপে ধাপে কাজ

১. **বীজ-আলু চিনি:** আলুর গায়ে ছোট ছোট গর্ত — এগুলো **চোখ**। প্রতিটি চোখ থেকে একটি গাছ বের হয়। বীজ-আলু কয়েক দিন ছায়ায় ছড়িয়ে রাখলে চোখ থেকে মোটা অঙ্কুর বের হয়। ছোট আস্ত আলুই সবচেয়ে ভালো বীজ।

২. **বেড খুব ঝুরঝুরে করি:** বেড ১ গভীর করে কোপানো (বড়রা)। তুমি সব ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো করো, কম্পোস্ট ও ছাই মেশাও। মাটি যত নরম, আলু তত বড়।

৩. **আলু বসাই:** বেডের অর্ধেকে ৬০ সেমি দূরে দুটি সারি। সারিতে ২৫ সেমি পরপর চার আঙুল গভীর গর্ত; প্রতি গর্তে একটি আলু, **অঙ্কুর ওপরের দিকে**। মাটি চাপা দিয়ে সারি বরাবর একটু উঁচু করে দাও।

৪. **রসুন বসাই:** রসুনের কন্দ ভেঙে কোয়াগুলো আলাদা করো — খোসা ছাড়াবে না। বড় কোয়া বাছো। বেডের সিকি ভাগে ১০ সেমি পরপর, দুই আঙুল গভীরে, **সরু মাথা ওপরে** রেখে পুঁতে দাও।

৫. **পেঁয়াজ বসাই:** বাকি সিকি ভাগে ১০ সেমি পরপর পেঁয়াজের চারা বা ছোট পেঁয়াজ — গোড়াটুকু মাটির নিচে, ডগা বাইরে।

৬. **মালচ ও পানি:** রসুন-পেঁয়াজের ওপর পাতলা খড় বিছাও। হালকা পানি দাও। আলুতে বেশি পানি নয় — পচে যায়; মাটি শুকিয়ে এলে তবে পানি।

৭. **মাটি তুলে দিই (খুব জরুরি):** আলুর গাছ এক বিঘত হলে (২৫–৩০ দিনে) দুই পাশের মাটি টেনে গোড়ায় তুলে দাও — সারিটি উঁচু **ভেলি** হয়ে যাবে। ১৫–২০ দিন পর আরেকবার। নতুন আলু যেন কখনো রোদে বেরিয়ে না থাকে; রোদ লাগলে সবুজ হয়ে বিষাক্ত হয়।

৮. **অপেক্ষা:** আলু তোলা হবে মাঘে (প্রায় ৯০ দিনে), যখন গাছ হলুদ হয়ে শুয়ে পড়বে। রসুন-পেঁয়াজ ফাল্গুন–চৈত্রে। ততদিন আগাছা তোলা ও হালকা সেচ।

আলু, পেঁয়াজ ও রসুন লাগাই খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- একটি আলুতে কয়টি চোখ? প্রতিটি থেকে কি অঙ্কুর বের হয়েছে?
- কত দিনে আলুর গাছ মাটি ফুঁড়ে বের হলো? রসুনের সবুজ ডগা কবে?
- একটি বীজ-আলু থেকে কয়টি কাণ্ড উঠল?
- মাটি তুলে দেওয়ার সময় গোড়ায় ছোট্ট সাদা আলু দেখা যাচ্ছে কি? (হাত দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি নয়!)
- রসুন আর পেঁয়াজের পাতা — কোনটি চ্যাপ্টা, কোনটি ফাঁপা নল?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ২ মিটার সারিতে ২৫ সেমি পরপর আলু — এক সারিতে কয়টি? দুই সারিতে?
- একটি রসুনের কন্দে কয়টি কোয়া? দুটি কন্দে মোট? কয়টি রোপণ করলে?
- রোপণের তারিখ + ৯০ দিন = আলু তোলার সম্ভাব্য তারিখ। ক্যালেন্ডারে বের করো।
- ২০টি পেঁয়াজ লাগালে, ৩টি মরে গেল — কয়টি থাকল?

নিরাপত্তা

সবুজ হয়ে যাওয়া আলু ও আলুর অঙ্কুর, পাতা, ফল বিষাক্ত — মুখে দেবে না। রসুন-পেঁয়াজ ছাড়ানো হাত চোখে দেবে না। কোদাল বড়দের; তুমি খুরপি ও হাত দিয়ে মাটি তুলবে। ভোরের শিশিরে গরম জামা।

অভিভাবকের জন্য

দেশি আলুর স্থানীয় জাত (এলাকাভেদে লাল পাকরি, শীল বিলাতি, দোহাজারী, ইন্দুরকানি ইত্যাদি নামে পরিচিত) হাটে «দেশি আলু» বলে খুঁজুন; এগুলো আকারে ছোট, স্বাদে ভালো এবং নিজে বীজ রাখা যায়। রোপণের সঠিক সময় অঞ্চলভেদে কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আলুর পাতা হঠাৎ কালো হয়ে ঝলসে যেতে পারে (মড়ক রোগ) — দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন, সেচ বন্ধ রাখুন ও কৃষি অফিসে জানান। মাটি তুলে দেওয়ার কাজটি শিশুকে দিয়েই করান; এটি এ ফসলের মূল কৌশল।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: দাম কেন ওঠে-নামে? ও চারা বিক্রি

বাজার ও ব্যবসা · আমদানির ধারণা

জ্যৈষ্ঠে তুমি দামের ছক শুরু করেছিলে। খেয়াল করেছ কি — একই লাউ কখনো ৩০ টাকা, কখনো ৬০? পেঁয়াজের দাম হঠাৎ দ্বিগুণ? এ মাসে তুমি দামের গোয়েন্দা। আর বীজতলায় যে বাড়তি চারা আছে, সেগুলো বেচে হবে তোমার প্রথম **চারার ব্যবসা**।

যা করব

১ **পাঁচ জিনিস, চার সপ্তাহ:** পেঁয়াজ, আলু, ডিম, টমেটো ও লাউ — প্রতি সপ্তাহে হাটের দাম ছকে লেখো। মাস শেষে দেখো কোনটি বাড়ল, কোনটি কমল, কোনটি একই থাকল।

২ **দোকানিকে জিজ্ঞেস করি:** «চাচা, টমেটোর দাম এখন এত বেশি কেন?» উত্তর শোনো। (এখনো মৌসুম শুরু হয়নি, মাল কম — তাই দাম বেশি।) «পৌষে কত হবে?»

৩ **মূল নিয়ম বুঝি:** জিনিস **কম**, চাওয়ার লোক **বেশি** → দাম বাড়ে। জিনিস **বেশি**, চাওয়ার লোক **কম** → দাম কমে। মৌসুমের শুরুতে ও শেষে দাম বেশি, ভরা মৌসুমে কম।

৪ **পেঁয়াজের গল্প:** বড়দের জিজ্ঞেস করো — দেশে পেঁয়াজ কম পড়লে কোথা থেকে আসে? (বিদেশ থেকে — আমদানি।) আমদানি বন্ধ হলে বা দেরি হলে দাম কী হয়? তাহলে নিজের ঘরে পেঁয়াজ থাকলে কী সুবিধা?

৫ **চারা গুনি ও সাজাই:** বীজতলার বাড়তি চারা গোনো। বিক্রির দিন বিকেলে মাটির বলসহ তুলে ১০টি করে কলাপাতায় মুড়ে আঁটি বানাও; গোড়া ভেজা রাখো।

৬ **চারা বেচি:** প্রতিবেশীদের জানাও: «দেশি টমেটো-বেগুন-মরিচের চারা আছে»। ১০টি চারার আঁটির একটি দাম ঠিক করো। ক্রেতাকে বলে দাও কত দূরে দূরে লাগাতে হবে, কয় দিন ছায়া দিতে হবে — এ হলো **বিক্রির পরের সেবা**।

৭ **হিসাব:** কয় আঁটি বিক্রি হলো, কত টাকা — খাতায়। বীজ কিনতে/জোগাড়ে কত খরচ হয়েছিল? আয় থেকে খরচ বাদ দাও — এই প্রথম তোমার **লাভ** হিসাব!

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

দাম কেন ওঠে-নামে? ও চারা বিক্রি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- সবাই যখন টমেটো তুলছে তখন বেচলে দাম কম। তাহলে আগাম বা নাবি ফসল করলে কী লাভ, কী ঝুঁকি?
- একই বীজ থেকে তুমি টমেটো বেচতে পারো, আবার চারাও বেচতে পারো। কোনটিতে তাড়াতাড়ি টাকা আসে?
- দাম বাড়বে বলে কেউ যদি জিনিস লুকিয়ে রাখে, মানুষের কষ্ট হয়। এটা কি ঠিক ব্যবসা?

নিরাপত্তা

হাটে বড়দের হাত ছাড়বে না; ভিড়, ভ্যান-রিকশা থেকে সাবধান। দোকানির ব্যস্ত সময়ে প্রশ্ন নয় — ফাঁকা সময়ে, সালাম দিয়ে। টাকা নিজের পকেটে নয়, বড়দের কাছে বা কৌটায়।

অভিভাবকের জন্য

চাহিদা-জোগান ও মৌসুমি দামের ধারণা এ বয়সে শুধু পর্যবেক্ষণ থেকে আসবে — সংজ্ঞা নয়। পেঁয়াজ উদাহরণটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিচিত (ঘাটতির সময় আমদানি-নির্ভরতা ও দামের ওঠানামা); চলতি বছরের বাস্তব অবস্থা আপনি বলে দিন। মজুতদারি (ইহতিকার) ইসলামে নিষিদ্ধ — সহজ ভাষায় বলুন। «লাভ = আয় − খরচ» এই প্রথম এলো; সংখ্যা ছোট রাখুন যাতে দুই অঙ্কের বিয়োগে হয়।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

কার্তিক — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — বীজ-আলুর চোখ

দিন ১	বীজ-আলু ছায়ায় ছড়াই; চোখ ও অঙ্কুর গুনি	☐
দিন ২	বেড ১ ঝুরঝুরে করি; কম্পোস্ট-ছাই মেশাই	☐
দিন ৩	ফিতায় মেপে আলুর দুই সারি; আলু বসাই	☐
দিন ৪	রসুনের কোয়া ছাড়িয়ে গুনি ও বসাই; পেঁয়াজ বসাই	☐
দিন ৫	দামের ছকে প্রথম সপ্তাহের ৫টি দাম লিখি	☐

ইসলামি: সূরা কদর শোনা ও বলা (৫ আয়াত)। সকাল-সন্ধ্যার হেফাজতের দোয়া।

ইংরেজি: potato, onion — «Potatoes grow under the soil.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে যোগ (+) ও বিয়োগ (−) বোতাম চেনা।

সপ্তাহ ২ — দামের গোয়েন্দা

দিন ১	রসুন-পেঁয়াজে মালচ ও হালকা পানি	☐
দিন ২	হাটে দোকানিকে দামের কারণ জিজ্ঞেস করি	☐
দিন ৩	বাড়তি চারা গুনি; ১০টি করে আঁটি বানাই	☐
দিন ৪	প্রতিবেশীর কাছে চারা বেচি; রোপণের নিয়ম বলে দিই	☐
দিন ৫	টমেটো-বেগুনের গোড়ায় কম্পোস্ট দিই; আগাছা তুলি	☐

ইসলামি: সূরা কদর একা বলা; লাইলাতুল কদরের গল্প। নামাজ: রুকু থেকে উঠে «রব্বানা লাকাল হামদ»।

ইংরেজি: garlic, price(ঝালাই) — «What is the price?»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে চারা বিক্রির আয় যোগ করা; নিজের হিসাবের সাথে মেলানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

কার্তিক — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — গজানো ও যত্ন

দিন ১	আলু, রসুন, পেঁয়াজ গজাল কি দেখি; তারিখ লিখি	☐
দিন ২	শীতের শাক (পালং, ধনিয়া, লাল শাক) ফাঁকা জায়গায় বুনি	☐
দিন ৩	মুরগির ডিম ও বিক্রির মাসিক যোগ	☐
দিন ৪	কবুতরের বাচ্চা কত বড় হলো দেখি	☐
দিন ৫	ধানখেতে শিষ নুয়েছে কি; পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা	☐

ইসলামি: «সৎ ব্যবসায়ী» ও «যে ধোঁকা দেয়» হাদিস ঝালাই; মজুতদারির গল্প।

ইংরেজি: under, on — «The hen is on the roof.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে লাভ: আয় − খরচ। দুইবার করে মিলিয়ে দেখা।

সপ্তাহ ৪ — মাটি তুলে দিই

দিন ১	আলুর গোড়ায় প্রথমবার মাটি তুলে ভেলি বানাই	☐
দিন ২	টমেটোর পাশে খুঁটি পুঁতি (পৌষের জন্য প্রস্তুতি)	☐
দিন ৩	৪ সপ্তাহের দামের ছক মিলিয়ে দেখি: কোনটি বাড়ল-কমল	☐
দিন ৪	চাষির আলু বা সরিষা বোনা দেখতে যাই	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; নকশায় বেড ১ লিখি	☐

ইসলামি: সূরা কদর, কারিআ, যিলযাল, আদিয়াত ঝালাই। তাশাহহুদ শেখা শুরু।

ইংরেজি: up, down + ঝালাই। «The price goes up.»

প্রযুক্তি: দামের ছক দেখে আঙুল দিয়ে রেখা টানা: দাম ওপরে উঠছে, না নামছে।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

কার্তিক — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-কদর

৫ আয়াত। কুরআন নাজিল হয়েছে লাইলাতুল কদরে — যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা নেমে আসেন; ফজর পর্যন্ত শান্তি।

এ মাসের দোয়া

সকাল-সন্ধ্যার হেফাজতের দোয়া

বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামাই, ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম (৩ বার)

অর্থ: আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে আসমান-জমিনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না; তিনি সব শোনেন, সব জানেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে বেচার সময়, কেনার সময় এবং পাওনা চাওয়ার সময় উদার ও নরম হয়।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি: ২০৭৬

গল্প ও ভাবনা

এ মাসে তুমি দাম নিয়ে ভাবছ। দাম বাড়া-কমা আল্লাহর দুনিয়ার একটি নিয়ম — ফসল কম হলে দাম বাড়ে, বেশি হলে কমে। এতে দোষ নেই। কিন্তু কিছু লোক ইচ্ছে করে জিনিস লুকিয়ে রাখে, যাতে মানুষ কষ্টে পড়ে বেশি দাম দিতে বাধ্য হয়। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ। নবীজি ﷺ দোয়া করেছেন সেই ব্যবসায়ীর জন্য, যে বেচা-কেনায় নরম ও উদার — দরদাম নিয়ে ঝগড়া করে না, গরিব ক্রেতাকে একটু ছাড় দেয়, পাওনা টাকার জন্য কাউকে অপমান করে না। তুমি যখন চারা বেচবে, এক-দুটি চারা বেশি দিয়ে দিয়ো। যে কিনতে পারছে না, তাকে এমনিই দিয়ো। আর আলুর মতো হও: আলু তার সব ধন মাটির নিচে চুপচাপ জমায়, বাইরে দেখায় না। ভালো কাজও এমন — চুপচাপ করো; আল্লাহ জানেন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- বেচার সময় একটু বেশি দিই; কেনার সময় দোকানিকে ঠকাই না, অযথা দর কমাই না।
- ফজরের পর ও মাগরিবের পর সকাল-সন্ধ্যার দোয়া পড়ি।
- কারও অভাবের সুযোগ নিয়ে লাভ করি না।
- নামাজ: তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শিখি — রোজ এক লাইন করে।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

potato আলু	**onion** পেঁয়াজ	**garlic** রসুন	**under** নিচে
on ওপরে	**cheap** সস্তা	**up** ওপরে / বাড়া	**down** নিচে / কমা

Potatoes grow under the soil. — আলু মাটির নিচে হয়।

The price goes up. — দাম বাড়ে।

Ten seedlings for twenty taka. — দশটি চারা বিশ টাকা।

খেলা

Listen and tell: «I go to the market. Onions are fifty taka. Next week, onions are eighty taka. The price goes up!» প্রশ্ন: «Where do I go?» «Does the price go up or down?»। তারপর **Where is it?** — একটি আলু বাটির ওপরে, নিচে, ভেতরে রেখে: «Where is the potato?» — «On the bowl. / Under the bowl.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে আয়, খরচ ও লাভ ৫%

১ আগে খাতায় হাতে হিসাব করো: চারা বেচে আয় কত? বীজ ও ঠোঙায় খরচ কত?

২ ক্যালকুলেটরে আয়ের সংখ্যাগুলো «+» দিয়ে যোগ করো। মোট আয় লিখে রাখো। «C» চেপে নতুন করে খরচ যোগ করো।

৩ তারপর: মোট আয় «−» মোট খরচ «=» লাভ। হাতে করা হিসাবের সাথে মিলল? না মিললে কোথায় ভুল — খুঁজে বের করো।

নিয়ম

প্রতিটি হিসাব দুইবার — একবার মাথায়/খাতায়, একবার যন্ত্রে। সংখ্যা চাপার সময় মুখে বলে বলে চাপো, ভুল কম হবে।

কার্তিক — আমার খাতা

দামের ছক (প্রতি সপ্তাহে হাটের দাম, টাকায়)

জিনিস	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	বাড়ল ↑ / কমল ↓

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] আলুর চোখ ওপরে রেখে ঠিক গভীরতায় বসাতে
- [ ] রসুনের কোয়া সরু মাথা ওপরে রেখে পুঁততে
- [ ] আলুর গোড়ায় মাটি তুলে ভেলি বানাতে
- [ ] দাম বাড়া-কমার একটি কারণ বলতে
- [ ] আয় থেকে খরচ বাদ দিয়ে লাভ বের করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

মাটির ওপরে আলু গাছ, আর মাটির নিচে লুকানো আলুগুলো আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৮ · হেমন্তকাল

অগ্রহায়ণ

নিজের খেতের ধান, নিজের হাতের হিসাব

মধ্য নভেম্বর – মধ্য ডিসেম্বর
আমন কাটা · নবান্ন

অগ্রহায়ণ — সোনার মাস। মাঠের পর মাঠ পাকা ধানে হলুদ। কাস্তের খসখস শব্দ, উঠানে মাড়াইয়ের ধুম, বাতাসে নতুন ধানের ঘ্রাণ। ঘরে ঘরে নবান্নের পিঠা-পায়েস।

শ্রাবণে দড়ি টেনে তুমি যে ছোট্ট ধানখেত করেছিলে, তার ধান পেকেছে। গত বছর গামলায় হয়েছিল কয়েক মুঠো; এ বছর হবে তার অনেক গুণ! এবার তুমি শুধু কাটবে না — **হিসাব করবে**: কত গোছা রুয়েছিলে, কত ধান হলো, কতটুকু বীজ রাখবে, কতটুকু খাবে, কতটুকু দেবে। আর কাটার আগেই মাঠে দাঁড়িয়ে সেরা গোছাগুলো বেছে নেবে আগামী বছরের বীজের জন্য। মুরগির খামারেও বড় কাজ: এবার তুমি নিজ দায়িত্বে ছানা তুলবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো, গোলায় তোলা
- খড়ের গাদা; নাড়া-খেতে হাঁস-মুরগি চরে
- সরিষা, গম, মসুর, খেসারি, মটরশুঁটি বোনা
- শীতের সবজি বাড়ছে; প্রথম মুলা, পালং, শিম
- আলুর গাছে প্রথমবার মাটি তোলা

এ মাসে আমি শিখব

- মাঠে দাঁড়িয়ে বীজের জন্য সেরা গোছা বাছব
- কাটা-মাড়াই-ঝাড়া-শুকানোর সব ধাপ নিজে করব
- ফলন ওজন করব ও ভাগ করব
- নিজ দায়িত্বে মুরগির ছানা তুলব
- ৯০০ পর্যন্ত সংখ্যা; কেজি ও গ্রাম

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **ধান কাটা, বীজ বাছাই ও ফলনের হিসাব**
- **নিজ দায়িত্বে ছানা তোলা**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: ধান কাটা, বীজ বাছাই ও ফলনের হিসাব ফসল

কেন করব?

চাষির কাছে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন: «এ বছর কেমন হলো?» অনুমানে নয় — মেপে জানতে হয়। ফলন মাপলে বোঝা যায় কোন পদ্ধতি ভালো কাজ করল, আগামী বছর কী বদলাতে হবে। আর দেশি ধান টিকিয়ে রাখার গোপন কথা হলো **মাঠ-বাছাই**: শত শত বছর ধরে চাষিরা খেতের সেরা গোছাগুলো থেকে বীজ রেখেছেন বলেই আমাদের এত জাতের সুস্বাদু দেশি ধান আছে।

যা যা লাগবে

তোমার ছোট্ট ধানখেত (পাকা ধান) · লাল সুতা বা ফিতা — ৬ টুকরা · কাস্তে (বড়দের জন্য) · চট বা পাটি — ২টি · পিঁড়ি বা তক্তা · কুলা · পাল্লা (কেজি-গ্রাম) · বীজের বয়াম, শুকনো নিম পাতা · খাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১ **মাঠ-বাছাই (কাটার ৩–৪ দিন আগে):** খেতের ভেতরের দিক থেকে ৫–৬টি সেরা গোছা বাছো: শিষ লম্বা ও ভারী, দানা পুষ্ট, গাছ সবল ও খাড়া, রোগ-পোকার দাগ নেই, পাশের গোছার সাথে একই সময়ে পেকেছে। লাল সুতা বেঁধে দাও। এগুলোই **বীজের গোছা**।

২ **পাকা পরীক্ষা:** শিষের ১০টি দানার ৮টি সোনালি; দাঁতে কাটলে «কট»। শিশির শুকানোর পর, রোদের দিনে কাটা হবে।

৩ **বীজের গোছা আগে:** বড়রা প্রথমে লাল সুতার গোছাগুলো কেটে দেবেন। তুমি এগুলো আলাদা চটে রাখো — বাকি ধানের সাথে কখনো মিশবে না।

৪ **খেত কাটা:** বাকি ধান বড়রা কাটবেন; তুমি গোছা কুড়িয়ে আঁটি বাঁধো। কয় আঁটি হলো? খেতে পড়ে থাকা ঝরা শিষ খুঁটে তোলো — একটিও নষ্ট নয়।

৫ **মাড়াই:** পিঁড়িতে বাড়ি দিয়ে ধান ছাড়াও — আগে বীজের গোছা (আলাদা চটে), পরে বাকিগুলো।

৬ **ঝাড়া ও শুকানো:** কুলায় ঝেড়ে চিটা ওড়াও — এ বছর তুমি নিজে চেষ্টা করবে। দুই দলের ধান আলাদা চটে ৩–৪ দিন রোদে শুকাও; দিনে কয়েকবার পা দিয়ে নেড়ে দাও, বিকেলে ঘরে তোলো।

৭ **ওজন করি:** শুকনো ধান পাল্লায় মাপো — বীজের ধান আলাদা, বাকি ধান আলাদা। ১ কেজি = ১০০০ গ্রাম। মোট কত হলো? খাতায় বড় করে লেখো — এটাই তোমার **ফলন**।

৮ **ভাগ করি:** (১) বীজ: বয়ামে, নিম পাতা দিয়ে, লেবেলসহ। (২) হক: এক ভাগ অভাবী প্রতিবেশীকে। (৩) নবান্ন: বাকিটা ভেনে চাল — পায়েস, পিঠা। খড়টুকু গরু বা মালচের জন্য।

ধান কাটা, বীজ বাছাই ও ফলনের হিসাব খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- বীজের গোছার একটি শিষ আর সাধারণ গোছার একটি শিষ — দানা গুনে তুলনা করো।
- একটি গোছায় কয়টি শিষ? শ্রাবণে গোছায় চারা ছিল ২–৩টি!
- খেতের কিনারের গোছা আর মাঝখানের গোছা — কোনটি ভালো হয়েছে?
- কোনো শিষ সাদা ও ফাঁপা (চিটা) কেন? কোনো গোছায় পোকা বা রোগের দাগ?
- গত বছরের গামলার ধান আর এ বছরের খেতের ধান — কোথায় ভালো হলো?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- মোট ফলন: ___ কেজি ___ গ্রাম। শ্রাবণে কয়টি গোছা রুয়েছিলে? (সারি × গোছা)
- ৫টি গোছার শিষ গুনে গড়পড়তা বলো: এক গোছায় প্রায় কয়টি শিষ?
- বীজ রাখলে কত গ্রাম? হক দিলে কত? নবান্নে কত? তিনটি যোগ করে মোটের সাথে মিলাও।
- বীজতলায় বুনেছিলে দুই মুঠো; পেলে কত মুঠো? কত গুণ হলো আন্দাজ করো।

নিরাপত্তা

কাস্তে শুধু বড়দের হাতে; কাটার সময় তুমি দুই হাত দূরে, পেছনে। ধানের শুঙ ও ধুলায় গা-চোখ চুলকায় — ফুলহাতা জামা, চোখ ডলবে না, কাজ শেষে গোসল। নাড়া-খেতে খালি পায়ে নয় — কাটা গোড়া পায়ে ফোটে। মাড়াই-কলের কাছে যাবে না।

অভিভাবকের জন্য

মাঠ-বাছাই (ফিল্ড সিলেকশন) দেশি জাত সংরক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে সহজ কৌশল — শিশুকে বাছাইয়ের কারণগুলো মুখে বলতে দিন। দেড় মিটার × দেড় মিটার খেত থেকে ফলন এক কেজির আশেপাশে হতে পারে; কম-বেশি যা-ই হোক, সংখ্যাটি লেখাই শিক্ষা। ফসলের হক প্রসঙ্গে উশরের ধারণা (সেচ ছাড়া বৃষ্টির ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ) গল্পের মতো বলুন; বিধানের বিস্তারিত আলেমের কাছে জেনে নিন। খালি খেতে মটরশুঁটি বা খেসারি ছিটিয়ে দিলে মাটি উর্বর হয় — সুযোগ থাকলে করুন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: নিজ দায়িত্বে ছানা তোলা পশুপাখি

গত বছর পৌষে তুমি বড়দের পাশে থেকে ছানা ফোটা দেখেছিলে। এ বছর খামারি তুমি নিজে। কুঁচে মুরগি বসানো থেকে ছানার এক মাস বয়স পর্যন্ত — পুরো কাজের পরিকল্পনা, খাতা ও রোজকার যত্ন তোমার। বড়রা শুধু পাশে থাকবেন।

যা করব

১ **ডিম জমাই:** বসানোর ডিম হতে হবে তাজা (৭–১০ দিনের মধ্যে পাড়া), মাঝারি আকারের, পরিষ্কার, ফাটা নয়, খোসা মসৃণ। ডিমের গায়ে পেনসিলে পাড়ার তারিখ লেখো। ঠান্ডা ছায়ায়, মোটা দিক ওপরে রেখে জমাও। ধোবে না।

২ **কুঁচে মুরগি:** তোমার ডিমের খাতা দেখো — কোন মুরগি ডিম পাড়া থামিয়েছে ও বাসায় বসে থাকতে চায়? সে-ই হবে মা।

৩ **তা-ঘর:** ঝুড়িতে নিচে ছাই, ওপরে খড়। শান্ত, আধো-অন্ধকার, বিড়াল-ইঁদুর পৌঁছায় না এমন কোণে। সন্ধ্যায় বড়রা ১০–১২টি ডিম বসিয়ে মুরগিকে বসাবেন।

৪ **২১ দিনের পরিকল্পনা:** ক্যালেন্ডারে বসানোর তারিখ থেকে ২১ দিন গুনে দাগ দাও। পাশেই রোজ খাবার-পানির পাত্র ভরো। মুরগি দিনে একবার নামে কি না খেয়াল রাখো।

৫ **আলোয় পরীক্ষা (৭ম দিন রাতে):** বড়দের সাথে অন্ধকার ঘরে টর্চের মাথায় ডিম ধরো। ভেতরে লাল শিরার জাল — ছানা হচ্ছে। একদম পরিষ্কার — হবে না; সরিয়ে ফেলো। কয়টি ভালো, খাতায় লেখো।

৬ **ফোটার দিন:** ২০–২১ দিনে ছানা ফুটবে। সাহায্য করবে না। ফুটলে গোনো: বসানো ডিম কয়টি, ফুটল কয়টি।

৭ **প্রথম চার সপ্তাহ:** দিনে ৪–৫ বার অল্প অল্প মিহি খুদ; অগভীর পাত্রে পানি (ভেতরে কয়েকটি নুড়ি দাও — ডুবে যাবে না)। রাতে ও ঠান্ডায় মায়ের সাথে ঝাঁপির নিচে, খড়ের ওপর। দিনে রোদে চরার সময় চিল-কাক থেকে পাহারা। প্রতি সপ্তাহে ছানা গুনে খাতায় লেখো।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

নিজ দায়িত্বে ছানা তোলা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- ১২টি ডিম বসিয়ে ৯টি ফুটল, এক মাস পরে ৭টি বেঁচে আছে। কোথায় কোথায় কমল? কী করলে কম হারাত?
- ছানারা বড় হলে তোমার পালে মুরগি কয়টি হবে? সবাইকে রাখবে, নাকি কিছু বেচবে?
- মা-মুরগি ছানাদের কী কী শেখায়? খেয়াল করে তিনটি জিনিস বলো।

নিরাপত্তা

তা-দেওয়া ও ছানাওয়ালা মুরগি ঠোকর দেয় — ধীরে, বড়দের সাথে। আলোয় পরীক্ষার সময় ডিম পড়ে গেলে ভাঙবে — দুই হাতে, নিচু হয়ে। ছানা ও ডিম ধরার পর সাবান দিয়ে হাত ধোও। মরা ছানায় হাত দেবে না, বড়দের বলো।

অভিভাবকের জন্য

এটি শিশুর প্রথম পূর্ণ «উৎপাদন চক্র» পরিকল্পনা: উপকরণ বাছাই → সময় গণনা → মাঝপথে পরীক্ষা → ফলাফল গণনা → ক্ষতি বিশ্লেষণ। আপনি হাত লাগাবেন কেবল নিরাপত্তার জায়গায়। ছানার মৃত্যুহার দেশি পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য হয় (চিল, বেজি, ঠান্ডা, রোগ) — শিশুকে দোষ না দিয়ে প্রতিটি ক্ষতির কারণ একসাথে খুঁজুন। ছানার প্রথম টিকার সময় প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে জেনে ক্যালেন্ডারে লিখে দিন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

অগ্রহায়ণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — মাঠ-বাছাই

দিন ১	খেত ঘুরে সেরা ৫–৬টি গোছায় লাল সুতা বাঁধি	☐
দিন ২	পাকা পরীক্ষা করি; কাটার দিন ঠিক করি	☐
দিন ৩	বসানোর জন্য ডিম জমাই; গায়ে তারিখ লিখি	☐
দিন ৪	তা-ঘর বানাই; কুঁচে মুরগি বাছি; ডিম বসানো	☐
দিন ৫	ক্যালেন্ডারে ২১ দিন গুনে দাগ দিই	☐

ইসলামি: সূরা তীন শোনা ও প্রথম ৪ আয়াত। ফসলের হক (সূরা আনআম: ১৪১)।

ইংরেজি: ripe, best — «The rice is ripe.»

প্রযুক্তি: গাছ বা পোকার ছবি তুলে বড়দের সাথে নাম খোঁজা — কীভাবে হয় দেখা।

সপ্তাহ ২ — ধান কাটা

দিন ১	বীজের গোছা আগে কেটে আলাদা রাখি	☐
দিন ২	বাকি খেত কাটা; আঁটি বাঁধি, গুনি; ঝরা শিষ কুড়াই	☐
দিন ৩	মাড়াই করি — বীজের ধান আলাদা চটে	☐
দিন ৪	কুলায় ঝাড়ি; দুই দলের ধান রোদে দিই	☐
দিন ৫	৭ম দিনের রাতে ডিম আলোয় পরীক্ষা করি	☐

ইসলামি: সূরা তীন ৫ম–৮ম আয়াত। নামাজ: তাশাহহুদ পুরোটা বড়দের সাথে।

ইংরেজি: heavy, light — «This bag is heavy.»

প্রযুক্তি: ধানখেতের কোনো পোকা বা আগাছার ছবি তুলে নাম খোঁজা; চাষির কাছে মিলানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

অগ্রহায়ণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — ওজন ও ভাগ

দিন ১	শুকনো ধান দাঁতে কেটে পরীক্ষা; পাল্লায় ওজন করি	☐
দিন ২	ফলন খাতায় লিখি; বীজ-হক-নবান্ন তিন ভাগ করি	☐
দিন ৩	বীজ বয়ামে ভরি, নিম পাতা দিই, লেবেল লাগাই	☐
দিন ৪	হকের ভাগ নিজ হাতে প্রতিবেশীকে দিয়ে আসি	☐
দিন ৫	নবান্ন: নতুন চালের পায়েস; মেহমান খাওয়াই	☐

ইসলামি: «ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম» হাদিস মুখস্থ।

ইংরেজি: store, share — «I share my rice.»

প্রযুক্তি: পাল্লার সংখ্যা পড়া: কেজি ও গ্রাম; ৫০০ গ্রাম = আধা কেজি।

সপ্তাহ ৪ — খেতের পরে

দিন ১	খড় শুকিয়ে আঁটি বাঁধি; টমেটোর গোড়ায় মালচ দিই	☐
দিন ২	খালি খেতে মটরশুঁটি বা খেসারি ছিটাই	☐
দিন ৩	আলুর গোড়ায় দ্বিতীয়বার মাটি তুলি	☐
দিন ৪	শিম, মুলা, পালং তুলি; সাপ্তাহিক বিক্রি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; ছানা ফোটার অপেক্ষা	☐

ইসলামি: সূরা তীন একা বলা। পাঁচ ওয়াক্তের দাগ-খাতা মিলিয়ে দেখা।

ইংরেজি: mother, safe + ঝালাই। «The chicks are safe.»

প্রযুক্তি: সেরা শিষ, ফলনের সংখ্যা ও নবান্নের ছবি ডায়েরিতে রাখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

অগ্রহায়ণ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আত-তীন

৮ আয়াত। ডুমুর ও জলপাইয়ের কসম — আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন। যারা ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে, তাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার।

এ মাসের দোয়া

নতুন ফসল ও নিয়ামতের শোকর

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি বিনি'মাতিহি তাতিম্মুস সালিহাত

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর অনুগ্রহেই সব ভালো কাজ পূর্ণতা পায়। (ইবনে মাজাহ)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।» — অর্থাৎ যে হাত দেয়, তা সেই হাতের চেয়ে ভালো যে হাত নেয়।

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

আল্লাহ সূরা তীনে দুটি ফলের কসম করেছেন — ডুমুর ও জলপাই। ফল, ফসল, গাছ আল্লাহর কাছে এত মর্যাদার যে তিনি এগুলোর নামে কসম করেন! তোমার ধান ঘরে উঠেছে। পাল্লায় মেপে তুমি সংখ্যাটি লিখেছ। কিন্তু মনে রেখো, এ ধানের সবটা তোমার নয়। আল্লাহ বলেছেন: «ফসল তোলার দিনেই তার হক আদায় করো» (সূরা আনআম: ১৪১)। যে ফসল বৃষ্টির পানিতে হয়, তার দশ ভাগের এক ভাগ গরিবের হক — এ কথা নবীজি ﷺ শিখিয়েছেন (সহিহ বুখারি)। তাই ওজন করার পর প্রথম কাজ: অভাবীর ভাগ আলাদা করা, আর নিজ হাতে পৌঁছে দেওয়া। যে হাত দেয়, সে হাত ওপরে থাকে। চাষির হাত তাই সবসময় ওপরের হাত — সে মানুষের মুখে ভাত তুলে দেয়।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ফসল মেপে আগে হকের ভাগ আলাদা করি, তারপর নিজের ভাগ।
- দান করি নিজ হাতে, হাসিমুখে, চুপচাপ; খোঁটা দিই না।
- চাইবার চেয়ে দেওয়ার মানুষ হতে চেষ্টা করি — নিজের কাজ নিজে করি।
- নামাজ: তাশাহহুদ মুখস্থ। দুই রাকাত নামাজ শুরু থেকে শেষ একা পড়তে পারি।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

ripe পাকা	**best** সবচেয়ে ভালো	**heavy** ভারী	**light** হালকা
store জমিয়ে রাখা	**share** ভাগ করে দেওয়া	**mother** মা	**safe** নিরাপদ

The rice is ripe.	ধান পেকেছে।
I keep the best seeds.	আমি সবচেয়ে ভালো বীজ রাখি।
I share my rice with my neighbour.	আমি প্রতিবেশীর সাথে ধান ভাগ করি।

খেলা

Listen and tell: «The mother hen has ten eggs. She sits on them for twenty-one days. Then nine chicks come out. She keeps them safe.» প্রশ্ন: «How many eggs?» «How many chicks?» «Who keeps them safe?»। তারপর **Heavy or light?** — দুই হাতে দুটি থলে: «Which is heavy?» পাল্লায় মেপে মিলানো।

প্রযুক্তি: ছবি দিয়ে নাম খোঁজা ৫%

১ ধানখেতে বা বাগানে একটি অচেনা পোকা, আগাছা বা ফুলের পরিষ্কার ছবি তোলো — কাছ থেকে, আলোয়, হাত না কাঁপিয়ে।

২ বড়রা ফোনের «ছবি দিয়ে খোঁজা» সুবিধায় ছবিটি দেবেন। ফোন কয়েকটি সম্ভাব্য নাম দেখাবে। সবসময় ঠিক হয় না!

৩ তাই যাচাই করো: ছবিটি তোমার «ওস্তাদ চাষি» বা বড়দের দেখাও — তাঁরা কী নাম বলেন? ফোন আর মানুষ, কে ঠিক বলল? খাতায় লেখো।

নিয়ম

ফোন যা বলে তা-ই সত্য নয় — যন্ত্র ভুল করে; অভিজ্ঞ মানুষের সাথে মিলিয়ে তবে বিশ্বাস। খোঁজার কাজ বড়রা করবেন; তুমি ছবি তুলবে ও ফল পড়বে। ফোনের কথায় কোনো অচেনা গাছ-ফল মুখে দেবে না।

অগ্রহায়ণ — আমার খাতা

আমার ধানের ফলন ও ছানার হিসাব

কী মাপলাম / গুনলাম	কত

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] বীজের জন্য সেরা গোছা বেছে আলাদা রাখতে
- [ ] কুলায় ধান ঝাড়তে (চেষ্টা)
- [ ] পাল্লায় কেজি-গ্রামে ওজন পড়তে
- [ ] ডিম বসানো থেকে ২১ দিন গুনে পরিকল্পনা করতে
- [ ] ফলন তিন ভাগ করে যোগ মিলাতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ৯ · শীতকাল

পৌষ

খুঁটি বাঁধি, লাল টমেটো তুলি

মধ্য ডিসেম্বর – মধ্য জানুয়ারি
রবি · সবজির ভরা মৌসুম

পৌষের সকালে ঘন কুয়াশা, কনকনে হিম। রোদ উঠতে উঠতে বেলা হয়ে যায়। সরিষা খেত হলুদ ফুলে ছাওয়া, খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি, ঘরে ঘরে পিঠা। তোমার মুরগির ছানারা মায়ের পিছু পিছু চিঁ চিঁ করে ঘুরছে।

আর বাগানে? আশ্বিনে যে চারাগুলো রোপণ করেছিলে, সেগুলো এখন কোমর-সমান। টমেটো গাছ ফলের ভারে হেলে পড়ছে, বেগুন গাছে বেগুনি ফুল আর চকচকে বেগুন, মরিচ গাছে সবুজ মরিচ ঝুলছে। এ মাসে তোমার কাজ গাছকে **সাহায্য করা** — খুঁটি দিয়ে দাঁড় করানো, বাড়তি ডাল ছাঁটা, পোকা থেকে বাঁচানো, আর ঠিক সময়ে ফল তোলা। ফলনও এখন সবচেয়ে বেশি — তাই এ মাসেই হাটে বসবে তোমার নিজের দোকান, আর শিখবে আসল হিসাব: **আয়, খরচ, লাভ**।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- টমেটো, বেগুন, মরিচ, শিম, কপি, মুলা, গাজর — ভরা মৌসুম
- সরিষা ফুল ও মৌমাছি; খেজুরের রস ও গুড়
- বোরো ধানের বীজতলা
- আলু গাছ বড় হচ্ছে; পেঁয়াজ-রসুনে সবুজ পাতা
- ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ

এ মাসে আমি শিখব

- টমেটো গাছে খুঁটি দিয়ে ঠিকভাবে বাঁধব
- বাড়তি ডাল ও রোগা পাতা ছাঁটব
- কোন ফল কখন তুলতে হয়, জানব
- হাটে দোকান চালিয়ে আয়-খরচ-লাভ লিখব
- ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যা; ১০-এর নামতা

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **টমেটো, বেগুন ও মরিচের যত্ন ও তোলা**
- **হাটে আমার দোকান — আয়, খরচ, লাভ**

প্রজেক্ট: টমেটো, বেগুন ও মরিচের যত্ন ও তোলা ফসল

কেন করব?

চারা রোপণ করলেই কাজ শেষ নয়। টমেটোর কাণ্ড নরম — ফলের ভারে ভেঙে পড়ে, ফল মাটিতে লেগে পচে যায়। গাছে বাড়তি ডাল বেশি হলে ফল ছোট হয়। বেগুনের ডগায় ও ফলে পোকা ঢোকে। যত্নশীল বাগানি এ সময় রোজ গাছের পাশে থাকেন। একই গাছ থেকে অযত্নে পাওয়া যায় এক ঝুড়ি, যত্নে পাওয়া যায় তিন ঝুড়ি!

যা যা লাগবে

বাঁশের খুঁটি — প্রতি টমেটো গাছে একটি (দেড় মিটার) · পাটের সুতলি · শুকনো খড় (মালচ) · কম্পোস্ট · ছাই ও নিমের পানি · ২টি ঝুড়ি ও নরম কাপড় · পাল্লা · লাল সুতা (বীজের ফল চিহ্ন দিতে)

ধাপে ধাপে কাজ

১ **খুঁটি পুঁতি:** প্রতিটি টমেটো গাছের গোড়া থেকে চার আঙুল দূরে একটি খুঁটি শক্ত করে পোঁতো — শিকড় বাঁচিয়ে। বড়রা ওপর থেকে চাপ দেবেন।

২ **«৪»-এর মতো বাঁধি:** সুতলি প্রথমে খুঁটিতে শক্ত গিঁট, তারপর কাণ্ডের চারপাশে **ঢিলা** ফাঁস — মাঝখানে একবার প্যাঁচ, বাংলা ৪ বা ইংরেজি 8-এর মতো। কাণ্ডে শক্ত বাঁধলে গাছ মোটা হওয়ার সময় কেটে যায়। প্রতি এক বিঘত পরপর একটি বাঁধন।

৩ **বাড়তি কুশি ভাঙি:** টমেটোর পাতার গোড়া আর কাণ্ডের কোণ থেকে ছোট ছোট নতুন ডাল বের হয়। নিচের দিকের এই কুশিগুলো ছোট থাকতেই আঙুলে চিমটি দিয়ে ভেঙে দাও। গাছে ২–৩টি প্রধান ডাল থাকবে — শক্তি যাবে ফলে।

৪ **নিচের পাতা ছাঁটি:** মাটি ছুঁয়ে থাকা হলুদ, দাগ-পড়া পাতা ছিঁড়ে ফেলো (গাদায় নয় — পুঁতে ফেলো)। গোড়ায় আলো-বাতাস গেলে রোগ কম হয়।

৫ **খাবার ও পানি:** ফুল আসার সময় প্রতি গাছে ২ মুঠো কম্পোস্ট, ওপরে মালচ। পানি দেবে গোড়ায়, পাতায় নয়; সকালে, ৩–৪ দিন পরপর। শীতে বেশি পানিতে গোড়া পচে।

৬ **বেগুনের পোকা:** বেগুনের কোনো ডগা হঠাৎ নেতিয়ে ঝুলে পড়লে বুঝবে ভেতরে পোকা ঢুকেছে। সেই ডগা ও ফুটো-ওয়ালা ফল ভেঙে পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলো (বড়দের সাথে)। সপ্তাহে একবার ছাই ও নিমের পানি।

৭ **ঠিক সময়ে তুলি: টমেটো** — ঘরে খেতে পুরো লাল; বেচতে হলে সবে রং ধরা (হলদে-গোলাপি) অবস্থায়, পথে পাকবে। **বেগুন** — চকচকে থাকতে, আঙুলে টিপলে একটু দেবে; ম্যাড়মেড়ে হলে বুড়ো। **মরিচ** — সবুজ ও শক্ত; কিছু লাল হতে দাও। বোঁটাসহ মুচড়ে বা কাঁচিতে (বড়রা)।

৮ **সাজাই ও বীজের ফল রাখি:** তোলা ফল ঝুড়িতে এক স্তরে রাখো, ওপরে চাপ নয়। কাপড়ে মুছে বড়-ছোট বাছো, ওজন করো। সবচেয়ে সুন্দর গাছের সবচেয়ে সুন্দর ২–৩টি ফলে লাল সুতা বেঁধে গাছেই রেখে দাও — ফাল্গুনের বীজ।

টমেটো, বেগুন ও মরিচের যত্ন ও তোলা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- খুঁটি-দেওয়া গাছ আর (পরীক্ষার জন্য) খুঁটি-ছাড়া একটি গাছ — ফলের অবস্থা তুলনা করো।
- কুশি ভাঙা গাছে ফল বড়, না কুশি-রাখা গাছে? সংখ্যায় কোনটি বেশি?
- টমেটো সবুজ → হলুদ → গোলাপি → লাল হতে কয় দিন লাগে?
- বেগুনের ফুলের রং কী? কোন ফুলে ফল হয়, কোনটি ঝরে যায়?
- কুয়াশার দিনে পাতায় কালো দাগ পড়ছে কি?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- প্রতিবার তোলার পর ওজন লেখো: টমেটো ___ গ্রাম, বেগুন ___টি, মরিচ ___ গ্রাম।
- মাস শেষে টমেটোর মোট ওজন যোগ করো — ১০০০ গ্রাম ছাড়ালে ১ কেজি!
- একটি গাছ থেকে এ মাসে কয়টি টমেটো? ১০টি গাছ থেকে তাহলে প্রায় কত? (১০-এর নামতা)
- কয়টি বেগুনে পোকা, কয়টি ভালো? ১০টির মধ্যে কত?

নিরাপত্তা

খুঁটির মাথা চোখের সমান উঁচুতে পড়লে বিপদ — দেড় মিটার খুঁটি তোমার মাথার ওপরে থাকবে; তবু মাথায় কাপড় বেঁধে দাও। টমেটো গাছের পাতা-ডাল ছাঁটার পর হাত সবুজ-আঠালো হয়; চোখে দেবে না, সাবানে ধোও। মরিচ তোলা হাত চোখে-মুখে নয়! বেগুনের বোঁটার কাঁটায় সাবধান। শীতে গরম কাপড়; কাঁচা খেজুরের রস খাবে না।

অভিভাবকের জন্য

দেশি টমেটো জাত সাধারণত লতানো-ঝাঁকড়া হয় বলে খুঁটি ও কুশি ছাঁটা বিশেষ কাজে দেয়; খাটো ঝোপালো জাতে কুশি ছাঁটার দরকার কম — গাছ দেখে সিদ্ধান্ত নিন। তুলনা-পরীক্ষার জন্য একটি গাছ খুঁটি ও ছাঁটাই ছাড়া রেখে দিন; পার্থক্য শিশু নিজ চোখে দেখুক। বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা বাংলাদেশে প্রধান সমস্যা; বিষ ছাড়া নিয়ন্ত্রণে আক্রান্ত অংশ নিয়মিত অপসারণই মূল। ঘন কুয়াশায় টমেটো-আলুতে মড়ক দেখা দিলে আক্রান্ত পাতা সরান ও কৃষি অফিসে পরামর্শ নিন।

প্রজেক্ট: হাটে আমার দোকান — আয়, খরচ, লাভ বাজার ও ব্যবসা

এতদিন তুমি বেচেছ বাঁধা ক্রেতার বাড়ি গিয়ে। এ মাসে ফলন বেশি — তাই বড়দের সাথে সত্যিকারের **হাটে** (বা পাড়ার মোড়ে) সপ্তাহে একদিন বসবে তোমার দোকান। অচেনা ক্রেতা, দরদাম, পাশের দোকানির সাথে পাল্লা — সব নতুন অভিজ্ঞতা। আর খাতায় আসবে তিনটি কলাম: আয়, খরচ, লাভ।

যা করব

১ **খরচের তালিকা:** হাটে যাওয়ার আগে লেখো এ সপ্তাহে কী কী খরচ হলো: ঠোঙা/ব্যাগ, সুতলি, হাটের খাজনা (থাকলে), ভ্যান ভাড়া। যে জিনিস নিজের (বীজ, সার) তার খরচ শূন্য — এটাই দেশি চাষের সুবিধা!

২ **পণ্য তৈরি:** হাটের দিন ভোরে তোলো, মুছো, বাছো। বড় ও সুন্দরগুলো «১ নম্বর», ছোট-দাগিগুলো «২ নম্বর» — দুই ঝুড়ি, দুই দাম।

৩ **মেপে প্যাকেট:** টমেটো আধা কেজি ও এক পোয়া করে আগেই মেপে ঠোঙায় ভরো। মরিচ ছোট ভাগা (ঢিবি) করে। তাতে বেচার সময় তাড়াতাড়ি হয়।

৪ **দোকান সাজাই:** পরিষ্কার চট, সামনে সুন্দর ফল, দাম-লেখা কার্ড, তোমার দোকানের নাম। দাঁড়িপাল্লা বা পাল্লা সমান জায়গায়।

৫ **বেচি:** সালাম, হাসিমুখ। ক্রেতা দর কমাতে চাইলে নরম গলায় বলো তোমার দাম কেন ঠিক — «বিষ ছাড়া, আজ ভোরে তোলা»। শেষ বেলায় যা থাকে, কম দামে ছেড়ে দাও বা বিলিয়ে দাও — ফেরত এনে নষ্ট নয়।

৬ **ফেরত দিই:** ক্রেতা ১০০ টাকা দিলেন, দাম ৬০ — ফেরত কত? ৬০ থেকে গুনে গুনে ১০০ পর্যন্ত ওঠো: ৭০, ৮০, ৯০, ১০০ — চারটি দশ = ৪০ টাকা।

৭ **সন্ধ্যার হিসাব:** মোট আয় গোনো। মোট খরচ বাদ দাও। যা থাকল = **লাভ**। খাতার তিন কলামে লেখো। তারপর লাভ তিন কৌটায়।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

হাটে আমার দোকান — আয়, খরচ, লাভ ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- পাশের দোকানি একই টমেটো ৫ টাকা কমে দিচ্ছেন। তুমি কী করবে — দাম কমাবে, নাকি অন্য কিছু?
- আজ আয় ৩০০ টাকা, খরচ ৫০ টাকা। লাভ কত? খরচ ৩৫০ হলে কী হতো — তাকে কী বলে?
- দিন শেষে ১০টি টমেটো রয়ে গেল। কী কী করা যায়, যাতে নষ্ট না হয়?

নিরাপত্তা

হাটে সবসময় বড়দের পাশে; দোকান ছেড়ে একা কোথাও নয়, অচেনা কারও সাথে নয়। টাকার কৌটা বড়দের কাছে। ভিড়ে গরু-ভ্যান-মোটরসাইকেল থেকে দূরে। দাঁড়িপাল্লার বাটখারা পায়ে পড়লে ব্যথা — সাবধানে।

অভিভাবকের জন্য

হাটে বসা সম্ভব না হলে বাড়ির সামনে বা মসজিদ-মাঠের পাশে সাপ্তাহিক ছোট দোকান একই কাজ দেবে। খাজনা, দরদাম, প্রতিযোগিতা ও অবিক্রীত মাল — চারটি নতুন বাস্তবতা আসবে; শিশুকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন, পরে বাড়িতে আলোচনা করুন। «ক্ষতি» শব্দটিও এ মাসে পরিচয় করান। ফেরত দেওয়ার «গুনে ওঠা» পদ্ধতি বিয়োগের চেয়ে সহজ ও দোকানিদের প্রচলিত — এটিই শেখান। মাপে সামান্য বেশি দেওয়ার অভ্যাস লক্ষ করুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

পৌষ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — খুঁটি ও বাঁধন

দিন ১	টমেটোর প্রতি গাছে খুঁটি পুঁতি	☐
দিন ২	«৪»-এর মতো ঢিলা বাঁধন দিই	☐
দিন ৩	নিচের কুশি ভাঙি; হলুদ পাতা ছাঁটি	☐
দিন ৪	কম্পোস্ট ও মালচ দিই; গোড়ায় পানি	☐
দিন ৫	ছানাদের খুদ-পানি; গুনি; ঝাঁপি দিয়ে ঢাকি	☐

ইসলামি: সূরা ইনশিরাহ শোনা ও প্রথম ৪ আয়াত। নতুন কাপড় পরার শোকর।

ইংরেজি: tie, stick — «Tie the plant to the stick.»

প্রযুক্তি: বড়দের সাথে স্প্রেডশিটে তিন কলামের ছক দেখা: আয়, খরচ, লাভ।

সপ্তাহ ২ — প্রথম হাট

দিন ১	বেগুনের নেতানো ডগা খুঁজে ভাঙি; ছাই-নিমের পানি	☐
দিন ২	খরচের তালিকা লিখি; ঠোঙা বানাই	☐
দিন ৩	ভোরে তুলি, বাছি (১ নম্বর/২ নম্বর), মেপে প্যাকেট করি	☐
দিন ৪	হাটে দোকান বসাই; বেচি, ফেরত দিই	☐
দিন ৫	আয় − খরচ = লাভ; তিন কৌটায় ভাগ	☐

ইসলামি: সূরা ইনশিরাহ ৫ম–৮ম আয়াত। «কষ্টের সাথেই স্বস্তি» আয়াত।

ইংরেজি: red, round — «A red, round tomato.»

প্রযুক্তি: স্প্রেডশিটে প্রথম হাটের সংখ্যা বসানো (বড়রা টাইপ করবেন, তুমি বলবে)।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

পৌষ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — রোজকার যত্ন

দিন ১	দুই দিন পরপর তুলি; প্রতিবার ওজন লিখি	☐
দিন ২	বীজের জন্য সেরা ফলে লাল সুতা বাঁধি	☐
দিন ৩	আলুর ভেলি দেখি; বেরিয়ে থাকা আলু মাটি দিয়ে ঢাকি	☐
দিন ৪	শিম ও শাক তুলি; ফাঁকা জায়গায় আবার শাক বুনি	☐
দিন ৫	দ্বিতীয় হাট; খাতার তিন কলাম	☐

ইসলামি: «শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে মজুরি দাও» হাদিস। নামাজ: দরুদ শেখা শুরু।

ইংরেজি: customer, change — «Here is your change.»

প্রযুক্তি: স্প্রেডশিট নিজে যোগ করে দেয় — দেখা; নিজের হাতের যোগের সাথে মিলানো।

সপ্তাহ ৪ — শীতের হিসাব

দিন ১	মাসের মোট টমেটো (গ্রাম → কেজি) যোগ করি	☐
দিন ২	খুঁটি-ছাড়া গাছের সাথে তুলনা করে লিখি	☐
দিন ৩	ছানা ৪ সপ্তাহে কয়টি টিকল; হিসাব করি	☐
দিন ৪	তৃতীয় হাট; মাসের মোট আয়, খরচ, লাভ	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; গরিব প্রতিবেশীকে সবজি ও পিঠা	☐

ইসলামি: সূরা ইনশিরাহ একা বলা। ১০-এর নামতা; তসবিহ ৩৩ বার গুনে পড়া।

ইংরেজি: profit, please + ঝালাই। «Two bags, please.»

প্রযুক্তি: তিন হাটের লাভ পাশাপাশি দেখে বলা: কোন হাটে সবচেয়ে বেশি?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

পৌষ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ইনশিরাহ (আলাম নাশরাহ)

৮ আয়াত। আল্লাহ নবীজি ﷺ-এর বুক প্রশস্ত করেছেন, বোঝা নামিয়েছেন, মর্যাদা উঁচু করেছেন। «নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি» — দুইবার বলা হয়েছে।

এ মাসের দোয়া

কঠিন কাজ সহজ হওয়ার দোয়া

আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা, ওয়া আনতা তাজআলুল হাযনা ইযা শি'তা সাহলা

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেন, তা ছাড়া কিছুই সহজ নয়; আর আপনি চাইলে কঠিনকেও সহজ করে দেন। (ইবনে হিব্বান)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর আগেই মজুরি দিয়ে দাও।»

ভাবার্থ — সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৪৩

গল্প ও ভাবনা

পৌষের ভোরে হাটে যেতে হয় অন্ধকার থাকতে। কনকনে শীত, কুয়াশায় হাত জমে যায়, ভারী ঝুড়ি বইতে হয়। কখনো হাটে গিয়ে দেখবে সবার টমেটো তোমার চেয়ে বড়; কখনো সারা দিন বসেও অর্ধেক বিক্রি হবে না। মন খারাপ হবে। তখন সূরা ইনশিরাহর এই কথা মনে কোরো — আল্লাহ দুইবার বলেছেন: «নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে»। আশ্বিনে নাজুক চারা রোপণের কষ্ট ছিল, আজ তার ফল ঝুড়ি ভরে। আর সূরার শেষে আল্লাহ বলেছেন: «যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) পরিশ্রম করো, আর তোমার রবের দিকেই মন দাও।» হাট থেকে ফিরে ক্লান্ত লাগবে; তবু নামাজ বাদ নয়। এ মাসে হয়তো কেউ তোমার দোকানে ঝুড়ি বয়ে দেবে, ভ্যান চালাবে। তার পাওনা সাথে সাথে মিটিয়ে দিয়ো — নবীজি ﷺ বলেছেন, ঘাম শুকানোর আগেই।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- কঠিন কাজের আগে দোয়া করি; হাল ছাড়ি না — কষ্টের সাথেই স্বস্তি।
- যে আমার কাজ করে দেয়, তার পাওনা দেরি না করে দিই; «জাযাকাল্লাহ» বলি।
- ব্যস্ত দিনেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো; হাটে আজান হলে দোকান ঢেকে নামাজ।
- নামাজ: দরুদে ইবরাহিম শিখি — রোজ এক লাইন।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

tie বাঁধা	**stick** খুঁটি / কাঠি	**red** লাল	**round** গোল
customer ক্রেতা	**change** ফেরত টাকা	**profit** লাভ	**please** দয়া করে

Tie the plant to the stick.	গাছটি খুঁটিতে বাঁধো।
Here is your change.	এই নিন আপনার ফেরত টাকা।
Fresh red tomatoes! Come, please!	তাজা লাল টমেটো! আসুন!

খেলা

Listen and tell: «A customer comes to my shop. She wants red tomatoes. I give her one bag. She gives me one hundred taka. I give her forty taka change.» প্রশ্ন: «What does she want?» «How much change?»। তারপর **Shop play** — গত বছরের সংলাপে নতুন লাইন যোগ: «Anything else?» — «No, thank you.» — «Here is your change.»

প্রযুক্তি: হিসাবের ছক — স্প্রেডশিট দেখা ৫%

১ বড়রা ফোন বা কম্পিউটারে একটি স্প্রেডশিট খুলে চার কলাম বানাবেন: তারিখ, আয়, খরচ, লাভ। এ তোমার কাগজের খাতারই যন্ত্র-রূপ।

২ প্রতি হাটের পর তুমি সংখ্যা বলবে, বড়রা বসাবেন। তুমি পর্দায় আঙুল রেখে মিলিয়ে দেখবে — ঠিক ঘরে ঠিক সংখ্যা গেল কি?

৩ দেখো যন্ত্র কীভাবে নিজে যোগ করে «মোট» দেখায়। তোমার হাতে করা যোগের সাথে মিলাও। না মিললে — কে ভুল করল, তুমি না টাইপ?

নিয়ম

কাগজের খাতা আগে, যন্ত্র পরে — সবসময়। যন্ত্রে যে সংখ্যা ঢোকে তা মানুষই দেয়; ভুল সংখ্যা দিলে যন্ত্রও ভুল বলবে। ছক দেখা শেষ হলে নিজেই বন্ধ করে ফেরত দাও।

পৌষ — আমার খাতা

হাটের খাতা — আয়, খরচ, লাভ

তারিখ	কী কী বেচলাম	আয় (টাকা)	খরচ (টাকা)	লাভ (টাকা)	সদকা দিয়েছি ✔

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] খুঁটি পুঁতে ঢিলা ফাঁসে টমেটো গাছ বাঁধতে
- [ ] বাড়তি কুশি ও রোগা পাতা ছাঁটতে
- [ ] টমেটো, বেগুন, মরিচ ঠিক অবস্থায় তুলতে
- [ ] ১০০ টাকা থেকে গুনে ফেরত দিতে
- [ ] আয় − খরচ = লাভ লিখতে

অভিভাবকের মন্তব্য

খুঁটিতে বাঁধা, ফলে ভরা তোমার টমেটো গাছটি আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ১০ · শীতকাল

মাঘ

মাটির নিচের গুপ্তধন

মধ্য জানুয়ারি – মধ্য ফেব্রুয়ারি
রবি · আলু তোলা

মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে! বছরের সবচেয়ে ঠান্ডা সময়। ভোরে কুয়াশায় ঢাকা মাঠ, দুপুরে মিষ্টি রোদ। চাষিরা বোরো ধানের চারা রোপণ করছেন, সরিষা কাটছেন। তোমার টমেটো-বেগুন এখনো ফল দিচ্ছে, মাচায় শিম।

কার্তিকে তুমি বেডে আলু পুঁতেছিলে। তিন মাস ধরে শুধু সবুজ পাতা দেখেছ; মাটির নিচে কী হচ্ছে, দেখোনি। এখন গাছগুলো হলুদ হয়ে শুয়ে পড়ছে। অনেকে ভাববে গাছ মরে যাচ্ছে। কিন্তু চাষি জানেন — এ হলো সংকেত: **মাটির নিচে গুপ্তধন তৈরি!** এ মাসে তুমি সেই ধন খুঁড়ে তুলবে। তবে তোলার চেয়েও বড় কাজ হলো **রেখে দেওয়া** — যাতে মাসের পর মাস ভালো থাকে। আর পুকুর পাড়ে গিয়ে শিখবে পানি পরীক্ষার এক দেশি কৌশল।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আলু তোলার মৌসুম; হিমাগারে ও ঘরে আলু রাখা
- বোরো ধান রোপণ; সরিষা কাটা ও মাড়াই
- টমেটো, বেগুন, শিম, কপি, গাজর — ভরা সময়
- পেঁয়াজ-রসুনের কন্দ মোটা হচ্ছে
- কুল পাকে; আম গাছে মুকুল

এ মাসে আমি শিখব

- আলু তোলার সঠিক সময় চিনব
- না কেটে, না থেঁতলে আলু তুলব
- বেছে তিন দলে ভাগ করে সংরক্ষণ করব
- পুকুরের পানি ভালো কি না পরীক্ষা করব
- কেজি-গ্রামে যোগ; ভাগের ধারণা

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **আলু তোলা, বাছাই ও সংরক্ষণ**
- **পুকুরের পানি পরীক্ষা ও শীতের মাছ**

প্রজেক্ট: আলু তোলা, বাছাই ও সংরক্ষণ ফসল

কেন করব?

ফসল ফলানো অর্ধেক কাজ; বাকি অর্ধেক হলো ঠিকমতো রাখা। বাংলাদেশে প্রতি বছর অনেক ফসল নষ্ট হয় শুধু ঠিকভাবে না রাখার কারণে। আর মনে আছে কার্তিকের দামের রহস্য? তোলার মৌসুমে আলুর দাম সবচেয়ে কম। যে চাষি আলু কয়েক মাস ভালো রাখতে পারেন, তিনি নিজে সারা বছর খান, আর দাম বাড়লে বেচেন। **সংরক্ষণ জানা মানে নিজের হাতে সময়কে ধরে রাখা।**

যা যা লাগবে

কার্তিকে লাগানো আলুর বেড · খুরপি · ৩টি ঝুড়ি · পরিষ্কার চট · পাল্লা · বাঁশের মাচা বা তাক; শুকনো বালু · চটের বস্তা বা বাঁশের ডোল · শুকনো নিম পাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১ **সময় চিনি:** রোপণের প্রায় ৯০ দিন পর আলু গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে শুয়ে পড়ে। একটি গাছের গোড়া খুঁড়ে একটি আলু তোলো; বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষো — **খোসা না উঠলে** আলু পাকা।

২ **পানি বন্ধ, গাছ কাটা:** তোলার ৭–১০ দিন আগে থেকে সেচ একদম বন্ধ। বড়রা গাছগুলো গোড়া থেকে কেটে দেবেন। এতে আলুর খোসা শক্ত হয়, বেশি দিন টেকে।

৩ **খুঁড়ে তুলি:** রোদ-ঝলমল শুকনো দিনে। খুরপি ভেলির **পাশ থেকে**, গাছের গোড়া থেকে এক বিঘত দূরে ঢুকিয়ে চাড় দাও — ওপর থেকে কোপ দিলে আলু কেটে যাবে। মাটি আলগা হলে হাত দিয়ে খুঁজে খুঁজে তোলো। গুপ্তধন-খোঁজা খেলা!

৪ **গাছ-প্রতি গুনি:** প্রথম ৫টি গাছের আলু আলাদা আলাদা রাখো ও গোনো — একটি বীজ-আলু থেকে কয়টি হলো? তারপর বাকিগুলো।

৫ **শুকাই — রোদে নয়, ছায়ায়:** আলু ধোবে না! গায়ের মাটি হাত দিয়ে আলতো ঝেড়ে ছায়ায় চটের ওপর পাতলা করে ছড়িয়ে ৫–৭ দিন রাখো। রোদে রাখলে সবুজ হয়ে বিষাক্ত হয়।

৬ **তিন দলে বাছি:** (১) **বড় ও নিখুঁত** — খাওয়া ও বিক্রির জন্য। (২) **ছোট, নিখুঁত, ডিমের মতো** — আগামী বছরের বীজ। (৩) **কাটা, থেঁতলানো, পোকা-খাওয়া** — এ সপ্তাহেই খেয়ে ফেলতে হবে; একটি পচা আলু পুরো ঝুড়ি নষ্ট করে। সবুজ আলু ফেলে দাও।

৭ **ওজন করি:** তিন দল আলাদা মাপো, যোগ করো। মোট ফলন কত কেজি? বীজ দিয়েছিলে কত?

৮ **সংরক্ষণ করি:** ঘরের ঠান্ডা, অন্ধকার, বাতাস-চলা কোণে বাঁশের মাচায় বা মেঝেতে শুকনো বালু বিছিয়ে তার ওপর আলু — দুই-তিন স্তরের বেশি নয়। ওপরে শুকনো নিম পাতা। বীজ-আলু আলাদা ডোলে। **প্রতি ১৫ দিনে একবার** উল্টে-পাল্টে পচা আলু বেছে ফেলো।

আলু তোলা, বাছাই ও সংরক্ষণ খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- সবচেয়ে বেশি আলু কোন গাছে — যার কাণ্ড বেশি ছিল, নাকি কম?
- আলু গাছের শিকড়ের কোথায় ধরে? বীজ-আলুটির কী দশা হয়েছে?
- ভেলি উঁচু ছিল যেখানে আর নিচু ছিল যেখানে — সবুজ আলু কোথায় বেশি?
- খুরপিতে কয়টি আলু কাটা পড়ল? পরের বার কী করলে কম কাটবে?
- ১৫ দিন পর ঝুড়িতে কয়টি পচা পেলে? সেগুলো কোন দলের ছিল?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ৫টি গাছের আলু: ___, ___, ___, ___, ___। সবচেয়ে বেশি কত, সবচেয়ে কম কত?
- মোট ফলন ___ কেজি ___ গ্রাম = বড় ___ + বীজ ___ + খারাপ ___।
- বীজ-আলু বসিয়েছিলে ___টি; পেলে ___টি। একটি থেকে গড়ে প্রায় কয়টি?
- পরিবার সপ্তাহে ২ কেজি আলু খেলে তোমার আলুতে কয় সপ্তাহ চলবে?

নিরাপত্তা

সবুজ আলু, আলুর অঙ্কুর ও গাছের সবুজ ফল বিষাক্ত — খাবে না, মুরগিকেও দেবে না। খুরপিতে চাড় দেওয়ার সময় অন্য হাত ও পা দূরে। পচা আলুর গন্ধ ও রস থেকে হাত ধোও। মাটির নিচে পোকা, কেঁচো, কখনো বিছা থাকতে পারে — আগে খুরপি, পরে হাত।

অভিভাবকের জন্য

দেশি পদ্ধতিতে ঘরে আলু ৩–৪ মাস ভালো রাখা যায় যদি তিনটি শর্ত মানা হয়: পাকা ও শুকনো-খোসা আলু, অন্ধকার-ঠান্ডা-বাতাসযুক্ত জায়গা এবং নিয়মিত বাছাই। গরম পড়লে অঙ্কুর গজাবে; তখন বীজ-আলু বাদে বাকি দ্রুত ব্যবহার বা বিক্রি করুন (বীজ-আলু কার্তিক পর্যন্ত ঘরে টেকানো কঠিন — অনেক চাষি হিমাগারে রাখেন বা নতুন বীজ নেন; এই বাস্তবতাও বলুন)। «একটি পচা আলু পুরো ঝুড়ি নষ্ট করে» — সঙ্গদোষের উপমাটি কাজে লাগাতে পারেন। পেঁয়াজ-রসুন তোলা হবে ফাল্গুন–চৈত্রে, পাতা হলুদ হয়ে ঘাড় ভেঙে পড়লে।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: পুকুরের পানি পরীক্ষা ও শীতের মাছ মাছ

শ্রাবণে তুমি চাড়িতে মাছের খাবার বানিয়েছ, বাড় মেপেছ। এবার আসল পুকুরে মাছচাষির সবচেয়ে জরুরি কাজটি শিখবে — **পানি দেখা**। মাছ থাকে পানিতে; পানি ভালো তো মাছ ভালো। ভালো মাছচাষি রোজ সকালে পুকুরের রং দেখেই বলে দেন মাছ কেমন আছে।

যা করব

১ **পানি-মাপা লাঠি বানাই:** এক মিটার লম্বা একটি সোজা লাঠির মাথায় বড়রা একটি সাদা প্লাস্টিকের ঢাকনা বা টিনের থালা পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দেবেন। তুমি লাঠির গায়ে স্কেল ধরে ১০, ২০, ৩০… সেন্টিমিটারের দাগ দাও।

২ **পরীক্ষা করি:** সকাল ১০টার দিকে বড়দের হাত ধরে ঘাটে দাঁড়াও। বড়রা লাঠিটি খাড়া করে পানিতে নামাবেন। সাদা থালাটি ঠিক যখন আর দেখা যায় না, সেখানে থামো — পানির ওপরের দাগ কত?

৩ **ফল বুঝি:** থালা **২৫–৪০ সেমিতে** হারালে — পানি হালকা সবুজ, মাছের প্রাকৃতিক খাবার ঠিক আছে; খুব ভালো। **২০ সেমির কমে** হারালে — পানি বেশি ঘন-সবুজ; খাবার-সার বন্ধ। **৫০ সেমির বেশি** নামলেও দেখা গেলে — পানি বেশি পরিষ্কার, খাবার কম; গোবর-সার দরকার।

৪ **ভোরের পরীক্ষা:** খুব ভোরে (বড়দের সাথে) দেখো মাছ পানির ওপরে মুখ তুলে খাবি খাচ্ছে কি না। খেলে বুঝবে পানিতে বাতাস (অক্সিজেন) কম — চাষি তখন বাঁশ দিয়ে পানি পেটান বা সাঁতরে ঢেউ তোলেন।

৫ **শীতে মাছ কম খায়:** চাষিকে জিজ্ঞেস করো শীতে মাছকে কতটা খাবার দেন। ঠান্ডায় মাছ নড়াচড়া কম করে, খায়ও কম — তাই খাবার অর্ধেক।

৬ **জাল টানা দেখি:** শীতে পানি কমে; জাল টানার দিনে যাও। মাছ বাছাই ও ওজন দেখো। একটি রুই বা কাতলার ওজন কত? কেজি কত টাকা? পাড়ে দাঁড়িয়ে হিসাব করো।

৭ **পাড়ের সবজি:** পুকুর পাড়ে চাষি কী কী লাগিয়েছেন — লাউ, শিম, পেঁপে, কলা? পাড়ের মাটি সবসময় ভেজা ও উর্বর। তোমাদের পাড়ে একটি মাদা করার পরিকল্পনা করো।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

পুকুরের পানি পরীক্ষা ও শীতের মাছ ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- পানি সবুজ হয় কেন? (পানিতে খুব ছোট ছোট সবুজ কণা জন্মায় — মাছের খাবার।)
- গোবর দিলে পানি সবুজ হয়, আবার বেশি দিলে মাছ মরে। সব কিছুরই কি একটা «ঠিক পরিমাণ» আছে?
- পুকুরে মাছ, পাড়ে সবজি, পানিতে হাঁস — কে কাকে সাহায্য করে? তীর দিয়ে এঁকে দেখাও।

নিরাপত্তা

পুকুরের সব কাজ বড়দের হাত ধরে, পাকা ঘাট বা সমান পাড় থেকে — ঢালু, পিচ্ছিল পাড়ে নয়। লাঠি নামাবেন বড়রা; তুমি দাগ পড়বে। শীতের ভোরে পানির পাশে গরম কাপড়। জাল টানার সময় দড়ি ও জেলেদের পথ থেকে দূরে। পুকুরের পানি মুখে দেবে না।

অভিভাবকের জন্য

সাদা থালা-লাঠিটি মাছচাষিদের প্রচলিত «সেক্কি ডিস্ক» পদ্ধতির ঘরোয়া রূপ; অনেক চাষি একই কাজ করেন কনুই পর্যন্ত হাত ডুবিয়ে। সীমার সংখ্যাগুলো (২৫–৪০ সেমি) সাধারণ নির্দেশক — উপজেলা মৎস্য অফিস (হেল্পলাইন ১৬১২৬) থেকে আপনার পুকুরের জন্য পরামর্শ নিন। শিশুর জন্য শিক্ষা তিনটি: পানি মাপা যায়, মাপ দেখে সিদ্ধান্ত বদলায়, আর «বেশি ভালো নয় — ঠিক পরিমাণ ভালো»। এ বছরও সাঁতার শেখানো চালিয়ে যান।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

মাঘ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — পাকল কি?

দিন ১	আলু গাছ হলুদ হলো কি দেখি; একটি তুলে খোসা ঘষে পরীক্ষা	☐
দিন ২	সেচ বন্ধ করি; তোলার দিন ক্যালেন্ডারে ঠিক করি	☐
দিন ৩	টমেটো-বেগুন তুলি, ওজন লিখি; বাঁধন ঠিক করি	☐
দিন ৪	পানি-মাপা লাঠি বানাই; সেন্টিমিটারের দাগ দিই	☐
দিন ৫	সংরক্ষণের জায়গা ঠিক করি: মাচা, বালু, ডোল	☐

ইসলামি: সূরা দুহা শোনা ও প্রথম ৫ আয়াত। নতুন চাঁদ ও মাসের শুরুতে দোয়া।

ইংরেজি: dig, deep — «Dig carefully.»

প্রযুক্তি: রান্নাঘরের ডিজিটাল পাল্লায় «শূন্য করা» (টেয়ার) বোতাম চেনা।

সপ্তাহ ২ — গুপ্তধন তোলা

দিন ১	বড়দের গাছ কাটা দেখি; ৫টি গাছ চিহ্ন দিই	☐
দিন ২	পাশ থেকে খুরপি চালিয়ে আলু তুলি; ৫ গাছের আলু গুনি	☐
দিন ৩	বাকি আলু তুলি; ছায়ায় চটে ছড়াই	☐
দিন ৪	পুকুরে পানি পরীক্ষা করি (বড়দের সাথে); দাগ লিখি	☐
দিন ৫	সাপ্তাহিক হাট; আয়-খরচ-লাভ	☐

ইসলামি: সূরা দুহা ৬ষ্ঠ–১১শ আয়াত। ইউসুফ (আ.)-এর শস্য জমানোর গল্প।

ইংরেজি: sort, sack — «Sort the potatoes.»

প্রযুক্তি: খালি ঝুড়ি পাল্লায় রেখে শূন্য করা, তারপর আলু মাপা — শুধু আলুর ওজন।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

মাঘ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — বাছাই ও ওজন

দিন ১	আলু তিন দলে বাছি: বড়, বীজ, খারাপ	☐
দিন ২	তিন দল ওজন করি; যোগ করে মোট ফলন লিখি	☐
দিন ৩	মাচায় বালু বিছিয়ে আলু সাজাই; নিম পাতা দিই	☐
দিন ৪	বীজ-আলু আলাদা ডোলে রাখি; লেবেল দিই	☐
দিন ৫	খারাপ দলের আলু দিয়ে ভর্তা/তরকারি; প্রতিবেশীকে দিই	☐

ইসলামি: «কিয়ামত এলেও হাতের চারা রোপণ করো» হাদিস। নামাজ: দরুদ পুরোটা বড়দের সাথে।

ইংরেজি: cool, dark — «Keep it cool and dark.»

প্রযুক্তি: পাল্লায় ২৫০, ৫০০, ১০০০ গ্রাম মেপে চেনা: পোয়া, আধা কেজি, এক কেজি।

সপ্তাহ ৪ — খালি বেড, নতুন ভাবনা

দিন ১	আলু-তোলা বেডে কম্পোস্ট মিশিয়ে ডাঁটা/লাল শাক বুনি	☐
দিন ২	জাল টেনে মাছ ধরা দেখি; মাছের ওজন ও দাম লিখি	☐
দিন ৩	ছানারা কত বড় হলো; মোরগ-মুরগি চেনা যায় কি	☐
দিন ৪	আম গাছে মুকুল দেখি; পেঁয়াজ-রসুনে আগাছা তুলি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; ১৫ দিন পর আলু বাছাইয়ের তারিখ লিখি	☐

ইসলামি: সূরা দুহা একা বলা। এতিম ও সাহায্যপ্রার্থীর সাথে ব্যবহার।

ইংরেজি: clear, floor + ঝালাই। «The water is clear.»

প্রযুক্তি: পাল্লায় মেপে আধা কেজির ৩টি প্যাকেট বানানো; মোট কত?

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

মাঘ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আদ-দুহা

১১ আয়াত। আল্লাহ নবীজি ﷺ-কে ছেড়ে যাননি; তিনি তাঁকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, অভাবী পেয়ে সচ্ছল করেছেন। তাই এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিয়ো না, আর রবের নিয়ামতের কথা বলো।

এ মাসের দোয়া

বরকতের দোয়া

আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা রাযাকতানা

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যে রিজিক দিয়েছেন, তাতে বরকত দিন।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যদি কিয়ামত এসে যায়, আর তোমাদের কারও হাতে একটি চারা থাকে, তবে সম্ভব হলে সে যেন তা রোপণ করে দেয়।»

ভাবার্থ — মুসনাদে আহমাদ; আল-আদাবুল মুফরাদ

গল্প ও ভাবনা

অনেক অনেক আগে মিসরে ছিলেন নবী ইউসুফ (আ.)। সে দেশের রাজা একটি স্বপ্ন দেখলেন, আর ইউসুফ (আ.) তার অর্থ বলে দিলেন: সামনে সাত বছর খুব ভালো ফসল হবে, তারপর সাত বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ। তিনি পরামর্শ দিলেন — ভালো বছরগুলোতে যা ফলবে, খাওয়ার সামান্যটুকু বাদে বাকি শস্য **শিষের ভেতরেই রেখে** জমিয়ে রাখো (সূরা ইউসুফ: ৪৭)। শিষে রাখলে দানা বেশি দিন ভালো থাকে — এ ছিল সংরক্ষণের কৌশল! রাজা তাঁকে শস্যভান্ডারের দায়িত্ব দিলেন; কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী। তাঁর পরিকল্পনায় পুরো দেশ দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচল, আশেপাশের দেশের মানুষও এসে শস্য পেল। দেখো, ফসল ঠিকমতো রাখতে জানা কত বড় জ্ঞান — একজন নবী এ কাজ করেছেন! তুমি আজ মাচায় আলু সাজিয়ে সেই কাজই শিখছ: সুদিনে জমাও, দুর্দিনে নিজে খাও ও অন্যকে দাও।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ভালো সময়ে জমাই, যাতে কঠিন সময়ে নিজে চলতে ও অন্যকে দিতে পারি।
- এতিম ও অভাবী শিশুর সাথে নরম ব্যবহার করি; কেউ চাইলে ধমক দিই না।
- আল্লাহর নিয়ামতের কথা বলি — অহংকারে নয়, শোকরে।
- নামাজ: দরুদ শিখছি। মাসের শেষে চার রাকাত ফরজ নিজে পড়ার চেষ্টা।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

dig খোঁড়া	**deep** গভীর	**sort** বাছাই করা	**sack** বস্তা
cool ঠান্ডা	**dark** অন্ধকার	**clear** স্বচ্ছ / পরিষ্কার	**floor** মেঝে

Dig from the side.	পাশ থেকে খোঁড়ো।
Keep the potatoes cool and dark.	আলু ঠান্ডা ও অন্ধকারে রাখো।
Is the water clear or green?	পানি স্বচ্ছ, নাকি সবুজ?

খেলা

Listen and tell: «I dig the soil. I find five potatoes. Three are big. Two are small. I keep the small ones for seed.» প্রশ্ন: «How many potatoes?» «Which ones do I keep for seed?»। তারপর **Sorting game** — আলু বাছতে বাছতে প্রতিটির জন্য বলা: «Big!» / «Small!» / «Bad!»; শেষে «How many big potatoes?»

প্রযুক্তি: ডিজিটাল পাল্লা — শূন্য করা ও গ্রাম-কেজি ৫%

১. পাল্লা সমান, শক্ত জায়গায় রাখো। পর্দায় ০ দেখাচ্ছে? না দেখালে «শূন্য/টেয়ার» বোতাম চাপো।

২. খালি ঝুড়ি পাল্লায় রাখো — সংখ্যা উঠল। এবার «শূন্য» চাপো — আবার ০! এখন ঝুড়িতে আলু দিলে শুধু আলুর ওজন দেখাবে, ঝুড়ির নয়।

৩. ১০০০ গ্রাম = ১ কেজি। ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১০০০ গ্রাম আলু মেপে তিনটি ঢিবি বানাও; হাতে তুলে ওজনটা অনুভব করো। পরে চোখ বুজে বলো কোনটি কত।

নিয়ম

পাল্লার সর্বোচ্চ ওজনের বেশি চাপাবে না (গায়ে লেখা থাকে) — নষ্ট হয়ে যায়। ভেজা বা কাদামাখা জিনিস সরাসরি নয়, পাত্রে। ব্যবহার শেষে মুছে, বন্ধ করে জায়গায়।

মাঘ — আমার খাতা

আলুর ফলন ও সংরক্ষণের খাতা

কী মাপলাম / গুনলাম	কত

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] খোসা ঘষে আলু পাকা কি না পরীক্ষা করতে
- [ ] পাশ থেকে খুঁড়ে না কেটে আলু তুলতে
- [ ] আলু তিন দলে বেছে আলাদা রাখতে
- [ ] সাদা থালা-লাঠিতে পানির দাগ পড়ে ফল বলতে
- [ ] পাল্লা শূন্য করে গ্রাম-কেজিতে মাপতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

মাস ১১ · বসন্তকাল

ফাল্গুন

ভেজা ফলের বীজ, বীজের মেলা

মধ্য ফেব্রুয়ারি – মধ্য মার্চ
রবি ফসল তোলা · বীজ রাখা

ফাল্গুনে বসন্ত এসেছে। গাছে নতুন পাতা, শিমুল-পলাশে আগুন-রঙা ফুল, কোকিলের ডাক। আম গাছ মুকুলে ছাওয়া। দিন বড় হচ্ছে, রোদ তেজি হচ্ছে। তোমার টমেটো-বেগুন গাছ এখন ক্লান্ত — শেষ দিকের ফল দিচ্ছে।

গত বছর তুমি শিখেছিলে **শুকনো** বীজ রাখা: শিম, মুলা, ধনিয়া — গাছে শুকিয়ে ঝুনঝুন করলে তুলে বয়ামে। কিন্তু টমেটো? বেগুন? লাউ-কুমড়া? এদের বীজ থাকে **রসালো ফলের ভেতরে**, পিচ্ছিল আঠায় মোড়া। এদের রাখার কৌশল একদম আলাদা — আর বেশ মজার! এ মাসে তোমার বীজ ব্যাংক দ্বিগুণ হবে। আর শুধু জমানো নয়: এ মাসে তুমি বীজ **বদল করবে ও বেচবে** — বসাবে একটি ছোট্ট বীজের মেলা।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- পেঁয়াজ, রসুন, মসুর, ছোলা, গম, সরিষা তোলা
- চাষিরা শীতের সবজির বীজ সংগ্রহ করেন
- বোরো ধানের খেত গাঢ় সবুজ
- আগাম ডাঁটা, ঢেঁড়স, করলা, লাউ-কুমড়া বোনা শুরু
- আম-লিচুর মুকুল; পুকুর শুকিয়ে মাছ ধরা

এ মাসে আমি শিখব

- টমেটোর বীজ পচিয়ে-ধুয়ে সংগ্রহ করব
- বেগুন, মরিচ ও কুমড়ার বীজ রাখব
- পেঁয়াজ-রসুন তুলে বেণি বেঁধে ঝোলাব
- বীজের প্যাকেট বানিয়ে বদল ও বিক্রি করব
- ১০০০-এর মধ্যে যোগ-বিয়োগ; শতকরার প্রথম ধারণা

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **বীজ ব্যাংক ২ — ভেজা ফলের বীজ**
- **বীজের মেলা — বদল ও বিক্রি**

প্রজেক্ট: বীজ ব্যাংক ২ — ভেজা ফলের বীজ ফসল

কেন করব?

টমেটোর প্রতিটি বীজ একটি পিচ্ছিল থলির ভেতরে থাকে। এই আঠা বীজকে ফলের ভেতরে গজাতে দেয় না — আল্লাহর এক আশ্চর্য ব্যবস্থা। কিন্তু আঠাসহ শুকালে বীজ জট পাকায়, ছাতা পড়ে, রোগ থেকে যায়। তাই চাষিরা এক বুদ্ধি করেন: বীজসহ রস কয়েক দিন **পচতে** দেন। পচনে আঠা গলে যায়, অনেক রোগজীবাণু মরে, আর ভালো বীজ তলায় জমে। পচা থেকে পরিষ্কার — অদ্ভুত, তাই না?

যা যা লাগবে

- লাল সুতা-বাঁধা পুরো পাকা টমেটো — ৩–৪টি
- গাছে হলুদ-বুড়ো হওয়া বেগুন — ২টি
- গাছে পুরো লাল হয়ে শুকানো মরিচ — ১০টি
- ঘরে রাখা পাকা মিষ্টি কুমড়া বা লাউ
- কাচের গ্লাস বা বয়াম — ৩টি
- চালুনি বা পাতলা কাপড়
- কাগজ, থালা
- বয়াম, লেবেল, নিম পাতা

ধাপে ধাপে কাজ

১. **টমেটো — চিপে নিই:** পুরো পাকা, নরম টমেটো আড়াআড়ি কাটো (বড়রা)। বীজসহ রস চিপে একটি গ্লাসে নাও। সামান্য পানি দাও। গ্লাসে লেবেল দাও।

২. **টমেটো — পচতে দিই (২–৩ দিন):** গ্লাস কাপড়ে ঢেকে ছায়ায় রাখো। রোজ একবার কাঠি দিয়ে নাড়ো। ওপরে সাদা ছাতার স্তর পড়বে, টক গন্ধ হবে — ভয় নেই, এটাই চাই। তিন দিনের বেশি নয়, নইলে বীজ গজিয়ে যাবে।

৩. **টমেটো — ধুই:** গ্লাসে পানি ভরে নাড়ো। ছাতা, খোসা ও **ফাঁপা বীজ ভাসবে** — আস্তে ঢেলে ফেলো। **ভালো বীজ তলায়**। ৩–৪ বার এভাবে ধুয়ে চালুনিতে ছেঁকে নাও।

৪. **টমেটো — শুকাই:** বীজ একটি থালা বা মোটা কাগজে পাতলা করে ছড়াও (পাতলা টিস্যুতে নয় — আটকে যায়)। ছায়ায়, বাতাসে ৫–৭ দিন; রোজ আঙুলে নেড়ে আলাদা করো।

৫. **বেগুন:** বীজের বেগুন গাছেই হলুদ-বাদামি ও শক্ত হতে দাও। তুলে আরও ৫–৭ দিন ঘরে রাখো। তারপর টুকরো করে পানিতে চটকাও; ভালো বীজ ডুববে। ধুয়ে, ছেঁকে, ছায়ায় শুকাও।

৬. **মরিচ:** গাছে পুরো লাল হয়ে কুঁচকানো মরিচ তুলে রোদে মচমচে করে শুকাও। বড়রা ভেঙে বীজ বের করবেন — **তুমি হাত দেবে না**, শুধু বীজ গুনে বয়ামে ঢালবে চামচ দিয়ে।

৭. **কুমড়া ও লাউ:** বীজের ফল গাছে পুরো পাকিয়ে (কুমড়ার বোঁটা শুকনো, লাউয়ের খোসা শক্ত) তুলে ২–৩ সপ্তাহ ঘরে রাখলে বীজ পুষ্ট হয়। কেটে বীজ বের করে আঁশ ছাড়িয়ে ধুয়ে ৫–৭ দিন শুকাও।

৮. **পরীক্ষা ও জমা:** সব বীজ «পুরো শুকনো» হলে বয়ামে, নিম পাতা দিয়ে, লেবেলসহ (নাম, জাত, তারিখ, সংগ্রহকারী)। প্রতিটির ১০টি নিয়ে অঙ্কুর পরীক্ষা বসাও। রেজিস্টারে লেখো।

বীজ ব্যাংক ২ — ভেজা ফলের বীজ খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- টমেটোর গ্লাসে প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন — কী কী বদল?
- কয়টি বীজ ভাসল, কয়টি ডুবল? ভাসা বীজ চিপে দেখো — ভেতরে কী?
- একটি টমেটোয় আনুমানিক কয়টি বীজ? একটি বেগুনে? একটি কুমড়ায়?
- গত বছরের রাখা শিম-মুলা-ধনিয়ার বীজ এ বছর কেমন গজিয়েছিল? রেজিস্টার দেখো।
- পেঁয়াজ-রসুনের পাতা হলুদ হয়ে ঘাড় ভেঙে পড়েছে কি?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- অঙ্কুর পরীক্ষা: ১০টির মধ্যে ৮টি গজালে বলা যায় «একশটির মধ্যে আশিটি» — অর্থাৎ ১০০টির মধ্যে ৮০।
- একটি টমেটোর বীজ ১০টি করে ঢিবি বানিয়ে গোনো। ৪টি টমেটোয় মোট প্রায় কত?
- এ বছর ব্যাংকে কয় রকম বীজ? গত বছর কয় রকম ছিল? কয়টি বাড়ল?
- রসুন: বুনেছিলে ___ কোয়া, তুললে ___টি কন্দ; প্রতি কন্দে প্রায় ___ কোয়া — মোট কোয়া প্রায় কত?

নিরাপত্তা

মরিচের বীজ ও গুঁড়ায় হাত দেবে না — চোখ-নাক-মুখ ভীষণ জ্বলে; বড়রা করবেন, তুমি চামচ ব্যবহার করবে। পচানো টমেটোর রস মুখে দেবে না; কাজ শেষে সাবান। ফল কাটার ছুরি বড়দের। কাচের বয়াম দুই হাতে।

অভিভাবকের জন্য

টমেটো বীজের গাঁজন (ফারমেন্টেশন) পদ্ধতি সারা দুনিয়ার বীজ-রক্ষকদের প্রচলিত কৌশল; গরমের দিনে ২ দিনই যথেষ্ট — বীজ গজাতে শুরু করার আগেই ধুয়ে ফেলুন। পাশাপাশি লাগানো ভিন্ন জাতের বেগুন, মরিচ বা কুমড়ার মধ্যে মৌমাছির মাধ্যমে মিশ্রণ ঘটতে পারে; দেশি জাত খাঁটি রাখতে একটি জাতই চাষ করুন বা বীজের ফুল ঢেকে হাতে পরাগায়ন করান (বৈশাখের দক্ষতা!) — বিস্তারিত বই ৭-এ। «১০-এ ৮ = ১০০-তে ৮০» এ বছর শুধু কথার ছলে। পেঁয়াজ-রসুন তুলে ৩–৪ দিন ছায়ায় শুকিয়ে পাতাসহ বেণি করে বাতাস-চলা জায়গায় ঝুলিয়ে দিন — শিশু বেণি বাঁধতে ভালোবাসবে।

প্রজেক্ট: বীজের মেলা — বদল ও বিক্রি বাজার ও ব্যবসা

তোমার বীজ ব্যাংকে এখন নিজের দরকারের চেয়ে অনেক বেশি বীজ। একটি টমেটোতেই তো শত শত! বাড়তি বীজ ফেলে রাখলে পুরোনো হয়ে নষ্ট হবে। তাই দুটি কাজ করবে: **বদল** — তোমার বীজ দিয়ে অন্যের কাছ থেকে নতুন জাতের বীজ নেবে; আর **বিক্রি** — সুন্দর প্যাকেটে ভরে বেচবে। এক মুঠো বীজের দাম এক ঝুড়ি সবজির চেয়েও বেশি হতে পারে!

যা করব

১ **কী আছে, কী নেই:** বীজের রেজিস্টার দেখে দুটি তালিকা করো — «আমার বাড়তি আছে» আর «আমার নেই, চাই» (যেমন করলা, বরবটি, দেশি শসা)।

২ **প্যাকেট বানাই:** পুরোনো কাগজ কেটে আঠা দিয়ে ছোট খাম বানাও — ২০টি। মাপ সমান রাখতে একটি নমুনা ধরে বাকিগুলো কাটো।

৩ **মেপে ভরি:** প্রতি প্যাকেটে সমান বীজ — ছোট বীজ এক চা-চামচ, বড় বীজ ১০টি গুনে। সবাইকে সমান দেওয়াই ন্যায্য মাপ।

৪ **লেবেল লিখি:** প্রতিটি প্যাকেটে: ফসল ও জাতের নাম · সংগ্রহের মাস-সন · «১০টিতে ___টি গজায়» · কখন বুনতে হয় · তোমার নাম। **যা লিখবে, সত্য লিখবে** — পরীক্ষায় ৬টি গজালে ৬-ই লিখবে।

৫ **বদল করি:** ৩টি পরিবারে যাও (বিশেষ করে দাদি-নানিদের কাছে, যাঁরা বীজ রাখেন)। তোমার এক প্যাকেট দিয়ে তাঁদের এক রকম বীজ নাও। জাতের নাম ও বোনার নিয়ম জিজ্ঞেস করে লিখে আনো।

৬ **মেলা বসাই:** এক বিকেলে উঠানে বা হাটের দোকানে বীজের প্যাকেট সাজাও। প্রতি প্যাকেট একটি সহজ দামে। ক্রেতাকে বলে দাও কীভাবে বুনতে হবে। বাড়তি চারা থাকলে সেগুলোও।

৭ **হিসাব ও রেজিস্টার:** কয় প্যাকেট বদল, কয়টি বিক্রি, কয়টি উপহার — লেখো। নতুন পাওয়া বীজ রেজিস্টারে তোলো: «কোথা থেকে পেলাম» ঘরে দাতার নাম।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

বীজের মেলা — বদল ও বিক্রি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- তুমি লিখলে «১০-এ ৯টি গজায়», কিন্তু ক্রেতার গজাল ৩টি। সে আর আসবে? সত্য লেখা কেন তোমারই লাভ?
- বীজ বেচা ভালো, না সবজি বেচা? কোনটি হালকা, বেশি দিন থাকে, দূরে পাঠানো সহজ?
- সব চাষি যদি বীজ কিনেই বোনে আর কেউ না রাখে, তবে দাদির সেই পুরোনো জাতগুলোর কী হবে?

নিরাপত্তা

কাগজ কাটার কাঁচি ভোঁতা-মাথা, বড়দের সামনে। অচেনা বাড়িতে একা নয়। বীজ খাবার জিনিস নয় — ছোট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে; প্যাকেটে «বোনার জন্য» লিখে দাও।

অভিভাবকের জন্য

বীজ বিনিময় গ্রামবাংলার নারীদের প্রাচীন প্রথা — শিশুকে এই ধারার সাথে যুক্ত করুন; প্রবীণদের কাছ থেকে জাতের নাম ও গল্প সংগ্রহ করাই এ মাসের সেরা প্রাপ্তি হতে পারে। লেবেলে অঙ্কুরোদ্গমের সত্য ফল লেখা হলো «মান-ঘোষণা» — ভবিষ্যতে পণ্যের লেবেল, মান-সনদ ও রপ্তানির (বই ১০) ভিত্তি। পরিবার ও প্রতিবেশীর মধ্যে ছোট পরিসরের বদল-বিক্রিতে সীমিত রাখুন। মেলায় বদলকে বিক্রির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

ফাল্গুন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — পচিয়ে পরিষ্কার

দিন ১	বীজের টমেটো তুলি; রস-বীজ গ্লাসে নিই, লেবেল দিই	☐
দিন ২	রোজ গ্লাস নাড়ি; কী বদল হলো দেখি ও আঁকি	☐
দিন ৩	বীজের বেগুন ও মরিচ তুলে ঘরে/রোদে রাখি	☐
দিন ৪	টমেটোর বীজ ধুই: ভাসা ফেলি, ডোবা রাখি; ছায়ায় শুকাই	☐
দিন ৫	পেঁয়াজ-রসুনের পাতা দেখি; আলুর মাচা বাছাই করি	☐

ইসলামি: সূরা আলাক শোনা ও প্রথম ৫ আয়াত — প্রথম ওহির গল্প।

ইংরেজি: wash, inside — «The seeds are inside.»

প্রযুক্তি: বড়দের সাথে কম্পিউটারে/ফোনে লেবেলের নকশা: কোথায় নাম, কোথায় তারিখ।

সপ্তাহ ২ — বড় ফলের বীজ

দিন ১	বেগুন চটকে বীজ ধুই ও শুকাই	☐
দিন ২	কুমড়া/লাউ কেটে বীজ বের করি, ধুই, শুকাই	☐
দিন ৩	মরিচের বীজ চামচে করে বয়ামে নিই (বড়রা ভাঙবেন)	☐
দিন ৪	পেঁয়াজ-রসুন তুলি; ছায়ায় ছড়াই; গুনি	☐
দিন ৫	শুকনো বীজ (শিম, মুলা, ধনিয়া) গত বছরের মতো তুলি	☐

ইসলামি: সূরা আলাক ১–৫ আয়াত মুখস্থ। «পড়ো» — জ্ঞানের মর্যাদা।

ইংরেজি: packet, label — «Write the label.»

প্রযুক্তি: লেবেলে টাইপ করা: ফসলের নাম (বাংলা ও ইংরেজি), মাস, নিজের নাম।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ফাল্গুন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — প্যাকেট ও পরীক্ষা

দিন ১	সব বীজ বয়ামে, নিম পাতাসহ; রেজিস্টারে তুলি	☐
দিন ২	প্রতি বীজের ১০টি নিয়ে অঙ্কুর পরীক্ষা বসাই	☐
দিন ৩	কাগজের খাম বানাই — ২০টি	☐
দিন ৪	পেঁয়াজ-রসুনের বেণি বেঁধে ঝোলাই	☐
দিন ৫	«আছে» ও «চাই» তালিকা করি; ৩ পরিবারে বীজ বদল	☐

ইসলামি: «জিহ্বা ও হাত থেকে নিরাপদ» হাদিস। নামাজ: দোয়া মাসুরা শোনা শুরু।

ইংরেজি: swap, gift — «Let us swap seeds.»

প্রযুক্তি: লেবেল ছেপে বা দেখে হাতে লিখে প্যাকেটে লাগানো।

সপ্তাহ ৪ — বীজের মেলা

দিন ১	অঙ্কুর পরীক্ষার ফল গুনি; লেবেলে সত্য সংখ্যা লিখি	☐
দিন ২	বীজ মেপে প্যাকেটে ভরি; সাজাই	☐
দিন ৩	বীজের মেলা বসাই: বদল, বিক্রি, উপহার	☐
দিন ৪	খালি বেডে আগাম ডাঁটা, ঢেঁড়স, করলা বুনি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; মেলার হিসাব	☐

ইসলামি: সূরা আলাক ১–৫ একা বলা; এ বছরের সব সূরা ঝালাই শুরু।

ইংরেজি: save, outside + ঝালাই। «I save seeds every year.»

প্রযুক্তি: বীজ ব্যাংকের তাক ও প্যাকেটের ছবি ডায়েরিতে; আত্মীয়কে পাঠানো (বড়রা)।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ফাল্গুন — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-আলাক (প্রথম ৫ আয়াত)

কুরআনের সর্বপ্রথম নাজিল হওয়া আয়াত: «পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন...। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন; মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।»

এ মাসের দোয়া

উপকারী জ্ঞানের দোয়া

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআ, ওয়া রিযকান তাইয়্যিবা, ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিজিক এবং কবুল হওয়া আমল। (ইবনে মাজাহ) — ফজরের পর পড়া হয়।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।»

সহিহ বুখারি: ১০; সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

হেরা গুহায় ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এসে নবীজি ﷺ-কে প্রথম যে কথাটি বললেন, তা হলো «ইকরা» — পড়ো। নামাজের আদেশ নয়, রোজার আদেশ নয় — সবার আগে **পড়া ও কলমের** কথা। আল্লাহ মানুষকে কলম দিয়ে শিখিয়েছেন। তুমি দুই বছর ধরে খাতা লিখছ: ডিমের দাগ, দামের ছক, ফলনের সংখ্যা, বীজের রেজিস্টার। এই লেখাগুলোই তোমাকে সাধারণ চাষি থেকে জ্ঞানী চাষি বানাচ্ছে। যা লেখা থাকে তা হারায় না; আগামী বছর তুমি নিজের খাতা থেকেই শিখবে। আর আজ তুমি বীজের প্যাকেটে লেবেল লিখছ। কলম দিয়ে সত্যও লেখা যায়, মিথ্যাও লেখা যায়। প্যাকেটে «১০-এ ৯টি গজায়» লিখে ক্রেতাকে খারাপ বীজ দিলে তোমার **হাতের লেখা** দিয়ে একজন মানুষের ক্ষতি হলো — তার পুরো মৌসুম নষ্ট। নবীজি ﷺ বলেছেন, মুসলিম সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ। তোমার কলমও তোমার হাতেরই অংশ।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- পড়া ও লেখা শুরুর আগে «বিসমিল্লাহ» ও «রব্বি যিদনি ইলমা»।
- যা লিখি সত্য লিখি — খাতায়, লেবেলে, হিসাবে।
- আমার কথা ও হাত দিয়ে কাউকে কষ্ট দিই না, কাউকে ঠকাই না।
- নামাজ: দোয়া মাসুরা শোনা শুরু। কুরআন দেখে পড়া রোজ ১৫ মিনিট।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

wash ধোয়া	**inside** ভেতরে	**outside** বাইরে	**packet** প্যাকেট
label লেবেল	**swap** বদল করা	**gift** উপহার	**save** জমানো / রক্ষা করা

The seeds are inside the tomato.	বীজ টমেটোর ভেতরে থাকে।
Let us swap seeds.	চলো বীজ বদল করি।
This packet is a gift for you.	এই প্যাকেটটি আপনার জন্য উপহার।

খেলা

Listen and tell: «My grandmother has old seeds. I have new seeds. We swap. Now I have her seeds, and she has my seeds. We are both happy.» প্রশ্ন: «Who has old seeds?» «What do we do?»। তারপর **Read the label** — প্যাকেটের ইংরেজি শব্দ আঙুল রেখে পড়ার চেষ্টা: TOMATO, BEAN, CHILI — এ বছর থেকে চেনা শব্দ «দেখে পড়া» শুরু।

প্রযুক্তি: বীজের প্যাকেটের লেবেল বানানো ৫%

১ ভালো লেবেলে পাঁচটি তথ্য থাকে: কী (ফসল ও জাত), কবে (সংগ্রহের মাস), কেমন (১০-এ কয়টি গজায়), কখন বুনতে হয়, কে (তোমার নাম)। আগে কাগজে হাতে একটি নমুনা আঁকো।

২ বড়দের সাথে ফোন বা কম্পিউটারে লেখার পাতা খুলে নমুনাটি টাইপ করো। নাম বড় হরফে, বাকিটা ছোট। গত বছর শিখেছ নিজের নাম টাইপ করা; এবার পুরো লেবেল।

৩ এক পাতায় একই লেবেল অনেকগুলো সাজিয়ে ছাপো (বড়রা), অথবা পর্দা দেখে হাতে লেখো। কেটে প্যাকেটে লাগাও।

নিয়ম

লেবেলে শুধু সত্য তথ্য। লেখার পাতা ছাড়া অন্য কিছু খুলবে না। কোনো ছবি বা তথ্য কাউকে পাঠানোর কাজ শুধু বড়দের।

ফাল্গুন — আমার খাতা

বীজ ব্যাংক ২ — এ বছরের নতুন বীজ

বীজের নাম ও জাত	নিজের / কার কাছ থেকে	সংগ্রহের তারিখ	১০-এ কয়টি গজায়	প্যাকেট: বদল / বিক্রি / উপহার

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] টমেটোর বীজ পচিয়ে, ধুয়ে, শুকাতে
- [ ] বেগুন ও কুমড়ার বীজ বের করে শুকাতে
- [ ] পেঁয়াজ-রসুনের বেণি বাঁধতে
- [ ] বীজের প্যাকেটে পাঁচ তথ্যের সত্য লেবেল লিখতে
- [ ] ১০-এ কত থেকে «১০০-তে কত» বলতে

অভিভাবকের মন্তব্য

টমেটোর বীজ পচানোর তিন দিনের গ্লাস পাশাপাশি আঁকো — দিন ১, ২, ৩।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ১২ · বসন্তকাল

চৈত্র

পালা বদল, বছরের হিসাব

মধ্য মার্চ – মধ্য এপ্রিল
খরিপ-১ এর প্রস্তুতি

চৈত্রের খরা। মাঠ ফেটে চৌচির, পুকুরের পানি তলায়, দুপুরে লু হাওয়া। গাছে আমের গুটি, কাঁঠালের মুচি। বছরের শেষ মাস — চৈত্র সংক্রান্তির মেলা আসছে, তারপর নতুন বছর।

বৈশাখে তুমি কাগজে বাগানের নকশা এঁকে চারটি বেড ঠিক করেছিলে। সারা বছর সেই চার বেডে কত ফসল হলো! এখন দেয়ালের নকশাটির সামনে দাঁড়াও। এ মাসে তুমি শিখবে বাগানির একটি বড় গোপন কথা: **একই বেডে প্রতি বছর একই ফসল নয়** — ফসলকে বেড বদলাতে হয়, যেমন খেলায় সবাই জায়গা বদলায়। আর এই খরার মাসে শিখবে মাটির কলসি দিয়ে পানি বাঁচানোর এক আশ্চর্য দেশি কৌশল। সবশেষে — পুরো বছরের হিসাব মিলিয়ে বসবে বছর-শেষের মেলা।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- গম, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন তোলা শেষ
- বোরো ধানে শিষ; চাষিরা সেচ দেন
- লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, করলা, ঢেঁড়স, ডাঁটা বোনা
- পাট ও আউশের জন্য জমি চাষ
- খরা, লু হাওয়া; মাস শেষে কালবৈশাখী

এ মাসে আমি শিখব

- ফসলের চার পরিবার চিনব ও পালা বদলের নকশা করব
- কলসি-সেচ বসিয়ে পানি বাঁচাব
- সারা বছরের ডিম, ফলন, আয়-খরচ যোগ করব
- দাগ-চিত্র (বার চার্ট) আঁকব
- এ বছরে কী শিখলাম, গুছিয়ে বলব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **পালা বদলের নকশা ও কলসি-সেচ**
- **বছরের হিসাব ও বছর-শেষের মেলা**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: পালা বদলের নকশা ও কলসি-সেচ ফসল

কেন করব?

প্রতিটি ফসল মাটি থেকে নিজের পছন্দের খাবার বেশি টানে, আর প্রতিটি ফসলের নিজস্ব রোগ-পোকা মাটিতে থেকে যায়। একই বেডে বছরের পর বছর টমেটো করলে মাটির সেই খাবার ফুরিয়ে যায়, আর টমেটোর রোগ জমতে থাকে। কিন্তু ফসল বদলে দিলে? পোকা এসে দেখে তার খাবার নেই! আবার শিম-জাতীয় গাছ মাটিতে উল্টো খাবার **জমা করে**। তাই বুদ্ধিমান চাষি ফসলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগান — এর নাম **শস্য পর্যায়** বা পালা বদল। বিষ ছাড়া, সার না কিনে চাষ করার এটি এক বড় কৌশল।

যা যা লাগবে

- বৈশাখের বাগানের নকশা ও সারা বছরের খাতা
- নতুন বড় কাগজ, স্কেল, চার রঙের পেনসিল
- ছিদ্রহীন, রং-না-করা মাটির কলসি বা হাঁড়ি — ২–৩টি (ঢাকনাসহ)
- লাউ/কুমড়া/ঝিঙার বীজ (নিজের ব্যাংক থেকে)
- নিজের গাদার কম্পোস্ট
- খড় (মালচ)
- খুরপি

ধাপে ধাপে কাজ

১. **চার পরিবার চিনি:** (১) **পাতা-দল** — লাল শাক, ডাঁটা, পালং, পুঁই, কপি। (২) **ফল-দল** — টমেটো, বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়স, লাউ-কুমড়া। (৩) **মূল-দল** — আলু, মুলা, গাজর, পেঁয়াজ, রসুন। (৪) **শিম-দল** — শিম, বরবটি, মটরশুঁটি, ডাল। চারটি রং ঠিক করো — প্রতি দলের একটি।

২. **এ বছর কোথায় কী ছিল:** পুরোনো নকশা ও খাতা দেখে চার বেডে এ বছরের **শীতের প্রধান ফসল** লেখো ও দলের রঙে রাঙাও। (যেমন বেড ১: আলু-পেঁয়াজ = মূল; বেড ৩ ও ৪: টমেটো-বেগুন = ফল…)

৩. **চাকা ঘোরাই:** নিয়মটি মনে রাখো — **শিম → পাতা → ফল → মূল → আবার শিম**। শিম মাটিকে খাবার দেয়; তার পরে পাতা-দল সেই খাবার পেয়ে ঝাঁকিয়ে ওঠে; তারপর ফল; শেষে মূল। প্রতিটি বেড চাকার এক ঘর এগোবে।

৪. **নতুন নকশা আঁকি:** নতুন কাগজে আগামী বছরের চার বেড আঁকো। চাকা ঘুরিয়ে প্রতি বেডে নতুন দলের রং দাও। মূল কথা: **যে বেডে এবার টমেটো-বেগুন-মরিচ-আলু ছিল, আগামী শীতে সেখানে এগুলোর কোনোটিই নয়।** দেয়ালে পুরোনো নকশার পাশে টাঙাও।

৫. **কলসি-সেচের মাদা:** গ্রীষ্মের লতা-সবজির জন্য মাদা করো (গত দুই বছরের মতো)। কিন্তু এবার মাদার **ঠিক মাঝখানে** একটি মাটির কলসি গলা পর্যন্ত পুঁতে দাও — মুখটুকু মাটির ওপরে।

৬. **কলসি ভরি:** কলসি পানিতে ভরে ঢাকনা দাও (মশা ও ময়লা ঠেকাতে)। রং-না-করা মাটির কলসির গা দিয়ে পানি খুব ধীরে ধীরে চুঁইয়ে আশেপাশের মাটি ভেজা রাখে — ঠিক শিকড়ের কাছে, এক ফোঁটাও নষ্ট না করে।

৭. **বীজ বুনি:** কলসির চারপাশে এক বিঘত দূরে ৩–৪টি ভেজানো বীজ বোনো। ওপরে খড়ের মালচ। প্রথম সপ্তাহে ওপরে হালকা পানি; চারা গজানোর পর শুধু কলসি ভরলেই চলবে।

৮. **তুলনা করি:** একটি মাদা কলসি ছাড়া রাখো — সেটিতে রোজ ঝাঁঝরিতে পানি দাও। দুই সপ্তাহ হিসাব রাখো: কোন মাদায় কত মগ পানি লাগল? কোন চারা বেশি সতেজ?

পালা বদলের নকশা ও কলসি-সেচ খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- কলসি ভরার কয় দিন পর আবার ভরতে হলো? গরম বাড়লে কি তাড়াতাড়ি খালি হয়?
- কলসির গায়ে হাত দাও — ভেজা ও ঠান্ডা? চারপাশের মাটি কত দূর পর্যন্ত ভেজা?
- দুপুরে কলসি-মাদার চারা আর সাধারণ মাদার চারা — কোনটি নেতায়?
- শিমের শুকনো গাছ তুলে শিকড়ে ছোট ছোট গোটা (গুটি) দেখো — ওতেই মাটির খাবার জমা থাকে!
- এ বছর কোন বেডে ফসল সবচেয়ে ভালো হয়েছিল? কোনটিতে খারাপ? কারণ ভাবো।

123 গুনি · মাপি · লিখি

- দুই সপ্তাহে কলসি-মাদায় মোট ___ মগ, সাধারণ মাদায় মোট ___ মগ। কত মগ পানি বাঁচল?
- চার বেড, চার দল: ৪ বছর পর প্রতিটি দল আবার নিজের পুরোনো বেডে ফিরবে — আঙুলে গুনে দেখাও।
- বৈশাখের নকশায় বাগান ছিল ___ মিটার × ___ মিটার। নতুন নকশায় আরেকটি বেড বাড়ালে কত জায়গা লাগবে?
- আষাঢ়ে (দুই বছর আগে) লাগানো তোমার গাছ এখন কত সেন্টিমিটার? এক বছরে কত বাড়ল?

নিরাপত্তা

চৈত্রের দুপুরে বাইরে কাজ নয় — সকাল ৮টার আগে, বিকেল ৫টার পরে; টুপি, বারবার পানি-শরবত। কলসি ভারী ও ভঙ্গুর — বড়রা বসাবেন; ভাঙা কলসির কানায় হাত কাটে। কলসিতে সবসময় ঢাকনা (মশা; ছোট বাচ্চা; সাপ-ব্যাঙ ঢুকতে পারে)। কালবৈশাখীর মেঘ দেখলে ঘরে।

অভিভাবকের জন্য

চার দলের ভাগটি শিশুর জন্য সরলীকৃত (উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিবার অনুযায়ী আলু আসলে টমেটো-বেগুনের আত্মীয় — তাই «টমেটো-বেগুন-মরিচ-আলু একে অপরের পরে নয়» নিয়মটি আলাদা করে বলা হয়েছে)। ছোট বাগানে নিখুঁত পর্যায় সম্ভব নয়; লক্ষ্য হলো «গত বছর এখানে কী ছিল?» প্রশ্নটি অভ্যাসে আনা। কলসি-সেচ একটি প্রাচীন পদ্ধতি; কলসি অবশ্যই চকচকে প্রলেপ বা রংহীন ও ছিদ্রহীন হতে হবে, নইলে পানি চোঁয়াবে না বা দ্রুত ফুরাবে। নতুন কলসি না কিনে ঘরের পুরোনো ফাটলহীন হাঁড়ি ব্যবহার করুন।

প্রজেক্ট: বছরের হিসাব ও বছর-শেষের মেলা

বাজার ও ব্যবসা · গ্রাম থেকে শহরে

একজন উদ্যোক্তা বছরের শেষে খাতা খুলে বসেন: এ বছর কী পেলাম, কী দিলাম, কী শিখলাম, আগামী বছর কী করব। তোমার কাছে এখন বারো মাসের খাতা — ডিমের দাগ, বিক্রির সারি, ফলনের ওজন, হাটের লাভ। এ মাসে সব যোগ করে তুমি বানাবে তোমার **বার্ষিক হিসাব**।

যা করব

১ **ডিমের বছর:** ১২ মাসের ডিমের মোট সংখ্যা এক সারিতে লেখো। যোগ করো (বড়দের ও ক্যালকুলেটরের সাহায্যে)। সারা বছরে মোট কত ডিম? কোন মাসে সবচেয়ে বেশি, কোন মাসে সবচেয়ে কম?

২ **দাগ-চিত্র আঁকি:** ছক-কাটা কাগজে নিচে ১২ মাসের নাম। প্রতি মাসের ওপরে ডিমের সংখ্যা অনুযায়ী ঘর রং করো (১ ঘর = ৫টি ডিম)। লম্বা-খাটো খুঁটির সারি — এক নজরে পুরো বছর!

৩ **ফলনের তালিকা:** এ বছর কোন ফসল কত হলো — ধান ___ কেজি, আলু ___ কেজি, টমেটো ___ কেজি… একটি তালিকায় লেখো।

৪ **আয়-খরচ-লাভ:** বিক্রির খাতা ও হাটের খাতা থেকে মাসওয়ারি আয় যোগ করো; খরচ যোগ করো; বিয়োগ করে বছরের লাভ। তিন কৌটায় এখন কত আছে গুনে মিলাও।

৫ **সেরা ও শিক্ষা:** তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখো — কোন কাজে সবচেয়ে বেশি লাভ হলো? কোনটিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি বা কষ্ট? আগামী বছর কোনটি বাড়াব, কোনটি বদলাব?

৬ **বছর-শেষের মেলা:** উঠানে পরিবার-প্রতিবেশীদের ডাকো। দেয়ালে টাঙাও নকশা, দাগ-চিত্র, ফলনের তালিকা। টেবিলে সাজাও বীজের প্যাকেট, চারা, ডিম, সবজি, রসুনের বেণি। তুমি নিজে সবাইকে বুঝিয়ে বলবে — এটাই তোমার বার্ষিক প্রতিবেদন। সাথে বেচাকেনা।

৭ **গ্রাম থেকে শহরে:** বড়দের সাথে একদিন পাইকারি বাজার বা আড়তে যাও। দেখো গ্রামের চাষির সবজি কীভাবে ঝুড়ি-বস্তায় ভরে ট্রাকে উঠছে। জিজ্ঞেস করো — এ মাল কোথায় যাবে? চাষি → ফড়িয়া/পাইকার → আড়ত → ট্রাক → শহরের বাজার → ক্রেতা। এই শিকলের শেষ মাথা কখনো বিদেশেও পৌঁছায়!

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

বছরের হিসাব ও বছর-শেষের মেলা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- হাটে তুমি টমেটো বেচেছ ৪০ টাকায়; শহরে সেটি বিক্রি হয় ৮০ টাকায়। মাঝের ৪০ টাকা কার কার কাছে গেল?
- তোমার দাগ-চিত্রে শীতে ডিম কম কেন? আগামী বছর কী করলে বাড়তে পারে?
- দূরে পাঠাতে হলে সবজি কেমন হতে হবে — কখন তোলা, কীভাবে সাজানো? (পৌষের শিক্ষা মনে করো)

নিরাপত্তা

আড়ত ও পাইকারি বাজারে ট্রাক, ভ্যান, কুলি, ভিড় — সবসময় বড়দের হাত ধরে, রাস্তার ধারে নয়। মেলার টাকা বড়দের জিম্মায়। রোদে নয় — মেলা বসবে ছায়ায়, বিকেলে।

অভিভাবকের জন্য

বার্ষিক যোগফলগুলো বড় সংখ্যা হবে — শিশু মাসের সংখ্যা সাজিয়ে লিখবে, যোগে আপনি ও ক্যালকুলেটর সাহায্য করবেন; তারপর সে মিলিয়ে দেখবে। দাগ-চিত্র (বার চার্ট) তার প্রথম তথ্য-চিত্র। মেলায় «নিজে বুঝিয়ে বলা» অংশটিই আসল মূল্যায়ন — অতিথিদের প্রশ্ন করতে বলুন। আড়ত-ভ্রমণ সরবরাহ শিকলের (চাষি থেকে ভোক্তা) প্রথম পরিচয়, যা বই ৮–১০-এ বিস্তৃত হবে; মধ্যস্বত্বভোগীদের মন্দ না বলে প্রত্যেকের কাজ ও খরচ দেখান। সঞ্চয়ের টাকায় আগামী বছরের (বই ৩: হাঁস-মুরগির খামারি) জন্য হাঁসের বাচ্চা বা মুরগির ঘরের সরঞ্জাম কেনার পরিকল্পনা করুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

চৈত্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — চার পরিবার

দিন ১	সারা বছরের খাতা ও পুরোনো নকশা নিয়ে বসি	☐
দিন ২	ফসলগুলো চার দলে ভাগ করে তালিকা করি	☐
দিন ৩	এ বছরের চার বেড দলের রঙে রাঙাই	☐
দিন ৪	শিমের শুকনো গাছ তুলে শিকড়ের গুটি দেখি; বীজ তুলি	☐
দিন ৫	১২ মাসের ডিমের সংখ্যা এক সারিতে লিখি	☐

ইসলামি: আয়াতুল কুরসি শোনা শুরু (প্রথম অংশ)। ইস্তিখারা/পরামর্শের আদব: কাজের আগে বড়দের সাথে পরামর্শ।

ইংরেজি: plan, next — «My plan for next year.»

প্রযুক্তি: ছক-কাটা কাগজে হাতে দাগ-চিত্র আঁকা শেখা: ১ ঘর = ৫।

সপ্তাহ ২ — পালা বদল ও কলসি

দিন ১	চাকা ঘুরিয়ে আগামী বছরের নকশা আঁকি	☐
দিন ২	মাদা করি; মাঝখানে কলসি পুঁতি (বড়দের সাথে)	☐
দিন ৩	কলসি ভরি, ঢাকনা দিই; চারপাশে বীজ বুনি, মালচ দিই	☐
দিন ৪	কলসি-ছাড়া তুলনার মাদা করি; পানির হিসাব শুরু	☐
দিন ৫	ডিমের দাগ-চিত্র রং করি	☐

ইসলামি: আয়াতুল কুরসি — প্রথম অর্ধেক বড়দের সাথে। নামাজ: চার রাকাত ফরজ নিজে।

ইংরেজি: year, month — বারো মাসের ইংরেজি নাম শোনা।

প্রযুক্তি: বড়দের সাথে স্প্রেডশিটে একই সংখ্যা থেকে যন্ত্রের আঁকা দাগ-চিত্র দেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

চৈত্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — বছরের হিসাব

দিন ১	ফলনের তালিকা বানাই: কোন ফসল কত কেজি	☐
দিন ২	মাসওয়ারি আয় ও খরচ যোগ করি; বছরের লাভ বের করি	☐
দিন ৩	তিন কৌটার টাকা গুনে খাতার সাথে মিলাই	☐
দিন ৪	«সেরা ও শিক্ষা» — তিন প্রশ্নের উত্তর লিখি	☐
দিন ৫	আড়ত বা পাইকারি বাজার দেখতে যাই	☐

ইসলামি: «যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহর শোকর করে না» হাদিস; ওস্তাদ চাষিকে ধন্যবাদ।

ইংরেজি: total, more — «More eggs in summer.»

প্রযুক্তি: হাতে আঁকা ও যন্ত্রে আঁকা দাগ-চিত্র পাশাপাশি তুলনা।

সপ্তাহ ৪ — বছর-শেষের মেলা

দিন ১	মেলার জন্য নকশা, দাগ-চিত্র, তালিকা দেয়ালে সাজাই	☐
দিন ২	বীজ, চারা, ডিম, সবজি, রসুনের বেণি সাজাই	☐
দিন ৩	মেলা: নিজে বুঝিয়ে বলি; বেচাকেনা; সদকা	☐
দিন ৪	কলসি ও সাধারণ মাদার পানির হিসাব মিলাই	☐
দিন ৫	পরিশিষ্টের মূল্যায়ন পূরণ; সনদ গ্রহণ; শোকরের দোয়া	☐

ইসলামি: এ বছরের ১১টি সূরা ও গত বছরের ১১টি — সব ঝালাই। পাঁচ ওয়াক্তের দাগ-খাতা মিলানো।

ইংরেজি: pot, less + সারা বছরের শব্দ ঝালাই। «Less water, more plants.»

প্রযুক্তি: সারা বছরের সেরা ১২টি ছবি দিয়ে «বাগানির বছর» স্লাইড-শো; মেলায় দেখানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

চৈত্র — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

ঝালাই ও আয়াতুল কুরসি (শুরু)

এ মাসে নতুন সূরা নয় — এ বছরের ১১টি ও গত বছরের ১১টি সূরা পাকা করা। সাথে আয়াতুল কুরসি (সূরা বাকারা: ২৫৫) শোনা ও প্রথম অর্ধেক; আগামী বছর পূর্ণ হবে।

এ মাসের দোয়া

মজলিস শেষের দোয়া

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আপনারই প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা চাই ও আপনার দিকেই ফিরে আসি। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।»

ভাবার্থ — সুনানে আবু দাউদ; জামে তিরমিজি

গল্প ও ভাবনা

বছর শেষে তুমি খাতা খুলে হিসাব মিলিয়েছ: কত ডিম, কত ধান, কত টাকা। হযরত উমর (রা.) বলতেন — হিসাব নেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নাও। আরেকটি খাতা আছে যা ফেরেশতারা লেখেন: এ বছর কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি? কয়বার সত্য বলেছি, কয়বার রাগ সামলেছি, কাকে কাকে সাহায্য করেছি? সে খাতার যোগফলও আজ মনে মনে করে দেখো। যেখানে ঘাটতি — বলো «আস্তাগফিরুল্লাহ», আর নতুন বছরে পূরণের নিয়ত করো। আর শোকর: তোমার এ বছরের ফসল শুধু তোমার একার নয়। বীজ দিয়েছেন দাদি-নানি, চারা দিয়েছিলেন চাষি চাচা, শিখিয়েছেন মা-বাবা, কিনেছেন প্রতিবেশীরা। নবীজি ﷺ বলেছেন, যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহরও শোকর করে না। মেলার দিন প্রত্যেককে নিজে গিয়ে বলো «জাযাকাল্লাহু খাইরান», আর হাতে তুলে দাও তোমার বাগানের একটি উপহার। সবার ওপরে শোকর আল্লাহর — যিনি বীজ ফাটিয়ে চারা বের করেছেন, বৃষ্টি দিয়েছেন, তোমাকে সুস্থ রেখেছেন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- বছর শেষে নিজের কাজের হিসাব নিজে নিই; ঘাটতির জন্য ইস্তিগফার করি।
- যাঁরা সাহায্য করেছেন, প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিই ও তাঁদের জন্য দোয়া করি।
- বড় কাজের আগে বড়দের সাথে পরামর্শ করি।
- নামাজ: পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নিজে পড়তে পারি; এখন লক্ষ্য — সময়মতো, কারও মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

plan পরিকল্পনা	**next** পরের	**year** বছর	**month** মাস
pot কলসি / হাঁড়ি	**total** মোট	**more** বেশি	**less** কম

This is my plan for next year. এটি আমার আগামী বছরের পরিকল্পনা।

The pot saves water. কলসি পানি বাঁচায়।

The total is five hundred eggs. মোট পাঁচশ ডিম।

খেলা

Listen and tell: «This year I had six hens. They gave many eggs. I sold tomatoes at the market. Next year I want ducks too. That is my plan.» প্রশ্ন: «How many hens?» «What do I want next year?»। তারপর **My year** — মেলায় দেখানোর জন্য শিশু নিজের ৪–৫ বাক্যের ইংরেজি পরিচিতি তৈরি করবে: «My name is … I am seven. This is my garden. I grow tomatoes. Thank you!»

প্রযুক্তি: সংখ্যা থেকে ছবি — দাগ-চিত্র ৫%

১. ছক-কাটা কাগজে নিচে আড়াআড়ি রেখা টানো; তার নিচে ১২ মাসের নাম। বাঁ পাশে খাড়া রেখা; তাতে ৫, ১০, ১৫, ২০… (১ ঘর = ৫টি ডিম)।

২. প্রতি মাসের ওপরে সেই মাসের ডিমের সংখ্যা পর্যন্ত ঘর রং করো। ১৭টি হলে? তিন ঘর পুরো, চতুর্থ ঘরের একটু কম।

৩. বড়রা একই সংখ্যা স্প্রেডশিটে বসিয়ে যন্ত্র দিয়ে চিত্র আঁকাবেন। তোমার হাতের চিত্রের সাথে মিলাও। তারপর চিত্র দেখে তিনটি কথা বলো — সবচেয়ে লম্বা খুঁটি কোন মাসে, সবচেয়ে খাটো কোন মাসে, আর কেন।

নিয়ম

চিত্র তখনই সত্য, যখন সংখ্যা সত্য — খাতা থেকে ঠিক সংখ্যা নাও, সুন্দর দেখানোর জন্য বাড়িয়ো না। আগে হাতে আঁকবে, পরে যন্ত্রে দেখবে।

চৈত্র — আমার খাতা

আমার বার্ষিক হিসাব

বিষয়	সারা বছরে মোট

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] ফসলকে চার দলে ভাগ করতে
- [ ] পালা বদল করে আগামী বছরের নকশা আঁকতে
- [ ] কলসি-সেচ বসিয়ে পানির হিসাব রাখতে
- [ ] ১২ মাসের সংখ্যা দিয়ে দাগ-চিত্র আঁকতে
- [ ] অতিথিদের সামনে নিজের বছরের কাজ বুঝিয়ে বলতে

অভিভাবকের মন্তব্য

শিশুর নাম / টিপসই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ

পরিশিষ্ট ১ — বছর শেষের মূল্যায়ন হাতের কাজ

চৈত্রের শেষ সপ্তাহে শিশুকে পাশে বসিয়ে প্রতিটি দক্ষতা নিয়ে কথা বলুন, সম্ভব হলে করে দেখাতে বলুন, খাতার প্রমাণ দেখুন — তারপর একটি ঘরে টিক দিন। «আরও চর্চা» ব্যর্থতা নয়; সেগুলো আগামী বছরের শুরুতে আবার হবে।

দক্ষতা	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
ফিতায় মেপে বাগানের নকশা আঁকা ও চার বেড চিহ্নিত করা			
পুরুষ-স্ত্রী ফুল চিনে হাতে পরাগায়ন			
ফিতায় দূরত্ব মেপে সারিতে বীজ বোনা			
ডাল কেটে পুঁই/কলমি লাগানো			
ধানের বীজ বাছাই, জাগ দেওয়া ও বীজতলা তৈরি			
দড়ি টেনে সারিতে ধান রোপণ; আগাছা দমন			
উঁচু বীজতলায় টমেটো-বেগুন-মরিচের চারা তোলা			
মাটির বলসহ চারা রোপণ ও ছায়া দেওয়া			
আলু-রসুন-পেঁয়াজ রোপণ ও মাটি তুলে দেওয়া			
ধানের মাঠ-বাছাই, কাটা-মাড়াই-ঝাড়া ও ফলন ওজন			
টমেটোয় খুঁটি-বাঁধন, কুশি ছাঁটা; ঠিক সময়ে ফল তোলা			
আলু তোলা, তিন দলে বাছাই ও সংরক্ষণ			
ভেজা ফলের (টমেটো, বেগুন, কুমড়া) বীজ সংগ্রহ			
পালা বদলের নকশা; কলসি-সেচ			
মুরগির রোজকার রুটিন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডিমের খাতা			
নিজ দায়িত্বে ছানা তোলা ও হিসাব রাখা			
কবুতরের জোড়া ও বাছুরের যত্ন			
মাছের খাবার তৈরি, মেপে খাওয়ানো; পানি পরীক্ষা			
সাপ্তাহিক বিক্রি ও হাটের দোকান চালানো			
বীজের প্যাকেট ও সত্য লেবেল তৈরি			

অভিভাবকের পর্যবেক্ষণ: এ বছর শিশুর সবচেয়ে বড় অগ্রগতি কোথায়?

পরিশিষ্ট ২ — বছর শেষের মূল্যায়ন জ্ঞান ও আচরণ

ইসলামি জ্ঞান (১০%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
এ বছরের ১১টি সূরার অন্তত ৮টি মুখস্থ; গত বছরেরগুলো মনে আছে			
কুরআন দেখে ধীরে ধীরে পড়া (নাজেরা)			
পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নিজে পড়া; রাকাত সংখ্যা, সানা, তাশাহহুদ, দরুদ			
এ বছরের ৮টি দোয়া ও ৬টি হাদিসের মর্ম বলা			

ABC ইংরেজি (৫%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
৪ বাক্যের গল্প শুনে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া			
নিজের ও নিজের বাগানের কথা ৪–৫ বাক্যে বলা			
দুই বছরের প্রায় ১৫০ শব্দ শুনে বোঝা; ২০–৩০টি চেনা শব্দ দেখে পড়া			

প্রযুক্তি (৫%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
ছবি ও ভয়েস নোট দিয়ে ডায়েরি রাখা			
ফিতা, পাল্লা (শূন্য করা), স্টপওয়াচ, ক্যালকুলেটর ব্যবহার			
ছক ও দাগ-চিত্র পড়া-আঁকা; যন্ত্রের ফল যাচাই করা; নিয়ম মানা			

123 গণিত ও লেখা (কাজের ভেতরে)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
১০০০ পর্যন্ত সংখ্যা পড়া, লেখা ও তুলনা			
দুই অঙ্কের যোগ-বিয়োগ; ১০০ টাকা থেকে ফেরত দেওয়া			
২, ৫, ১০-এর নামতা; সারি × গোছা গুণ			
সেমি-মিটার, গ্রাম-কেজিতে মাপা; ক্যালেন্ডারে দিন গোনা; ঘড়িতে আধা ঘণ্টা			
খাতায় তারিখসহ পূর্ণ বাক্যে লেখা; আয় − খরচ = লাভ			

★ বাগানির স্বভাব	প্রায়ই	মাঝে মাঝে	আরও চর্চা
মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়াই রোজকার দায়িত্ব পালন			
খাতায় ও লেবেলে সত্য লেখা; মাপে ঠিক দেওয়া			
ক্ষতি হলে কারণ খোঁজা; নরম ব্যবহার; আয় থেকে আগে সদকা			

পরিশিষ্ট ৩ — সূরা ও দোয়ার তালিকা

শিশু যখন সূরা বা দোয়াটি বড়দের সাথে বলতে পারবে, «সাথে পারি» ঘরে তারিখ লিখুন; একা বলতে পারলে «একা পারি» ঘরে। উচ্চারণ অবশ্যই একজন শুদ্ধ তিলাওয়াত-জানা শিক্ষক বা ক্বারীর কাছে মিলিয়ে নিন — এই বইয়ের বাংলা উচ্চারণ শুধু মনে রাখার সহায়ক, আরবির বিকল্প নয়।

মাস	সূরা	দোয়া	সাথে পারি	একা পারি
বৈশাখ	সূরা আল-কাফিরুন	আজানের জবাব ও পরের দোয়া		
জ্যৈষ্ঠ	সূরা আত-তাকাসুর	ওজুর পরের দোয়া		
আষাঢ়	সূরা আল-হুমাযা	মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়ার দোয়া		
শ্রাবণ	সূরা আল-কারিআ	যানবাহনে চড়ার দোয়া		
ভাদ্র	সূরা আয-যিলযাল	রোগী দেখতে গিয়ে দোয়া		
আশ্বিন	সূরা আল-আদিয়াত	ইস্তিগফার — ক্ষমা চাওয়া		
কার্তিক	সূরা আল-কদর	সকাল-সন্ধ্যার হেফাজতের দোয়া		
অগ্রহায়ণ	সূরা আত-তীন	নতুন ফসল ও নিয়ামতের শোকর		
পৌষ	সূরা আল-ইনশিরাহ (আলাম নাশরাহ)	কঠিন কাজ সহজ হওয়ার দোয়া		
মাঘ	সূরা আদ-দুহা	বরকতের দোয়া		
ফাল্গুন	সূরা আল-আলাক (প্রথম ৫ আয়াত)	উপকারী জ্ঞানের দোয়া		
চৈত্র	ঝালাই ও আয়াতুল কুরসি (শুরু)	মজলিস শেষের দোয়া		

নামাজের অভ্যাস গড়ার ধাপ (সারা বছর)

- **বৈশাখ – আষাঢ়:** ফজর → যোহর → আসর, মাসে একটি করে ওয়াক্ত যোগ।
- **শ্রাবণ – ভাদ্র:** মাগরিব ও এশা যোগ হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত; রাকাত সংখ্যা।
- **আশ্বিন – পৌষ:** সানা, রুকু-সিজদার যিকির, তাশাহহুদ; নামাজের দাগ-খাতা।
- **মাঘ – চৈত্র:** দরুদ, দোয়া মাসুরা শোনা; চার রাকাত নিজে; সময়মতো পড়া।

অভিভাবকের জন্য

নবীজি ﷺ সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামাজের আদেশ দিতে বলেছেন (আবু দাউদ)। তাই সাত বছর হলো আদেশের সাথে অভ্যাস পাকা করার বছর — তবে এখনো ভালোবাসা ও উৎসাহ দিয়ে, শাস্তি দিয়ে নয়। শিশু যা দেখে তা-ই শেখে; আপনার নামাজই তার সবচেয়ে বড় পাঠ। রমজানে ইসলামি অংশ বাড়িয়ে দিন: ছোট রোজা-চর্চা, ইফতার সাজানো, তারাবিতে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো, ফিতরা নিজ হাতে দেওয়া।

ABC পরিশিষ্ট ৪ — My Word Bank সারা বছরের ইংরেজি শব্দ

প্রতি মাসের শেষে আগের সব মাসের শব্দ একবার ঝালাই করুন। নিয়ম একটাই: **জিনিস দেখিয়ে শব্দ, শব্দ শুনে জিনিস।** এ বছর যোগ হলো: ছোট গল্প শুনে উত্তর দেওয়া, আর লেবেল-প্যাকেটের চেনা শব্দ দেখে পড়া। বানান মুখস্থ নয়। শিশু যে শব্দ নিজে থেকে বলতে পারে, তার নিচে দাগ দিন।

মাস	Words
বৈশাখ	garden, map, pumpkin, gourd, yellow, open, close, evening
জ্যৈষ্ঠ	okra, stem, pick, fresh, week, today, tomorrow, yesterday
আষাঢ়	seedling, sprout, soak, sick, healthy, clean, dirty, medicine
শ্রাবণ	line, rope, straight, feed, grow, long, short, measure
ভাদ্র	tomato, eggplant, chili, shade, pigeon, pair, roof, fly
আশ্বিন	move, careful, hole, afternoon, brush, tail, strong, weak
কার্তিক	potato, onion, garlic, under, on, cheap, up, down
অগ্রহায়ণ	ripe, best, heavy, light, store, share, mother, safe
পৌষ	tie, stick, red, round, customer, change, profit, please
মাঘ	dig, deep, sort, sack, cool, dark, clear, floor
ফাল্গুন	wash, inside, outside, packet, label, swap, gift, save
চৈত্র	plan, next, year, month, pot, total, more, less

সারা বছরের ছড়া ও গান (শুনে শুনে)

গত বছরের ৫টি ছড়া ঝালাই · Days of the week · Months of the year · Head, shoulders, knees and toes · Row, row, row your boat

অভিভাবকের জন্য — গ্রামার ছাড়া ইংরেজি

শিশু মাতৃভাষা যেভাবে শেখে — আগে শোনে, তারপর বলে, অনেক পরে পড়ে ও লেখে — ইংরেজিও সেভাবেই। ভুল বাক্য শুধরে দেওয়ার দরকার নেই; আপনি সঠিকটি স্বাভাবিকভাবে আবার বলুন। আপনার নিজের উচ্চারণ নিয়ে সংশয় থাকলে ফোনে শব্দটির উচ্চারণ শুনিয়ে নিন। রোজ ১০ মিনিট, কাজের মাঝখানে, খেলার ছলে — এটুকুই যথেষ্ট।

পরিশিষ্ট ৫ — আমার বীজ ব্যাংকের রেজিস্টার

বীজ ব্যাংকের প্রতিটি বয়ামের জন্য একটি সারি। আগামী বছর এই পাতা দেখেই ঠিক হবে — কোন বীজ আছে, কোনটি জোগাড় করতে হবে। কাউকে বীজ দিলে বা কারও কাছ থেকে পেলে তা-ও লিখে রাখুন।

নং	ফসল ও জাতের নাম	কোথা থেকে পেলাম	সংগ্রহের তারিখ	১০-এ কয়টি গজায়	কাকে দিলাম
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					

বীজ রাখার তিন সূত্র

১. পুরো পাকা — গাছেই পাকতে দাও। **২. পুরো শুকনো** — দাঁতে কাটলে «কট»। **৩. বাতাস-বন্ধ পাত্র** — শুকনো বয়াম, নিম পাতা, শক্ত ঢাকনা, ঠান্ডা অন্ধকার তাক।

তোমার সবচেয়ে প্রিয় বীজটি বড় করে আঁকো।

পরিশিষ্ট ৬ — আমার আয় ও সঞ্চয়ের খাতা

প্রতি মাসের শেষে সেই মাসের মোট আয়, সদকা ও খরচ এক সারিতে লিখুন (বিস্তারিত থাকবে আলাদা হিসাবের খাতায়)। বারো সারি পূর্ণ হলে চৈত্রে বার্ষিক যোগফল।

তারিখ	কীভাবে পেলাম / কীসে দিলাম	পেলাম (+)	সদকা	খরচ (−)	ব্যাংকে আছে

তিন কৌটার নিয়ম

যা-ই আয় হোক, আগে তিন ভাগ: **সঞ্চয়** (আগামীর বীজ ও যন্ত্রের জন্য) · **সদকা** (আল্লাহর জন্য, অভাবীর জন্য) · **খরচ** (নিজের দরকার ও শখ)।

অভিভাবকের জন্য

এ বছর «আয় − খরচ = লাভ» এসেছে, তবে নিজের বীজ-সার-শ্রমের দাম ধরা হয়নি — পূর্ণাঙ্গ খরচ-হিসাব বই ৮-এ। বছর শেষে সঞ্চয়ের টাকায় শিশু আগামী বছরের (হাঁস-মুরগির খামার) জন্য হাঁসের বাচ্চা বা ঘরের সরঞ্জাম কিনুক।

★ পরিশিষ্ট ৭ — আমার বাগানি-বছরের সেরা স্মৃতি

পুরো বছরের দিকে ফিরে তাকাও। নিচের কথাগুলো বড়দের বলো; তাঁরা লিখে দেবেন, অথবা তুমি নিজেই লেখো।

আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রজেক্ট _____

সবচেয়ে কঠিন লেগেছে _____

যে ফসলটি সবচেয়ে ভালো হয়েছে _____

যেটি নষ্ট হয়েছে, আর তা থেকে যা শিখেছি _____

আমার প্রিয় পশু বা পাখি ও তার নাম _____

আমার প্রিয় সূরা _____

আমার প্রিয় ইংরেজি শব্দ _____

বছর শেষে মাটির ব্যাংকে জমেছে _____

আগামী বছর আমি যা ফলাতে চাই _____

বড় হয়ে আমি যা হতে চাই _____

বছরের শুরুতে আমি (ছবি আঁকো বা লাগাও)

বছরের শেষে আমি — আমার ফসলসহ

পরিশিষ্ট ৮ — দরকারি যোগাযোগ

খামারে সমস্যা হলে অনুমান নয় — জিজ্ঞেস করুন। নিচের সরকারি সেবাগুলো চাষিদের জন্য। শিশুকে সাথে নিয়ে একবার ফোন করুন বা অফিসে যান, যেন সে জানে সাহায্য কোথায় পাওয়া যায়।

সেবা	নম্বর	কখন দরকার
কৃষি কল সেন্টার	**১৬১২৩**	ফসল, বীজ, পোকা-রোগ, সার বিষয়ে পরামর্শ
প্রাণিসম্পদ সেবা	**১৬৩৫৮**	গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগির রোগ, টিকা
মৎস্য পরামর্শ সেবা	**১৬১২৬**	মাছ চাষ ও পুকুরের সমস্যা
জাতীয় জরুরি সেবা	**৯৯৯**	দুর্ঘটনা, আগুন, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ
স্বাস্থ্য বাতায়ন	**১৬২৬৩**	স্বাস্থ্য পরামর্শ, সাপে কাটা, জরুরি চিকিৎসা

* নম্বরগুলো সময়ের সাথে বদলাতে পারে — ব্যবহারের আগে একবার যাচাই করে নিন।

আমাদের এলাকার যোগাযোগ (নিজেরা লিখুন)

কে	নাম	ফোন
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ব্লক)		
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস / পশু চিকিৎসক		
উপজেলা মৎস্য অফিস		
আমার «ওস্তাদ চাষি»		
দেশি বীজ দেন যিনি		
কুরআন শিক্ষক / ইমাম সাহেব		
নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্র		

নোট

কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ

সনদ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে

_____

বাংলা ..... সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত পুরো এক বছর
পরিবারের সবজি বাগান ও মুরগির খামারের দায়িত্ব নিয়ে, নিজের বীজে ধান ফলিয়ে,
চারা তুলে, ফসল সংরক্ষণ করে, সত্য হিসাব লিখে এবং সততার সাথে হাটে দোকান চালিয়ে

«আঙিনার বাগানি»

উপাধি অর্জন করেছে এবং **বই ২ — নিজের বাগান, নিজের খাতা** সফলভাবে শেষ করেছে।
আল্লাহ তার জ্ঞান, রিজিক ও আমলে বরকত দিন। আমিন।

মায়ের স্বাক্ষর	বাবার স্বাক্ষর	ওস্তাদ চাষির স্বাক্ষর

তারিখ: .....

➡ এরপর — বই ৩: হাঁস-মুরগির খামারি বয়স ৮

অভিনন্দন, বাগানি! এ বছর তুমি একটি বাগান ও ছয়টি মুরগির দায়িত্ব সামলেছ, আর সবকিছু খাতায় লিখেছ। আগামী বছর তোমার ছোট পালটি হবে একটি সত্যিকারের **ছোট খামার** — আয়ের নিয়মিত উৎস।

বই ৩-এ যা থাকবে

- ২০–২৫টি দেশি মুরগি ও ৮–১০টি হাঁসের খামার পরিকল্পনা
- ঘর তৈরি ও মাপ; খাবার নিজে তৈরি করা
- দফায় দফায় ছানা তোলা; বাছাই করে ভালো জাত রাখা
- টিকা ও রোগ-প্রতিরোধের বার্ষিক ক্যালেন্ডার
- ডিম ও মুরগি বিক্রির নিয়মিত খাতা; খাবারের খরচ হিসাব
- বাগান চলবে: খামারের বিষ্ঠা থেকে সার, বাগান থেকে খামারের খাবার

সাথে থাকবে

- কুরআন: আয়াতুল কুরসি, আমপারার আরও সূরা; নিয়মিত নাজেরা
- নামাজ: সুন্নতসহ পাঁচ ওয়াক্ত; জুমার আদব
- English: ছোট অনুচ্ছেদ শোনা ও বলা; সহজ বাক্য পড়া
- প্রযুক্তি: নিজে ছক ভরা, সহজ চিত্র, তথ্য খোঁজা (বড়দের সাথে)
- গণিত: গুণ-ভাগ, টাকার হিসাব, গড়, সময় ও তারিখের হিসাব

এই বই থেকে বই ৩-এ যা সাথে যাবে

- তোমার **মুরগির পাল**, বড় হওয়া ছানারা ও **কবুতরের জোড়া**
- **ডিমের খাতা** ও বার্ষিক দাগ-চিত্র — আগামী বছরের তুলনার জন্য
- দ্বিগুণ হওয়া **বীজ ব্যাংক** ও রেজিস্টার; বীজ-ধান, বীজ-আলু
- **পালা বদলের নকশা** — আগামী বছর এটি ধরেই বাগান
- কলসি-সেচের **লাউ-কুমড়ার মাদা**
- **বাঁধা ক্রেতা** ও হাটের পরিচিতি; হিসাবের খাতা
- তিন কৌটার **সঞ্চয়** — খামার বড় করার পুঁজি

শেষ কথা

«আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটি, যা নিয়মিত করা হয় — যদিও তা অল্প।» রোজকার ছোট ছোট যত্নই তোমাকে এখানে এনেছে। এভাবেই এগিয়ে চলো।